Contents

চতুর্দশ বর্ষ

৯ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

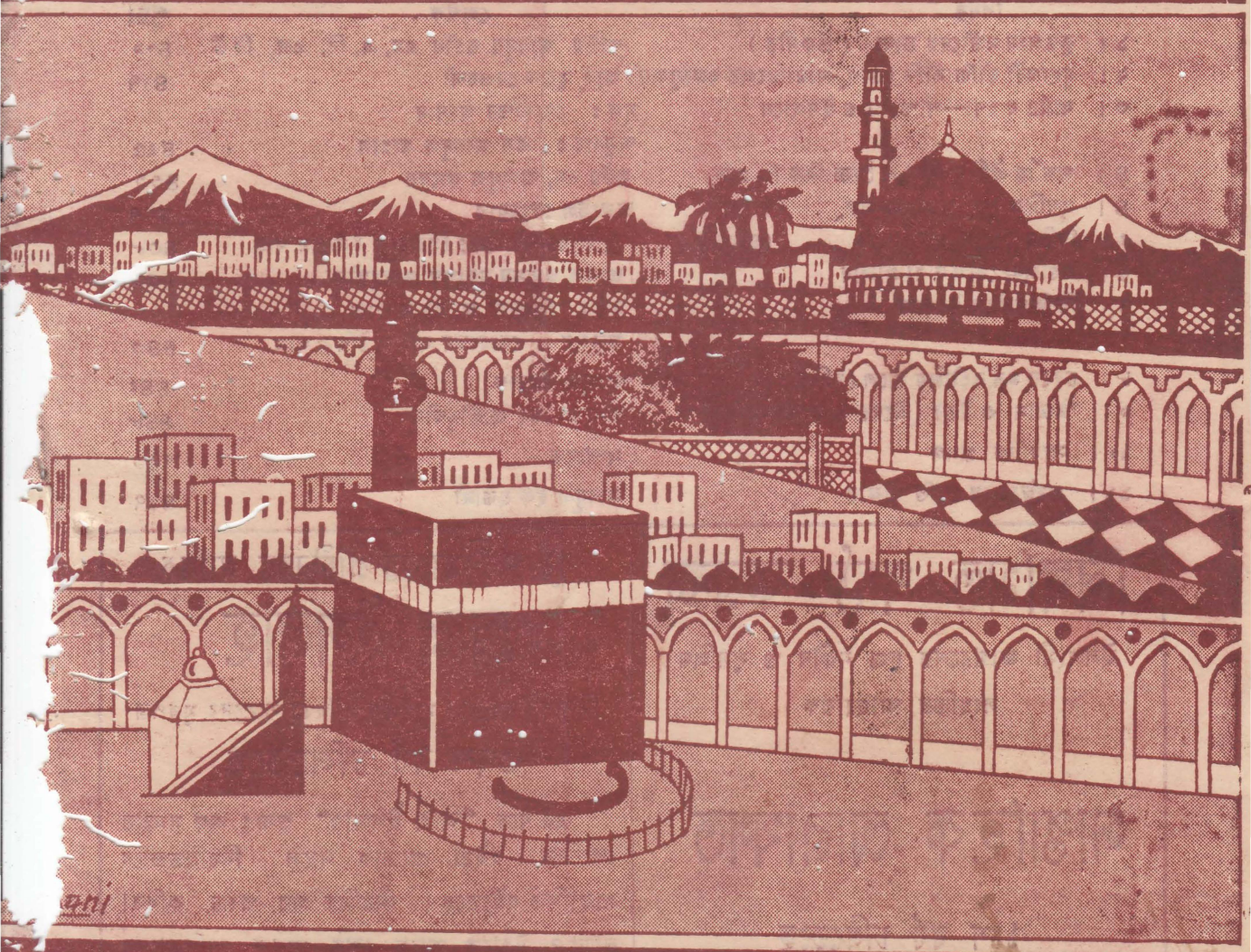

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

চতুর্দশ বর্ষ—নবম সংখ্যা

চৈত্র—১৩৭৪ বাং এপ্রিল—১৯৬৮ ইং

মুহররম—১৩৮৮ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বি-টি	৪০১
২।	মুহাম্মদী রীতি-নীতি (আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবু য়ুসুফ দেওবন্দী	৪১৭
৩।	ধর্মের ধারণা—পাশ্চত্যে ও ইসলামে	মূল: মোহাম্মদ আসাদ অনুবাদ: এস আবদুল মান্নান	৪২৫
৪।	পর্দার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ	ডক্টর এম, আবদুল কাদের	৪৩৩
৪।	মুসলিম তুম্ ভুলো না মত্ (কবিতা)	মুজাউল কোরবান	৪৩৭
৫।	বিচিত্র বিধান (কবিতা)	আল-আজিজ মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান	৪৩৮
৬।	মওলিদ, মৌলূদ বা মীলাদ	আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন	৪৩৯
৭।	ফিলিপাইনে ইসলাম	মূল: সিজার আদিব মাজুল অনুবাদ: মোহাম্মদ সানাউল্লাহ উদ্দিন খান	৪৪৩
৮।	চলরে মন নবীজির দেশে (কবিতা)	আবদুল খালেক	৪৪৫
৯।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর (ঈদের নামাযের ওয়াক্ত)	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	৪৪৮
১০।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	৫৫৩
১১।	জময়ীয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	৪৫৭

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১১শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক: মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা: ৬'৫০ ষান্মাষিক: ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার: সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৭শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

Contents

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ স্থল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

চতুর্দশ বর্ষ	চৈত্র, ১৩৭৪ বংগাব্দ ; মহররম, ১৩৮৮ হিঃ এপ্রিল, ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দ ;	নবম সংখ্যা

কোরআন মজীদের ভাষা

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سورة الكافرون—সূরাহ্ আল্-কাফিরূন

এই সূরার প্রথম আয়াতে 'আল-কাফিরূণ' শব্দ থাকায় ইহার এই নাম হইয়াছে।

সূরাটি নাযিল হাওয়ার উপলক্ষ্য—এই সূরাহ নাযিল হওয়ার মূলে যে ঘটনা বিবৃত করা হয় তাহা এইরূপ ঃ—হারিস ইবন কায়স সাহ্‌মী, 'আস ইবন ওয়িল সাহ্‌মী, অলীদ ইবন মুগীরাহ, আসওয়াদ ইবন 'আবদ য়াগূস, আসওয়াদ ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবন আসাদ ও উমাইয়া ইবন খলফ প্রমুখ মুশরিকগণ একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট গিয়া তাঁহাকে বলে, "এসো, তুমি আমাদের ধর্ম পালন কর আর আমরা তোমার ধর্ম পালন করি এবং তোমাকে আমাদের যাবতীয়

www.ahlehadeethbd.org

ধর্মীয় ব্যাপারে অংশীদার করিয়া লই। এই বৎসর ধরিয়া তুমি আমাদের দেবদেবীর ইবাদাৎ কর, আমরা পরের বৎসর ধরিয়া তোমার মা'বূদের ইবাদাৎ করিব। ইহার ফল এই হইবে যে, তুমি যে ধর্ম পালন করিতেছ তাহাতে যদি কোন কল্যাণ থাকিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা সেই কল্যাণে তোমার অংশী হইতে পারিব, আর আমরা যে ধর্মপালন করিয়া চলিয়াছি তাহাতে যদি কোন কল্যাণ থাকে তাহা হইলে তুমি আমাদের সেই কল্যাণের অংশ লাভ করিতে পারিবে।" তাহাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "আল্লাহ এর সহিত কাহাকেও অংশী করা হইতে আল্লাহ রক্ষা করুন।" তখন তাহারা বলিল, "তাহা হইলে এক কাজ কর। আমাদের দুই চার জন দেববেবীর মাহাত্ম্য ও দেবত্ব মানিয়া লও; তাহা হইলে আমরা তোমাকে রাসূল বলিয়া মানিয়া লইব এবং তোমার মা'বূদের ইবাদৎ করিব।' তাহাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন, "দেখি, আমার রব্বের তরফ হইতে কী হুকম হয়।" তখন আল্লাহ তা'আলা এই সূরাটি নাযিল করেন।

অনন্তর, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম পরদিন সকালে কা'বার মসজিদে যান। ঐ সময়ে সেখানে ঐ প্রস্তাবদাতা মুশরিকেরা উপস্থিত ছিল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তখন তাহাদের সামনে এই সূরাহ তিলাওৎ করেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

১। [হে রাসূল,] তুমি বলিয়া দাও, ওইই—ও—এই কাফিরেরা, [১]

١ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝

১। قُلْ (কুল), 'হে রাসূল, তুমি বলিয়া দাও' তুমি ঘোষণা কর।' আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের ২৯৩ স্থানে কোন কোন কথা লোকদিগকে জানাইবার জন্য তাঁহার রাসূলকে 'কুল' বলিয়া স্পষ্ট নির্দেশ দেন। প্রশ্ন উঠে, যাহা কিছুই রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর প্রতি আল্লাহ তা'আলার তরফ হইতে নাযিল করা হয় তাহার সবই তিনি লোকদের নিকট পৌছাইতে বাধ্য ছিলেন। উহার কিছুমাত্রও গোপন রাখার অধিকার তাঁহার ছিল না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "ওহে রাসূল, তোমার রব্বের তরফ হইতে তোমার প্রতি যাহা কিছুই নাযিল করা হয় তাহাই তুমি লোকদিগকে পৌছাইয়া দাও।" (সূরাহ আল্-মায়িদাহ্, ৬৩ আয়াৎ)। এমত অবস্থায় 'কুল' যোগ করার কোন অর্থ হয় না। বর্ত্তমানে একদল কুরআন-মূর্খ ইহা লইয়া গণ্ডগোল করিবার চেষ্টা করিতেছে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এবং বিশেষ করিয়া এই স্থানে 'কুল' যোগ করার প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য ও রহস্যাদি বর্ণনা করিতে গিয়া ইমাম রাযী তাঁহার তাফসীরগ্রন্থের এইস্থানে মোট ৫৩টি ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তন্মধ্যে এখানে বারোটি উদ্ধৃত করা হইতেছে।

(এক) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম একে তো ছিলেন রাহমাতুল্লিল্ 'আলামীন, তদুপরি আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে আদেশ করেন যে, তিনি যেন লোককে মধুর সম্ভাষণে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইসলামের দিকে আহ্বান জানাইতে থাকেন। (দেখুন সূরাহ ১৬ আন্-নাহ্ল, ১২৫ আয়াৎ—"আর তোমার রব্বের পথের দিকে আহ্বান জানাও বিচক্ষণতা সহকারে উত্তম উপদেশযোগে এবং তাহাদের সহিত বিতর্কের প্রয়োজন হইলে সুন্দরতম পদ্ধতিতে বিতর্ক কর।") এমত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর পক্ষে 'ওহে কাফিরেরা' অথবা ঐ ধরণের কোন কঠোর সম্ভাষণ শোভা পায় না।

www.ahlehadeethbd.org

তিনি যদি নিজের তরফ হইতে এইভাবে সম্বোধন করিতেন তাহা হইলে মাক্কার মূর্তিপূজকেরা নিশ্চয় ইহার কারণে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কঠোর সমালোচনার সুযো। পাইত। তাই আল্লাহ তা'আলা 'কুল' শব্দযোগে জানাইয়া দেন যে, রাসূল নিজে ঐ কঠোর আখ্যা যোগে তাহাদিগকে সম্বোধন করিতেছেন না; বরং আল্লার তরফ হইতে ঐ আখ্যাযোগে সম্বোধন করিতে আদিষ্ট হইয়াই তিনি ঐ ...র সম্ভাষণ করিতেছেন।

(দুই) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি ...আত্মীয়দের কথাও বলা যাইতে পারে। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম নিজ আত্মীয়দেরে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহাদিগকে ইসলামে আহ্বান করার সময় আত্মীয়তার উল্লেখ করিতেও কসূর করিতেন না। [দেখুন সূরাহ ৪২ আশ-শূরা, ২৩ আয়াৎ—"[হে রাসূল, তোমার আত্মীয়দেরে] বলিয়া দাও, আমি তোমাদের নিকট হইতে কেবলমাত্র আত্মীয়তার ভালবাসা ছাড়া অপর কোনই প্রতিদান চাহি না।") এমত অবস্থায় তাঁহার পক্ষে নিজ আত্মীয়দেরে এই কঠোর সম্ভাষণ করা মোটেই সাজে না। তাই আল্লাহ তা'আলা 'কুল' শব্দ যোগ করিয়া ঐ সম্ভাষণের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেন।

(তিন) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর প্রতি যাহা কিছু নাযিল করা হইত তাহার সবই লোককে জানাইবার জন্য তিনি বিশেষভাবে আদিষ্ট ছিলেন। উহার কিছুমাত্র গোপন করার অধিকার তাঁহার ছিল না। 'কুল' শব্দটি অহ্‌ঈ এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তিনি উহা সমেত পাঠ করিয়া জানাইয়া দেন যে, এই 'কুল' শব্দটি আল্লার কালামের অংশ।

(চার) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর যমানার আরব মুশরিকরা তাঁহাকে রাসূল বলিয়া স্বীকার করিতেন না বটে, কিন্তু তাহারা আল্লাহ তা'আলাকে পয়দাকারী ও আহারদাতা বলিয়া বিশ্বাস করিত। [দেখুন সূরাহ ২৯ আল্-'আন্‌কাবূৎ ? ৬১ আয়াৎ; সূরাহ ৩৯ আয্-যুমার : ৩৮ আয়াৎ; সূরাহ ৪৩ আয্-যুখ্‌রুফ : ৯ আয়াৎ—"আর তুমি যদি আরবের মূর্তিপূজকদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, আসমানগুলিকে ও পৃথিবীকে পয়দা করিয়াছেন কে? তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় বলিবে, "আল্লাহ (সে সব পয়দা করিয়াছেন)।" আরো দেখুন সূরাহ ১০ য়ুনুস : ৩১ আয়াৎ—"হে রাসূল তুমি আরবের মূর্তিপূজকদিগকে বল ও জিজ্ঞাসা কর যে, তোমাদিগকে আসমান ও পৃথিবী হইতে খাদ্য দেন কে?......আর সকল কাজের বিলি ব্যবস্থা করেন কে?" তাহারা অবিলম্বে বলিবে, "আল্লাহ (এই সব কিছু করেন)।" এমত অবস্থায় এই কঠোর সম্ভাষণটির সংযোগ যদি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর সহিত করা হইত তাহা হইলে ঐ মূর্তিপূজকেরা তাহা কিছুতেই বরদাশ্‌ত করিত না। পক্ষান্তরে সম্ভাষণটির সংযোগ আল্লার সহিত করা হইলে তাহারা আল্লাহ এর সর্বময় ক্ষমতাকে সমীহ করিয়া তাহা সহ্য করিতে ইতস্ততঃ করিতে পারে না। এই কারণেও 'কুল' শব্দটি যোগ করার বিশেষ সার্থকতা রহিয়াছে।

(পাঁচ) আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কোন বিশেষ ফরমান লোকসমক্ষে ঘোষণা করিবার জন্যই 'কুল' শব্দের অবতারণা করিয়া থাকেন। 'কুল' যোগে কোন কিছু ঘোষণা করার নির্দেশ পাওয়াই হইতেছে 'পয়গাম-বাহক রাসূল' হওয়ার প্রতীক চিহ্ন। তাই হযরৎ মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা নিজ 'সংবাদবাহক', 'রাসূল' প্রতিপন্ন করিবার জন্য মাঝে মাঝে এইভাবে 'কুল' শব্দযোগে তাঁহার প্রতি অহ্‌ঈ নাযিল করিয়া থাকেন।

(ছয়) কাফিরেরা এক সময়ে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট প্রস্তাব করে যে, এক বৎসর তিনি যেন তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের দেব-দেবীর ইবাদৎ করেন। তাহা হইলে পরের বৎসর তাহারা সকলে তাহাদের দেবদেবীর ইবাদাত ত্যাগ করিয়া একমাত্র আল্লাহ এর ইবাদাৎ করিবে। এই শঠতাপূর্ণ প্রস্তাবের যথাযোগ্য দাঁতভাঙ্গা জওয়াব রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহ তা'আলার নিকট হইতে লাভ করিবার প্রত্যাশা করিতে থাকেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, "কুল্—তুমি জওয়াবে এই কথা বল।"

www.ahlehadeethbd.org

(সাত) মাকৃকার কাফিরেরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সম্পর্কে 'আঁটকুড়া' (আব্‌তার) মন্তব্য করিয়া তাঁহার অমর্যাদা করিলে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং উহার জওয়াব দেন পূর্ববর্তী সূরা আল্‌-কাওসারে। আর তাহারা আল্লাহ তা'আলার সহিত শিরুক করিবার জন্য রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে আহ্বান জানাইয়া আল্লাহ তা'আলার অমর্যাদা করিলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে যেন এই কথা বলিতে চান, "হে রাসূল, তাহারা তোমার সম্পর্কে অবমাননাজনক মন্তব্য করিলে উহার জওয়াব আমি দিয়াছি। এখন তাহারা আমার সম্পর্কে অবমাননাজনক প্রস্তাব করিয়াছে তাহার জওয়াব তুমি দাও (কুল্)। 'কুল' যোগ করার ইহাও একটি তাৎপর্য হইতে পারে'।

(আট) 'কুল) যোগ করার আর একটি তাৎপর্য ইহাও হইতে পারে। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে যেন বলিতেছেন, "হে রাসূল, তোমার শত্রুরা তোমাকে অন্যায়ভাবে 'আব্‌তার' নামে উল্লেখ করিয়া থাকে। ইহার প্রতিবচনে তুমি তাহাদিগকে তাহাদের বাস্তব ও প্রকৃত উপাধি 'কাফির' নামে ডাকো—বলো, ওহে কাফিরেরা"।

(নয়) যদি 'কুল্' বাদ দিয়া কেবলমাত্র পরবর্তী কথাগুলি বলা হইত তাহা হইলে ঐ কাফিরেরা উহার প্রতিবাদে বলিতে পারিত যে, ঐ কথাগুলি রাসূলের নিজের উক্তিও হইতে পারে, তাঁহার রবেরও উক্তি হইতে পারে। উহাকে যদি তাঁহার রবের উক্তি ধরা হয় তাহা হইলে উহা একেবারে অবান্তর কথা হয়। কেন না সে ক্ষেত্রে অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁহার রব্ব বলেন যে, তিনি আমাদের দেবদেবীর ইবাদাৎ করিবেন না; অথচ আমরা তো তাঁহার রব্বকে আমাদের দেবদেবীর ইবাদাৎ করিতে বলি নাই। পক্ষান্তরে উহাকে যদি রাসূলের নিজের উক্তি ধরা হয় তাহা হইলে উহা তাঁহার নিজস্ব অভিমত ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এই কথাই তো তিনি বরাবর বলিয়া আসিতেছেন। কাজেই তাহার এই উক্তির কোনই মূল্য আমাদের নিকটে নাই। হাঁ, এই কথা তিনি যদি তাঁহার রবের নির্দেশক্রমে বলিতেন তাহা হইলে উহার কোন মূল্য হইতে পারিত। এই ভাবে 'কুল' শব্দটি যোগ করার প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়।

(দশ) আল্লাহ তা'আলা যদি "কুল' শব্দটি যোগ নাও করিতেন তবুও রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম উপরে বর্ণিত (৩) এ উল্লিখিত আয়াৎ অনুযায়ী উহা লোকের সামনে নিশ্চয় পড়িয়া শুনাইতেন। এমত অবস্থায় 'কুল' শব্দ যোগ করার একটি তাৎপর্য হইবে 'উহা শুনাইবার জন্য বিশেষ তাকীদ'। এই তাকীদ স্বাভাবিক ভাবেই কাফিরদের উক্ত প্রস্তাবের চরম জঘন্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ আমাদের প্রস্তাবটি এতই জঘন্য করেন। ঐ প্রস্তাবের জওয়াব রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম জ্ঞাত করিয়াই আল্লাহ তা'আলা ক্ষান্ত হন নাই; বরং 'কুল' শব্দযোগে তাঁহাকে বিশেষভাবে স্পষ্ট ভাষায় তাকীদ দিতেছেন উহা তাহাদিগকে শুনাইবার জন্য। কুল যোগ করায় ইহাও একটি বিশেষত্ব বটে।

(এগারো) শত্রুর শক্তির সামনে দাঁড়াইবার যথেষ্ট ক্ষমতা মানুষ যত দিন অর্জন করিতে না পারে তত দিন সে নানা কৌশলে শত্রুকে শান্ত রাখিয়া তাহার অনিষ্ট হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া চলে এবং শত্রু যাহাতে না চটে তাহার প্রতি সে বিশেষ লক্ষ্য রাখে। কিন্তু সে যখন বুঝে যে, শত্রুকে পর্যুদস্ত করিবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা ও উপকরণ সে অর্জন করিয়াছে তখন সে শত্রুকে সমীহ করিয়া চলা দূরের কথা, বরং তাহাকে ধ্বংস করিবার মানসে তাহাকে সম্মুখ সমরে নামাইবার জন্য উত্তেজিত করিতে ও উস্কানী দিতেও কসুর করে না। অনুরূপভাবে মুসলিমগণ এতকাল কাফিরদের সম্মুখে দাঁড়াইতে অক্ষম ছিলেন বলিয়া তাঁহারা শত্রুর সকল যন্ত্রণা বিনা প্রতিবাদে নীরবে সহ্য করিয়া চলিয়াছেন। এখন তাঁহাদের রব্ব তাঁহাদিগকে আল্‌-কাওসার দিলেন এবং সেই সঙ্গে এই ভরসাও দিলেন যে, তাঁহাদের শত্রুদের কোন নাম নিশানা পর্যন্ত থাকিবে না। এমত অবস্থায় শত্রুদিগকে সমীহ করিয়া চলার কোন কারণই আর মুসলিমদের রহিল না, তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁহার রাসূলকে যেন বলেন যে, তোমার শত্রুরা অসন্তুষ্ট হয় হউক, চটে চটুক তাহার প্রতি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোটেই কোন ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্য স্পষ্ট ভাষায় তাহাদের বাস্তব স্বরূপ যাহা তাহাই (অর্থাৎ কাফির) বলিয়া তাহাদিকে সম্বোধন করিয়া আঘাত করিয়া দাও।

(বারো) আল্লাহ তা'আলা মহান। আর মহান কোন ব্যক্তি যদি কাহাকেও সরাসরি সম্বোধন করে তাহা হইলে তাহাতে সম্বোধিত ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পায়। কাজেই এখানে যদি 'কুল' শব্দটি না থাকিত তাহা হইলে কাফিরেরা আল্লাহ তা'আলার সম্বোধন-জনিত সম্মান লাভ করিত। অথচ তাহাদিগকে যাহা বলিয়া সম্বোধন করা হইতেছে তাহা (অর্থাৎ কাফির বলিয়া সম্বোধন) নিশ্চিত ভাবে হীনতাব্যঞ্জক। এমত অবস্থায় 'কুল' যদি যোগ করা না হইত তাহা হইলে কাফিরদের সম্মান এবং হীনতা উভয়ই যুগপৎ প্রকাশ পাইত এবং তাহার ফলে 'কাফির' নামে উল্লেখ-জনিত হীনতার তীব্রতা অনেকাংশে মৃদু হইয়া উঠিত। তাই কাফিরদের চরম হীনতা যাহাতে পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পায় এই জন্য আল্লাহ তা'আলা 'কুল' বলিয়া তাঁহার রাসুলকে সম্বোধন-জনিত সম্মান দান করেন এবং কাফিরদের হীনতা পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখেন।

يَا أَيُّهَا 'য়া আইয়ু-হা' মূলতঃ তিনটি শব্দের সমষ্টি এবং ঐ তিনটি শব্দই অব্যয় পদ। 'য়া' ও 'আই' হইতেছে সম্বোধন সূচক অব্যয়। 'য়া' অব্যয়যোগে দূরবর্তীকে আহ্বান করা হয় এবং আই' যোগে নিকটবর্তীকে সম্বোধন করা হয়। আর 'হা' হইতেছে সতর্কতাসূচক অব্যয়। 'য়া-আইয়ু-হা' যৌগিক শব্দটিতে তিন ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় বলিয়া ইহা দ্বারা সম্বোধনের চরমরূপ প্রকাশ পায়। 'দূর' ও 'নিকট' উভয় অর্থ সঙ্কেতক সম্বোধন অব্যয়দ্বয়ের যুগপৎ ব্যবহারের তাৎপর্য ও রহস্য এই যে, কাফিরগণ আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাঁহার যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা আরোপ না করায় তাহারা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা'আলা হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছে। কাজেই তাহারা দূরবর্তীর ন্যায় 'য়া' যোগে আহূত হওয়ার যোগ্য এবং তাই তাহাদিগকে প্রথমেই 'য়া' যোগে আহ্বান করা হইয়াছে। অর্থাৎ কাফিরদের আচরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে 'য়া' যোগে আহ্বান করেন। কিন্তু কাফিরের ঐ আচরণ সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাহাদিগকে নানা ভাবে দয়া করিয়া অ সিতেছেন এবং তাহারা দূরে সরিয়া থাকিলেও আল্লাহ তা'আলা নিজ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদিগকে নিকটে অবস্থান কারীর ন্যায় 'আই' যোগেও সম্বোধন করেন। তারপর উহার সহিত সতর্কতাসূচক 'হা' যোগ করিয়া আল্লাহ তা'আলা নিজ আহ্বান ও সম্বোধনকে দৃঢ়তর ও গুরুত্বপূর্ণ করিয়া তোলেন।

الْكَافِرُونَ—'আল্-কাফিরূন'—অবিশ্বাসীগণ। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে। প্রশ্নগুলি এবং উহার উত্তর এক এক করিয়া দেওয়া হইতেছে। **(প্রথম প্রশ্ন)** আল্লাহ তা আলা এখানে সম্বোধিত অবিশ্বাসীদিগকে তাহাদের বিশেষণযোগে অর্থাৎ অবিশ্বাসীগণ (আল্-কাফিরূন) বলিয়া সম্বোধন করেন, অথচ সূরাহ ৬৬ আৎ-তাহরীম : ৭ আয়াতে তাহাদিগকেই সম্বোধন করেন তাহাদের কার্যকলাপ উল্লেখযোগে; বিশেষণযোগে নয়। সেখানে 'য়া আইয়ু হাল্-কাফিরূ' না বলিয়া 'য়া আইয়ু হাল্-লাযীনা কাফারূ' বলা হইয়াছে। এই তারতম্যের কারণ কী? আবার এখানে 'কুল' যোগ করা হইয়াছে, **অথচ সূরাহ তাহরীমের** আয়াৎটিতে 'কুল' যোগ করা হয় নাই। এই তারতম্যেরই বা কারণ কী? **(জওয়াব)** এই সূরাতে সম্বোধিত অবিশ্বাসীদিগকে যাহা বলা হইয়াছে তাহা তাহাদিগকে বলা হয় এই দুন্‌য়াতে; আর সূরাহ তাহরীমের আয়াৎটিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ঐ অবিশ্বাসীদিগকে বলা হইবে কিয়ামাৎ কালে। ঐ অবিশ্বাসীগণ দুন্‌য়াতে অবস্থানকালে অবিরত অবিশ্বাস করিয়া চলিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে এই দুন্‌য়াতে 'ওহে অবিশ্বাসীগণ' (য়া আইয়ু হাল্-কাফিরূন) বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে ঐ অবিশ্বাসীদের কেহই কিয়ামাৎ কালে আর অবিশ্বাসী থাকিবে না; সকলেই সে সময়ে বিশ্বাসী হইয়া উঠিবে। তাই সে সময়ে তাহাদিগকে 'কাফিরূন' বলিয়া সম্বোধন করা হইবে না,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

২ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۔

৩ وَلَآ أَنْتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۔

২। যাহা কিছুর ইবাদৎ তোমরা কর তাহার ইবাদৎ আমি করিব না। [২]

৩। আর আমি যাহার ইবাদৎ করি, তোমরা তাহার ইবাদৎকারী হইবে না। [৩]

বরং তাহাদিগকে সম্বোধন করা হইবে, "আল্লাযীনা কাফারূ" ("ওহে যাহারা অবিশ্বাস করিয়াছিলে") বলিয়া। তারপর, এই সূরাতে 'কুল' যোগ করার এবং সূরাহ তাহ-রীমের আয়াৎটিতে উহা যোগ না করার কারণ এই যে 'রাসূল' এর অর্থ এবং তাৎপর্য হইতেছে আল্লাহ এর সংবাদবাহক; আর এই সংবাদ বহন দুন্য়াতেই সীমাবদ্ধ। তাই দুন্য়াতে রাসূল হিসাবে হযরৎ মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে 'কুল' শব্দযোগে নির্দেশ দেওয়া হয় এই কথাগুলি কাফিরদিগকে জানাইয়া দিবার জন্য। পক্ষান্তরে, কিয়ামাৎ কালে হযরৎ মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর রাসূল হিসাবে করার কিছুই বাকী থাকিবে না বলিয়া তখন লোককে কোন কিছু জানাইবার জন্য তাঁহাকে 'কুল' যোগে কোন নির্দেশ দেওয়ার আবশ্যকতাই থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ সে সময় আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ঐ কথা বলিবেন। তাই সূরাহ তাহরীমের আয়াৎটিতে কুল যোগ করা হয় নাই।

(দ্বিতীয় প্রশ্ন) কাফিরদের উল্লিখিত প্রস্তাবের জওয়াবে এই সূরাহ ছাড়া আরো একটি আয়াৎ নাযিল হয়। উহা হইতেছে সূরাহ ২৯ আয্-যুমার এর ৬৪ নং আয়াৎ। ঐ আয়াতের অর্থ এইরূপ—"[হে রাসূল,] তুমি বলিয়া দাও, ওইই-ও জাহিলগণ, তোমরা কি আমাকে আদেশ কর যে, আমি আল্লাহ ছাড়া অপর কাহারও ইবাদাৎ করি?" কাজেই দেখা যায় যে, এই সূরাতে যাহাদিগকে 'কাফিরূন' বলিয়া সম্বোধন করিতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে নির্দেশ দেওয়া হয় তাহা-দিগকেই সূরাহ যুমার এর ঐ আয়াৎটিতে 'জাহিলূন' বলিয়া সম্বোধন করিতে তাঁহাকে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ভিন্ন ভিন্ন সম্বোধনের তাৎপর্য কী?

(জওয়াব) 'জাহিল' ও 'কাফির' এর তাৎপর্য পরস্পর ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। 'জাহিল' শব্দের অর্থ অজ্ঞ; আর আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে যে ব্যক্তি অজ্ঞ সেই ব্যক্তিই হইতেছে চরম অজ্ঞ ও কাফির। সেইরূপ কাফির মাত্রেই আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ। বস্তুতঃ কুফরের (অবিশ্বাসের) মূলে অজ্ঞতা (জাহালাৎ) থাকা অবধারিত। জাহালাৎ বা অজ্ঞতা হইতেছে বৃক্ষ-সদৃশ, আর কুফর বা অবিশ্বাস হইতেছে সেই বৃক্ষের ফল। কাজেই এই দুই সম্বোধনে তাৎপর্যের দিক দিয়া মূলতঃ কোনই তফাৎ নাই।

(তৃতীয় প্রশ্ন) এখানে 'আল্-কাফিরূন' বলিয়া কাহাদিগকে বুঝানো হইয়াছে? (জওয়াব) ইহা সুস্পষ্ট যে, ইহা দ্বারা সকল কাফিরকে বুঝানো হয় নাই। য়াহূদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে যাহারা কুফর করিত তাহারা মোটেই ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। কারণ তাহারা আল্লাহ এর সহিত অপর কাহারও ইবাদাৎ করিত না। বস্তুতঃ, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট উল্লিখিত প্রস্তাবটি যে সব কাফির পেশ করিয়াছিল এবং উহাতে যে সকল কাফিরের সম্মতি ও সমর্থন ছিল কেবলমাত্র তাহাদিগকেই এই 'আল কাফিরূন' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

২। مَا تَعْبُدُونَ (মা তা'বুদূনা)—'মা' সর্বনামটি অচেতন বস্তুর পরিবর্তে এবং 'মান' সর্বনামটি সচেতনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। 'মা' এর অর্থ 'যাহা কিছু' এবং 'মান' এর অর্থ যে কেহ। কাজেই এই আয়াৎটির তাৎপর্য দাঁড়ায় "আল্লাহ ছাড়া অপর যে সব বস্তুর ইবাদাৎ তোমরা কর সেই সব বস্তুর ইবাদাৎ আমরা করিব না।"

৩। مَا أَعْبُدُ (মা আ'বুদু)—পূর্বের টীকায় বর্ণিত নিয়ম অনুসারে এখানে 'মা' স্থলে 'মান' ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত ও সঙ্গত ছিল। কারণ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদাৎ করিতেন; আর আল্লাহ তা'আলা নিশ্চিতভাবে

www.ahlehadeethbd.org

৪। আর যাহা কিছুর ইবাদৎ তোমরা পূর্বে করিয়াছ, আমি তো তাহার ইবাদাৎকারী হইবার পাত্র নই।

৫। আর আমি যাহার ইবাদাৎ করি, তোমরা তো তাহার ইবাদাৎকারী হইবার পাত্র নও। [৪]

٤ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۝

٥ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝

সংকলন। এমত অবস্থায় 'মা' ব্যবহার করার হেতু কী? এই প্রশ্নের জওয়াব যামাখশারী দেন তুইটি। ইমাম রাযী ঐ জওয়াব দুইটি প্রথমে উধৃত করিয়া পরে আরও দুইটি নূতন জওয়াব দেন। জওয়াবগুলি এই: (ক) 'মা' আ'বুদু' বলিয়া মা'বুদের সত্তার দিকে ইঙ্গিত না করিয়া তাঁহার গুণবিশেষ বা 'মা তা'বুদুন বলিয়া 'অমূলক' (باطل) এর দিকে এবং 'মা আ'বুদু বলিয়া 'বাস্তব' (حق) এর দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। অর্থাৎ 'মা' সর্বনামটি পূর্বের আয়াতে 'বাতিল' এর পরিবর্তে এবং এই আয়াতে 'হাক্ক' এর পরিবর্তে বসিয়াছে। পূর্বের আয়াতে মূর্তিগুলির পরিবর্তেও আনা হয় নাই এবং এই আয়াতে আল্লাহ এর পরিবর্তেও আনা হয় নাই।

(খ) 'মা' শব্দটিকে এখানে সর্বনাম না ধরিয়া উহাকে যদি 'ক্রিয়াকে বিশেষ্য পরিণতকারী' (مصدرية) অব্যয় ধরা হয় তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। তখন আয়াৎটির অর্থ হইবে, "তোমরা আমার ইবাদাৎ করার মত ইবাদৎ সম্পাদনকারী হইবে না।"

(গ) 'মা' শব্দটিকে 'নির্দেশক' (demonstrative) সর্বনাম না ধরিয়া উহাকে যদি 'আপেক্ষিক' (Relative) সর্বনাম ধরা হয় তাহা হইলে উহাকে 'আল্লাযী' (الذى) এর স্থলাভিষিক্ত সচেতনের পরিবর্তে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য গণ্য করা যাইবে। ফলে, উল্লিখিত প্রশ্নটি উঠিতেই পারে না।

(ঘ) পূর্বের বাক্যটির সহিত সমতা রক্ষা করিতে গিয়া 'মা' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহার বিশ্লেষণ একটু পরেই করা হইতেছে। ইমাম রাযীর বিবরণ সমাপ্ত।

আমার মতে এই চারিটি জওয়াবের মধ্যে প্রথমটি কষ্টকল্পিত; দ্বিতীয়টি কাফিরদের উল্লিখিত প্রস্তাবের সহিত অসমঞ্জস এবং তৃতীয়টিতে 'আ'বুদু' এর পরে 'হু' সর্বনাম উহ্য ধরিবার প্রয়োজন হয় বলিয়া প্রথম তিনটি জওয়াবই দুর্বল। একমাত্র চতুর্থ জওয়াবটিই আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি বিশিষ্ট সুপ্রচলিত অলঙ্কারের পর্যায়ে পড়ে। ঐ অলঙ্কারটির নাম হইতে 'মুশাকালাহ্'। অলঙ্কারটির বৈশিষ্ট এই যে, এই অলঙ্কারে কোন একটি শব্দকে তাহার প্রকৃত ও সঙ্গত অর্থে ব্যবহার করার পরে ঐ অর্থের সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত অপর কোন ভাব প্রকাশ করিবার প্রয়োজন হইলে তাহার জন্য ঐ নূতন ভাবের উপযোগী কোন শব্দ ব্যবহার না করিয়া পূর্বে ব্যবহৃত শব্দটিই পুনরায় ব্যবহার করা হয়। যথা,

انما نحن مستهزءون' الله يستهزئ بهم'—ومكروا ومكر الله'- انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا ۝

ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা ঠাট্টা-তামাসাও করেন না, ফন্দীও আঁটেন না, ধোকাও দেন না। অথচ উল্লিখিত আয়াৎগুলিতে কপট মুনাফিকদের ঠাট্টা তামাশা করা, ফন্দী আঁটা ও ধোকা দেওয়ার উল্লেখ প্রসঙ্গে ঐ অর্থবোধক শব্দগুলি নিজের সম্পর্কে ব্যবহার করেন। ইহা আরবী সাহিত্যে একটি বিশেষ সৌন্দর্য ও অলঙ্কার বলিয়া গণ্য হয়। চতুর্থ জওয়াবটির তাৎপর্য এই যে, পূর্বের আয়াৎটিতে 'মা তা'বুদূন' এর মধ্যে কাফিরদের মাবুদের উল্লেখ প্রসঙ্গে সঙ্গত ও যথাযোগ্য ভাবেই 'মা' সর্বনাম ব্যবহার করা হইয়াছে। এই আয়াতে 'মান্' ব্যবহার অবধারিত হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র পূর্ববর্তী আয়াতে ব্যবহৃত 'মা' এর সহিত সমতা রক্ষা করিবার জন্যই এখানে 'মা' ব্যবহার করা হইয়াছে—মান্ ব্যবহার করা হয় নাই।

৪। দ্বিতীয় ও চতুর্থ আয়াৎ দুইটি মোটামুটি ভাবে একরূপ এবং তৃতীয় ও পঞ্চম আয়াৎ দুইটি হুবহু একরূপ। কাজেই এখানে স্পষ্টতঃ পুনরুক্তি রহিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

তারপর, আরবী সাহিত্যে পুনরুক্তি মাত্রেই দোষণীয় নয়। তাহাতে অযথা **পুনরুক্তিকে দোষণীয়** এবং **প্রয়োজনীয় পুনরুক্তিকে** প্রশংসনীয় গণ্য করা হয়। তাই তাফসীরকারগণ কুরআন মজীদের যেখানেই পুনরুক্তি পান সেখানেই ঐ পুনরুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও প্রমাণ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অধিকাংশ তাফসীকার এই সূরাতে দুইটি পুনরুক্তির কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা চতুর্থ আয়াৎটিকে দ্বিতীয় আয়াৎটির এবং পঞ্চম আয়াৎটিকে তৃতীয় আয়াৎটির পুনরুক্তি বলিয়া উল্লেখ করেন। কিন্তু মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, চতুর্থ আয়াৎটি মোটেই দ্বিতীয় আয়াৎটির পুনরুক্তি নহে। আয়াৎ দুইটি দুই ভাবে বিভিন্ন। মূলে যে তরজমা করা হইয়াছে সেই তরজমাতেই উহা ধরা পড়িলেও উহা একটু বিস্তারিত ভাবে প্রকাশ করিতেছি দ্বিতীয় আয়াতে কাফিরদের দেবদেবীর ইবাদৎ সম্পর্কে সাদামাটা অস্বীকৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে। এই অস্বীকৃতি জোরালোভাবে প্রকাশ করা হয় নাই। সাদাসিধাভাবে বলা হইয়াছে, "তোমরা যাহার ইবাদাৎ কর **আমি তাহার ইবাদাৎ করিব না।**" পক্ষান্তরে, চতুর্থ আয়াতে উহা জোরালো ভাষায় দৃঢ়তার সহিত প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে "**আমি তো তাহার ইবাদাৎকারী হইবার পাত্রই নই।**" দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় আয়াতে কাফিরদের বর্তমান ইবাদাৎ সম্পর্কে এবং চতুর্থ আয়াতে তাহাদের অতীত ইবাদাৎ সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কাজেই উহাকে কোনক্রমেই পুনরুক্তি বলা যাইতে পারে না।

তারপর তৃতীয় ও পঞ্চম আয়াতের কথা। এই আয়াৎ দুইটি শব্দ ও ভাষার দিক দিয়া হুবহু এক। কাজেই পঞ্চম আয়াৎটি **ভাষা হিসাবে** তৃতীয় আয়াৎটির পুনরুক্তি বটে। কিন্তু অর্থ ও **ভাবা হিসাবে** পঞ্চম আয়াৎটিকে তৃতীয় আয়াৎটির পুনরুক্তি বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন না। এ সম্পর্কে উভয় দলেরই মতের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

যাঁহারা পঞ্চম আয়াৎটিকে **ভাবের দিক** দিয়াও তৃতীয় আয়াৎটির পুনরুক্তি বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহারা এই পুনরুক্তির যথার্থতা ও যৌক্তিকতার প্রমাণে বলেন, কথোপকথনের সর্ববাদী সম্মত মৌলিক একটি নীতি এই যে কোনও প্রশ্ন বা প্রস্তাব যে পরি[illegible] ও যে মাত্রায় জোরালো ভাবে প্রকাশ করা হয় উহার স্বীকৃতি অথবা প্রত্যাখ্যানও সেই মাত্রায় ও সেই পরিমাণে জোরালো ভাবে প্রকাশ করিতে হয়। কেহ কোনও ব্যাপারে পীড়াপীড়ি ও যিদ করিতে থাকিলে উহার প্রতি সম্মতিই হউক আর প্রত্যাখ্যানই হউক উহা সচরাচর একাধিকবার প্রকাশ করা হয়। ইহা নিত্যই দেখা যায় যে কেহ যদি কাহাকেও কোথাও যাইতে বারংবার পীড়াপীড়ি করিতে থাকে তাহা হইলে সে যদি সেখানে যাইতে ইচ্ছুক থাকে তাহা হইলে সে বারংবার বলে, 'যাচ্ছি—যাচ্ছি' বা 'যাবো—যাবো' ইত্যাদি; আর সে যদি সেখানে যাইতে অনিচ্ছুক থাকে তাহা হইলে সে বারংবার বলে, 'যাবে না—যাবো না—যাবো না।' ইহাই বাক্যের রীতি। অনুরূপ ভাবে কাফিরগণ যখন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে প্রস্তাব দেয় যে, তিনি যদি তাহাদের দেবদেবীর ইবাদাৎ করেন অথবা অন্ততঃ তাহাদের কোন কোন দেবদেবীর ইবাদাৎ সমর্থন করেন তাহা হইলে তাহারা তাঁহার মা'বূদেরও ইবাদাৎ করিবে এবং তাহারা তাহাদের এই প্রস্তাবে সম্মত হইবার জন্য বারংবার পীড়াপীড়ি করিতে থাকিল, তখন তাহাদের ঐ পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত প্রস্তাবের জওয়াবও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করার প্রয়োজন দেখা দিল এবং তাই একই কথা একবার তৃতীয় আয়াতে এবং দ্বিতীয় বার পঞ্চম আয়াতে উল্লেখ করা হইল। ঐ দুই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ, 'তোমরা উল্লিখিত শর্তে আমার মা'বূদের ইবাদাৎ করিবে বলিয়া যতই ওয়াদা অঙ্গিকার কর না কেন, আর যতই আশ্বাস দাও না কেন তোমরা শেষ পর্যন্ত **আমার** মা'বূদের ইবাদত করিবে না—আমার মা'বূদের ইবাদাৎ করিবে না। উল্লিখিত ব্যাখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই পুনরুক্তি শুধু সঙ্গত ও যথার্থই হয় নাই বরং ইহা অনিবার্য ও প্রশংসনীয়।

(৪৪৬-এর পাতায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

।। আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী ।।

(٩) حَدَّثَنَا اَبُوْمُوْسٰى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَلِيْعَ الْفَمِ، اَشْكَلَ الْعَيْنِ، مَنْهُوْسَ الْعَقِبِ، قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ لِسِمَاكٍ مَاضَلِيْعُ الْفَمِ؟ قَالَ عَظِيْمُ الْفَمِ — قُلْتُ مَا اَشْكَلُ الْعَيْنِ؟ قَالَ طَوِيْلُ شَقِّ الْعَيْنِ قُلْتُ مَا مَنْهُوْسُ الْعَقِبِ؟ قَالَ قَلِيْلُ لَحْمِ الْعَقِبِ ۔

(৯) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ মূসা মুহাম্মাদ ইবনুল্ মুসান্না, তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্‌ন্ জা'ফার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান শু'বাহ্, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন সিমাক ইব্‌ন্ হারব হইতে, তিনি বলেন আমি জাবির ইব্‌ন্ সামুরাহ রাঃকে বলিতে শুনি, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি অসাল্লাম ছিলেন 'যালী উল-ফাম', 'আশ্‌কালুল্ 'আয়ন' ও 'মানহূসুল্ 'আকিব'। শু'বা বলেন, আমি সিমাককে বলি 'যালী উল্-ফাম' এর অর্থ কি ? তিনি বলেন 'বড় মুখ-বিবরবিশিষ্ট'। আমি বলি, 'আশ্‌কালুল্-'আয়ন' এর অর্থ কি ? তিনি বলেন, 'লম্বা চক্ষু-বিশিষ্ট'। আমি বলি, 'মান্‌হুসুল-'আকিব' এর অর্থ কি ? তিনি বলেন, অল্প মাংসল গোড়ালীবিশিষ্ট।

৯। এই হাদীসটি সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থের ২ | ২৫৮ পৃষ্ঠাতেও রহিয়াছে।

جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ : জাবির ও সামুরাহ্ পিতা-পুত্র উভয়ই সাহাবী। পিতা সামুরাহ্ হইতে বর্ণিত হাদীস ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসা'ঈ তাঁহাদের হাদীস গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। আর পুত্র জাবির এর বর্ণিত হাদীস সিহাহ সিত্তাতে রহিয়াছে। 'সামুরাহ্' এর উচ্চারণ সাম্‌রাহ্ ও করা হয়।

اَشْكَلُ الْعَيْنِ — আল্-'আয়ন একবচনে। কোন কোন প্রতিলিপিতে দ্বিবচন 'আল্-'আয়নাইন' ও পাওয়া যায়। ইহার অর্থ সিমাক যাহা বলেন তাহা ভাষাবিদগণ স্বীকার করেন না। এই কারণে কাযী 'আয়ায বলেন ইহা সিমাকের ভ্রান্তিবিশেষ। বিরল শব্দের অর্থ ব্যাপারে নির্ভরশীল প্রামাণিকদের মত এই যে, চক্ষুর শুভ্র অংশে সামান্য লাল আভা মিশ্রিত হইলে ঐ লাল আভা'কে শাক্‌লাহ্ (شُكْلَةٌ) বলা হয়। আর এই শাক্‌লাহ্ হইতেছে নবূওতের অন্যতম আলামৎ চিহ্নবিশেষ। পক্ষান্তরে চক্ষুর কালো অংশে লাল আভা মিশ্রিত থাকিলে তাহাকে বলা হয় শাহ্‌লাহ্ (شُهْلَةٌ)। (মুসলিম ২ | ২৫৮ হাশিয়া দ্রষ্টব্য।)

مَنْهُوْس — 'মানহূস' এর মূল অর্থ অল্প মাংসযুক্ত শরীর। এখানে 'আকিব এর সহিত যুক্ত হওয়ায় ঐরূপ অর্থ করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১০) حدثنا هناد بن السري ثنا ابو الاحوص عن اشعث يعني ابن سوار عن ابي اسحق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة اضحيان عليه حلة حمراء فجعلت انظر اليه والى القمر فلهو عندي احسن من القمر.

(১০) আমাদিগকে হাদীস শোনান হান্নাদ ইবনুস্-সারীই, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আব্সার ইবনুল্ কাসিম, তিনি রিওয়াৎ করেন আশ্'আস অর্থাৎ ইব্ন সাওওয়ার হইতে, তিনি আবূ ইস্হাক হইতে, তিনি জাবির ইব্ন সামুরাহ্ হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর পরিধানে লাল হুল্লাহ্ (চাদর ও লুঙ্গি) থাকা অবস্থায় এক পূর্ণিমা রাত্রির চাঁদনীতে আমি তাঁহাকে দেখি। অনন্তর আমি একবার তাঁহার দিকে ও একবার চাঁদের দিকে তাকাইয়া দেখিতে থাকি। ফলে, (আল্লাহ এর কসম) তিনি আমার নিকটে চাঁদের চেয়ে বেশী সুন্দর দেখান।

১০। يعني ابن سوار—অর্থাৎ ইব্ন সাওওয়ার হইতে। ইহা আশ্'আস এর পরিচয়। এই পরিচয় যদি তাঁহার শিষ্য 'আব্সার দিতেন তাহা হইলে 'য়া'নি' শব্দ যোগ করার প্রয়োজন হইত না। ইহা 'আব্সার এর শিষ্য হান্নাদ অথবা 'আবসার এর শিষ্যের শিষ্য ইমাম তিরমিযীর উক্তি। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইমাম তিরমিযী অথবা হান্নাদ বলেন যে, আশ্'আস বলিয়া 'আবসার বুঝান ইব্ন সাওওয়ার-কে।

سوار—'সাওওয়ার' এর অপর পাঠ 'সিওয়ার'।

اضحيان—'ইয্হিয়ান' ইহার অর্থ সারা রাত্রি ব্যাপী জ্যোৎস্না। এই কারণে 'পূর্ণিমার রাত্রি' অনুবাদ করা হইল।

عندي—'আমার নিকটে'। কোন কোন প্রতিলিপিতে 'ইন্দি স্থলে 'ফী 'আয়নী' (=আমার চোখে) পাওয়া যায়।

'আমার চোখে' বা 'আমার নিকটে' এই কথা কেবল মাত্র এই হাদীসের রাবী সাহাবী 'জাবির' সম্পর্কেই সত্য ছিল না বরং ইহা সকল সাহাবীরই কথা। বস্তুতঃ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু 'আলায়হি অসাল্লাম এর মুখমণ্ডল হইতে বিচ্ছুরিত জ্যোতির সম্মুখে চন্দ্রের কিরণ একন কি সূর্যের আলোকও ম্লান দেখা যাইত। ইমাম ইবনুল্ মুবারাক ও ইমাম ইব্নুল জাওযী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর কোন ছায়া দেখা যাইত না। তাহার কারণ এই যে, তিনি সূর্য্যালোক দাঁড়াইলে তাঁহার মুখমণ্ডলের জ্যোতি সূর্য্যালোককে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত এবং তিনি কোন উজ্জ্বল প্রদীপের আলোকে দাঁড়াইলে তাঁহার মুখমণ্ডলের জ্যোতি ঐ আলোক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(١١) حدثنا سفيان بن وكيع ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن ابي اسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا بل مثل القمر •

(١٢) حدثنا ابو داود المصاحفي سليمان بن سلم ثنا النضر بن شميل

১১। আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্‌য়ান ইব্‌ন ওয়াকী', তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান হুমাইদ ইব্‌ন 'আবদুর রাহমান আর্-রুআসী, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন যুহাইর হইতে, তিনি আবূ ইসহাক হইতে, তিনি বলেন একজন লোক বরা' ইব্‌ন আযিবকে জিজ্ঞাসা করে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মুখমণ্ডল কি তরবারীর মত ছিল? তিনি বলেন, "না; বরং উহা চাঁদের মত ছিল।

(১২) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবূ দাঊদ আল্-মাসাহিফী সুলায়মান ইব্‌ন সাল্‌ম, তিনি বলেন, আমাদিগকে হাদীস শোনান আন্-নায্‌র ইব্‌ন শুমাইল, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন

১১। এই হাদীসটি সহীহ বুখারী গ্রন্থের ৫০২ পৃষ্ঠাতেও রহিয়াছে।

الرؤاسي — আর্ রু'আসী। হুমাইদ এর কোন পূর্ব পুরুষের নাম ছিল 'রু'আস' এবং তাঁহার নাম অনুসারে তাঁহার বংশধরদিগকে বলা হইত 'বানূ রু'আস'। এই 'বানূ রু'আস' গোত্রের লোককে বলা হয় 'রু'আসী'।

'لا' بل مثل القمر — অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মুখমণ্ডল তরবারীর মত ছিল না; উহা ছিল চাঁদের মত। এখানে উপমার বিষয়বস্তু ও হেতু ধরা হয় 'আকার' এবং 'জ্যোতির প্রকার'। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মুখমণ্ডল (ক) তরবারীর ন্যায় লম্বা ছিল না। উহা ছিল কতকটা চাঁদের মত গোলাকার। (খ) তাঁহার মুখমণ্ডলের আভা তরবারীর ন্যায় তীব্র ঝলক ও শুভ্র ছিল না। উহা ছিল কতকটা চাঁদের আভার ন্যায় মৃদু, মনোরম ও কমনীয়।

১২। المصاحفي — আল্‌মাসাহিফী। 'মাসাহিফ' হইতেছে বহুবচন; একবচনে মুস্‌হাফ; অর্থ কুর্‌'আন মজীদের প্রতিলিপি। আরবীর খাঁটি নিয়ম অনুযায়ী এক বচনের শেষেই 'য়া' যোগ করিতে হয় বলিয়া 'মুস্‌হাফী' হওয়াই সঙ্গত ছিল। কিন্তু দুই একটি ব্যাপারে এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায় যথা 'ফারায়িযী' ইত্যাদি। সম্ভবতঃ কুর্‌আন মজীদের প্রতিলিপি লিখা তাঁহার পেশা ছিল বলিয়া অথবা তিনি উহা ক্রয়-বিক্রয় করিতেন বলিয়া তিনি এই উপাধিতে পরিচিত হন।

النضر — আল্-নায্‌র। এই নামটি মুহাদ্দিস-গণ সর্বদাই প্রথমে 'আল্' যুক্ত অবস্থায় উচ্চারণ করেন; শুধু 'নায্‌র' উচ্চারণ করেন না। অথচ নাস্‌র (نصر) নামটি তাঁহারা 'আল্' শূন্য অবস্থায় উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

www.ahlehadeethbd.org

সালিহ ইব্‌ন্ আবুল্‌ আখ্‌যার হইতে, তিনি **ইব্‌ন শিহাব** হইতে, তিনি আবূ সালামা হইতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ্ হইতে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম ছিলেন শুভ্রকায় যেন চাঁদীর তৈয়ারী এবং তাঁহার কেশদাম ছিল স্বল্প-কুঞ্চিত।

عَنْ صَالِحِ بْنِ اَبِي الاَخْضَرِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْيَضَ كَاَنَّمَا صِيغَ مِنْ فِضَّةٍ، رَجِلَ الشَّعْرِ۔

(১৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান কুতাইবাহ্ ইব্‌ন সা'ঈদ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান লায়স ইব্‌ন সা'দ, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন **আবুয্‌ যুবাইর** হইতে, তিনি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ হইতে তিনি বলেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম বলেন নাবীদিগকে আমার সম্মুখে **উপস্থাপিত করা হয়।** তখন দেখি যে, মূসা আলায়হিস্ সালাম এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার

(১৩) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُرِضَ عَلَيَّ الاَنْبِيَاءُ فَاِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ

ابن شهاب—**ইব্‌ন শিহাব।** এই রাবীর নাম মুহাম্মাদ; পিতার নাম মুসলিম, পিতামহের নাম 'উবায়দুল্লা, পিতামহের পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং পিতামহের পিতামহের নাম শিহাব। কাজেই 'ইবন শিহাব' এর অর্থ দাঁড়ায় শিহাবের পৌত্রের পৌত্র। এই রাবী মুহাম্মাদ এর উপনাম 'আবূবাক্‌র'। 'শিহাব' এর প্রপিতামহ 'যুহ্‌রাহ্' (زهرة) এর নাম অনুযায়ী তাঁহার বংশধরদিগকে আয্‌-যুহ্‌রী (=যুহ্‌রাহ্ গোত্রীয়) বলা হয়। এই হিসাবে এই রাবী মুহাম্মাদ 'আয্‌-যুহ্‌রী' উপাধিতে সবিশেষ পরিচিত।

ابيض - **শুভ্রকায়।** এখানে মোটামুটিভাবে এই উক্তি করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার বর্ণ ছিল কিঞ্চিৎ লোহিতাভ শুভ্র। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

১৩। এই হাদীসটি সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থের ১।৯৫ পৃষ্ঠাতেও রহিয়াছে।

ابو الزبير—আবুয্‌-যুবাইর। ইহা রাবীর উপনাম। তাঁহার নাম হইতেছে মুহাম্মাদ ইবন মুসলিম আল্‌-মাক্‌কী আল্‌'আসাদী।

عرض علي...—অর্থাৎ **আমার সম্মুখে নাবীদিগকে উপস্থাপিত করা হইল।** এই ব্যাপারটি কোথায় কোন্ অবস্থায় ঘটে সে সম্বন্ধে দুইটি উক্তি সম্ভবপর। (এক) মি'রাজ সফরে, আর (দুই) স্বপ্নযোগে।

ইমাম মুসলিম এই হাদীসটির পরে এই মর্মের যে দুইটি হাদীস বর্ণনা করেন তাহার একটিতে মি'রাজ সফরের উল্লেখ রহিয়াছে এবং অপরটিতে কা'বার নিকটে দেখা হওয়ার উল্লেখ রহিয়াছে। সেইরূপ বুখারীতেও এই মর্মে যে হাদীসগুলি বর্ণিত হইয়াছে তাহার কোন কোনটি হইতে বুঝা যায় যে, এই দর্শন মি'রাজ সফরে ঘটে এবং কোন কোনটি হইতে জানা যায় যে, এই দর্শন কা'বা গৃহের

Contents
www.ahlehadeethbd.org

ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ — وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ يَعْنِي نَفْسَهُ الْكَرِيمَةَ وَرَأَيْتُ جِبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دِحْيَةُ •

লোকের সাদৃশ্য বর্তমান—তিনি যেন **শানু'আহ্** গোত্রের লোকদের একজন। আর আমি মারয়াম-তনয় 'ঈসা আলায়হিস্-সালামকে দেখি এবং আমি যাহাদের মধ্যে তাঁহার সাদৃশ্য দেখি তাহাদের মধ্যে **'উর্ওয়াহ্ ইব্‌ন মাস্‌'ঊদ** সাদৃশ্যে তাঁহার সর্বাধিক নিকটবর্তী। আর আমি ইব্‌রাহীম আলায়হিস্ সালামকেও দেখি এবং আমি যাহাদের মধ্যে তাঁহার সাদৃশ্য দেখি তাহাদের মধ্যে তোমাদের এই সঙ্গীই সাদৃশ্যে তাঁহার সর্বাধিক নিকটবর্তী। 'তোমাদের এই সঙ্গী' বলিয়া তিনি নিজ মহান সত্তাকে বুঝান। আরও আমি **জিবরা'ঈল** আলায়হিস্ সালামকে দেখি এবং তাঁহার সাদৃশ্য আমি যাহাদের মধ্যে দেখি তাহাদের মধ্যে সাদৃশ্যে **দিহ্‌য়াই** তাঁহার সর্বাধিক নিকটবর্তী।

নিকটে ঘুমন্ত অবস্থায় ঘটে। কাজেই এ সম্পর্কে কোন একটি নির্দিষ্ট করিয়া বলা সম্ভবপর হয় না। এমনও হইতে পারে যে, উভয় অবস্থাতেই ইহা ঘটিয়াছিল।

ضَرْب 'যারবুন্' এই শব্দটির দুই প্রকার ব্যাখ্যা করা হয়। (এক) সকল লোকেরই কিছু কিছু সাদৃশ্য তাঁহার মধ্যে ছিল। পরবর্তী হাদীসটিতে 'মুকাস্‌সাদ' শব্দটির যে অর্থ ইহার অর্থও তাহাই অর্থাৎ তিনি বেশী মোটাও নন, বেশী কৃশও নন—আবার বেশী লম্বাও নন, বেশী খর্বও নন ইত্যাদি অর্থাৎ তিনি সব বিষয়েই মাঝারী রকমের ছিলেন। (দুই) আভিধানিকদের মতে ইহার অর্থ অল্প মাংসল শরীরবিশিষ্ট লোক।

شَنُوءَة...অর্থাৎ **শানূ'আ গোত্রের লোকের মত**। শানূ'আ হইতেছে 'য়ামান' অথবা 'কাহ্‌তান' এর একটি গোত্রের নাম। এই গোত্রের লোকেরা বেশী মোটাও হয় না এবং বেশী কৃশও হয় না বলিয়া একদল মুহাদ্দিস 'যারবুন্' এর প্রথম অর্থটি গ্রহণ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় অর্থের সমর্থনকারীগণ বলেন যে, এই উপমা হইতেছে মুখমণ্ডলের আকার হিসাবে। অর্থাৎ ইহাকে প্রথম বিশেষণের ব্যাখ্যা না ধরিয়া একটি স্বতন্ত্র বিশেষণ ধরিতে হইবে। তাহাদের মতে অর্থ এই দাঁড়ায়: মূসা আলায়হিস সালামের শারীরিক গঠন ছিল কৃশ এবং তাঁহার মুখমণ্ডল ছিলো শানূ'আ গোত্রের লোকের মুখমণ্ডলের ন্যায়।

عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُود—'উরওয়াহ্ ইব্‌ন মাস'ঊদ। ইনি হইতেছেন 'বনূ সাকীফ' (بَنُو ثَقِيف) গোত্রীয় উ ওয়াহ; বনূ হুযাইল (بَنُو هُذَيْل) গোত্রীয় নহেন। হুদাইবিয়াতে সন্ধি সম্পাদন করিবার জন্য কুরাইশগণ তাঁহাদের পক্ষ হইতে তাঁহাকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট পাঠান এবং তিনিই সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন। হিজরী নবম বর্ষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর অনুমতি লইয়া নিজ দেশে ফিরিয়া যান এবং তাঁহার লোকদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। অনন্তর তিনি সলাতের জন্য আযান ধ্বনি করিতে থাকাকালে তাঁহার গোত্রেরই একজন তাঁহাকে তীরবিদ্ধ করে এবং তিনি তাহাতেই ইন্‌তিকাল করেন। এই সংবাদ রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট পৌঁছিলে তিনি বলেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইবন বাশশার এবং সুফয়ান ইবন অকী'—তঁ হাদের বর্ণিত হাদীসের মর্ম এক কিন্তু শব্দে কিছু কম বেশী রহিয়াছে। তাঁহারা দুই জনই বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান য়াযীদ ইবন হারূণ, তিনি রিওয়ায়াৎ করেন সা'ঈদ জুরাইরী হইতে তিনি বলেন আমি আবুৎ-তুফাইলকে বলিতে

(١٤) حدثنا محمد بن بشار وسفيان بن وكيع المعنى واحد قال انا يزيد بن هارون عن سعيد الجريرى قال سمعت ابا الطفيل يقول رأيت

'উরওয়াহ্ এর তুলনা সূরা য়াসীনে বর্ণিত লোকটির সহিত করা যায়। সে নিজ কাওমের লোককে আল্লাহ এর দিকে আহ্বান জানাইলে তাহারা তাহাকে হত্যা করে।

رأيت جبرئيل—আমি জিবরা'ঈলকে দেখি। প্রশ্ন উঠে, জিবরাঈল তো নাবী নন; তবে নাবীদের উপস্থাপিত করার প্রসঙ্গে তাঁহার উল্লেখ করা হইল কী প্রকারে?

ইহার উত্তর দুইভাবে দেওয়া হয়। (এক) এই বাক্যটি পূর্বের রা'আয়তু (رأيت) দ্বারা আরব্ধ বাক্যের সহিত সংযুক্ত নহে; বরং 'উরিযা (عرض) দ্বারা আরব্ধ বাক্যের সহিত সংযুক্ত। কাজেই উল্লিখিত প্রশ্নই উঠে না। অর্থাৎ একটি ঘটনার বিবরণের সহিত অপর একটি ঘটনার বিবরণ জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। আর (দুই) যদি ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, নাবীদের বিবরণ প্রসঙ্গে জিব্রা'ঈলের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তবুও ইহা অসংলগ্ন গণ্য হইতে পারে না। কেননা, নাবীদের সহিত তাঁহার অত্যধিক মেলামেশা ও তাঁহাদের প্রতি বরাবর অহ্ঈ পৌঁছানোর কর্তব্য সম্পাদনের কারণে নাবীদের প্রসঙ্গে তাঁহার উল্লেখ খুবই সঙ্গত হয়। ইহার নযীর স্বরূপ ফিরিশ্তাদের বিবরণ প্রসঙ্গে ইবলিসের বিবরণটি পেশ করা যাইতে পারে।

دحية—তিনি দিহয়াহ্ আল্-কালবী নামে পরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ একজন সাহাবী। বাদর যুদ্ধের পরে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম যে সকল যুদ্ধে যোগদান করেন তাহার সবগুলিতেই দিহ্য়াহ্ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি হুদায়বিয়াতেও উপস্থিত ছিলেন। 'দিহ্য়াহ্' শব্দের অর্থ সেনাবাহিনী প্রধান। ইসলাম পূর্ব্ব যুগে কোন রাজার নিকট কোন দূত প্রেরণ করিতে হইলে আরবগণ দিহ্য়াহ্ এর ন্যায় সুন্দর, সুপুরুষ, বাগ্মী লোককেই প্রেরণ করিতেন এবং এই কারণেই দিহ্য়াহ্ এর নাম দিহ্য়াহ্ দেওয়া হয়। আরবদের এই প্রথার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সম্ভবতঃ আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলকে দিহ্য়াহ্ এর আকৃতিতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের দরবারে দূতরূপে পাঠাইতেন। 'দিহ্য়াহ্'এর অপর পাঠ হইতেছে 'দাহ্য়াহ্'।

১৪। এই হাদীসটি সহীহ মুসলিম হাদীস গ্রন্থে ২—২৫৮ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

الجريرى—আল্ জুরাইরী। ইহা আল-জারীরী নহে। তাঁহার উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ 'জুরাইর' এর সহিত সম্বন্ধ দেখাইয়া জুরাইরী বলা হয়। তাঁহার পূর্ণ নাম হইতেছে আবূ মাস্'উদ সা'ঈদ ইব্ন আয়াস আল্-বাস্রী।

ابو الطفيل—অবুৎ-তুফাইল। তিনি সাহাবী ছিলেন। তাঁহার নাম ও পিতৃপুরুষদের নাম হইতেছে 'আমির ইব্ন ওয়াসিলাহ ইব্ন আবদুল্লাহ্ আল লায়সী (عامر بن واثلة بن عبد الله الليثى) তাঁহাকে 'আমর (عمرو) নামেও ডাকা হইত। তিনি হিজরী প্রথম সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং

www.ahlehadeethbd.org

শুনিয়াছি—আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে দেখিয়াছি। তাঁহাকে যাঁহারা দেখিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে এখন **আমি ছাড়া আর কেহই ভূপৃষ্ঠের উপরে** বাঁচিয়া নাই। (জুবাইরী

رَسُوْلَ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَـقِيَ عَلَي وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدٌ رَاٰهُ

হিজরী ১১০ সনে ইন্তিকাল করেন। তিনি হযরৎ আবূ বাক্‌র, মু'আয ইব্‌ন জাবাল প্রমুখ সাহাবীদের হইতে হাদীস রিওয়ায়াৎ করেন। সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে ইন্তিকাল করেন।

وما بقي.....احد راٰه غيري—অর্থাৎ **যে কেহ** রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে **দেখেন** তাঁহাদের কেহই 'এখন **ভূপৃষ্ঠে** জীবিত নাই' এই বাক্যে 'যে কেহ' বলিয়া আদম সন্তানকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা, যে সব ফিরিশতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে দেখেন তাঁহারা এবং যে সকল জিন্ন তাহাকে দেখেন তাঁহাদেরও অনেকে তখন নিশ্চিতভাবে জীবিত ছিলেন। তারপর যে সব আদম সন্তান রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামকে দেখেন তাঁহাদের মধ্যে 'খাযির'কে গণ্য করা যায় না। কেননা, তিনি নাবী সাঃ-র সঙ্গে মেলা-মেশা করেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাহা ছাড়া **ভূপৃষ্ঠে** শব্দটির দ্বারাও খাযির ইহার বহির্ভূত গণ্য হন। কেননা, তিনি বাস করেন পানী পৃষ্ঠে 'খাযির' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পরে করা হইতেছে।

সাহাবী আবুৎ-তুফাইল রাঃ-এর এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, লোকে যেন রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম সম্পর্কে কিছু জানিবার ইচ্ছা করিলে তাঁহার নিকট হইতে জানিয়া লয়। তদনুযায়ী তাঁহাকে প্রশ্নও করা হয় এবং তিনি অতি সংক্ষেপে নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর শারীরিক গঠনের বিবরণ দেন।

مقصد—**মুকাস্‌সাদ**। 'কাস্‌দ' শব্দ হইতে গঠিত; 'কাস্‌দ' শব্দের অর্থ মধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন وعلى الله قصد السبيل (সূরা আন্-নাহ্‌ল: ৯)। কাজেই 'মুকাস্‌সাদ' এর অর্থ হইতেছে মধ্যমরূপে গঠিত অর্থাৎ স্থূলও নয় কৃশও নয়; ঢেঙ্গাও নয় বেঁটেও নয় (মুসলিম ২।২৮ হাশিয়াহ্)। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'মুকাস্‌সাদ' শব্দটিকে কেবলমাত্র 'আকার ও অবয়বে মধ্যমভাবে গঠিত' অর্থে সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত নহে। বরং ইহার অর্থ এই হইবে যে, তিনি তাঁহার সকল গুণ ব্যাপারেও মধ্যমভাবে গঠিত ছিলেন। তাঁহার শরীরের বর্ণ, তাঁহার চুলের গঠনও মধ্যম রকমের ছিল। এমন কি চাল-চলনেও তিনি মধ্যমপন্থী ছিলেন।

খাযির আঃ—সুপ্রসিদ্ধ 'মাজ্‌মা'উল বিহার' গ্রন্থে 'খাযির' আঃ সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এইরূপ:

খাযির এর নাম 'বাল্‌য়া' এবং উপনাম আবুল্-'আব্বাস। তিনি নূহ 'আলায়হিস্ সালাম এর অষ্টম স্তরের বংশধর। তাঁহার পিতা কোনও দেশের রাজা ছিলেন। তিনি ইব্‌রাহীম খালীল আলায়হিস্ সালাম এর যমানায় ছিলেন। **অধিকাংশ আলিমের** মতে তিনি এখনও জীবিত আছেন, এবং সূফীয়া ও সুলাহা' (নেককার মুসলিমগণ) সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, তিনি এখনও জীবিত আছেন। 'খাযির' এর সহিত সূফীয়া ও সুলাহার সাক্ষাৎ ও সমাবেশের এবং তাঁহার নিকট হইতে তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণের বিবরণসমূহ সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত। সম্মানিত স্থানসমূহে 'খাযির' এর উপস্থিতির সংখ্যা এত বেশী যে, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। (اكثر من ان يحصى) 'খাযির' এর নবূওৎ সম্পর্কে আলিমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কোন কোন মুহাদ্দিস (بعض المحدثين) তাঁহার বর্তমানে জীবিত থাকার কথা তীব্রভাবে অস্বীকার করেন। মাজমা'উল বিহার হইতে উদ্ধৃতি সমাপ্ত। উল্লিখিত উদ্ধৃতির শেষ বাক্যটি হইতে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে খাযির আঃ এখনও জীবিত আছেন।

খাযির আঃ সম্বন্ধে আর যে সব তথ্য পাওয়া যায় তাহা এইরূপ:

www.ahlehadeethbd.org

বলেন) আমি বলিলাম, আপনি আমার কাছে তাহার বিবরণ বর্ণনা করুন। তখন তিনি বলিলেন, তিনি ছিলেন শুভ্রকায়, লাবন্যময় ও **মধ্যম প্রকার।**

সাহীহ বুখারী হাদীস গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে এইরূপ কতিপয় হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যাহা হইতে জানা যায় যে, খাযির আঃ এর সহিত হযরৎ মূসা আঃ সাক্ষাৎ করেন। (বুখারী ১৭, ২৩, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩ ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০ ও ১১১৪ পৃষ্ঠাসমূহ।) ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি হযরৎ মূসা আঃ-এর যমানাতেও জীবিত ছিলেন।

তারপর আল-'হিসনুল-'হাসীন' হাদীস গ্রন্থে "রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর অফাতে শোক প্রকাশ" অধ্যায়ে 'মুস্তাদরাক' হাদীস গ্রন্থের বরাত দিয়া একটি হাদীস বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লামের অফাতের কিছু পরে একজন শুভ্র-শ্মশ্রু, হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর লোক সাহাবীদের জামা'আতে উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে থাকেন। তারপর সাহাবীদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সান্তনা বাণী উচ্চারণ করিয়া চলিয়া যান। তাঁহার প্রস্থানের পরে হযরত আবু বাকর রাঃ ও হযরত আলী রাঃ বলেন, ইনিই খাযির আলায়হিস্সালাম।" ইহা হইতে জানা যায় যে, তিনি নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর পরেও জীবিত ছিলেন।

বুখারীর ব্যাখ্যাকার ইমাম কিরমানী বুখারীর শারহ গ্রন্থে লিখেন যে, খাযির এর পূর্ণ পরিচয় হইতেছে আবুল-আব্বাস বালয়া' ইবন মালকান।

'খাযির' শব্দের অর্থ সবুজ, শ্যামল। তাঁহার এই নামকরণ সম্পর্কে নাবী সল্লাল্লাহু 'আলায়হি অসাল্লাম বলেন, 'তাঁহার 'খাযির' নামকরণ হওয়ার কারণ এই যে, তিনি কোন এক শুষ্ক-তৃণ সাদা ভূমিখণ্ডের উপরে (অথবা তৃণশূন্য সাদা ভূমিখণ্ডের উপরে) বসেন। তারপর তিনি ঐ স্থান হইতে উঠিলে উহা সবুজ শ্যামল ক্ষেত্রে পরিণত হইয়া দুলিতে থাকে। (বুখারী ৪৮৩ পৃঃ; তিরমিযীর শারহ তুহফা ৪ | ১৪৩ পৃঃ)

তারপর মূসা আঃ যখন খাযির আঃ র নিকট গিয়া উপস্থিত হন তখন খাযির আঃ যে অবস্থায় ছিলেন তাহা সহীহ বুখারীর হাদীসে এই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

غَيْرِيْ — قُلْتُ صِفْهُ لِيْ — قَالَ كَانَ أَبْيَضَ مَلِيْحًا مُقْصَدًا ۔

(হযরৎ মূসা আঃ ও তাঁহার সঙ্গী এই) দুই জন খাযির আঃ-কে সমুদ্রের মধ্যভাগের উপর একটি বুটাদার সবুজ বিছানার উপরে নিজ চাদরে আবৃত দেখিতে পান। খাযির আঃ ঐ চাদরের এক প্রান্ত তাঁহার দুই পায়ের নীচে এবং অপর প্রান্ত তাঁহার মাথার নীচে মুড়ে দেওয়া অবস্থায় ছিলেন।—(বুখারী ৬৮৯ পৃঃ)

খাযির আঃ এর বর্তমানে জীবিত থাকার কথা কতিপয় মুহাদ্দিসের অস্বীকার করার কারণ ও তাহার জওয়াব—

এই মর্মে একটি হাদীস পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম একদা বলেন, "আজ ভূপৃষ্ঠের উপরে (على وجه الارض) যত লোক রহিয়াছে তাহাদের কেহই এক শত বৎসরের পরে জীবিত থাকিবে না"। এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম কখন বলেন সে সম্পর্কে 'মাজমা'উল বিহার' গ্রন্থের শেষের দিকে সাহাবা অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার অফাতের এক মাস পূর্বে এই হাদীস বলেন। এই হাদীসটির উপর ভিত্তি করিয়া কতিপয় মুহাদ্দিস ঐ সময়ের পরে খাযির আঃ-র জীবিত থাকার কথা অস্বীকার করেন। অপর পক্ষ ইহার উত্তরে বলেন যে, ঐ হাদীসে ভূপৃষ্ঠের উপরে বাসকারী লোকের জীবিত না থাকার কথা বলা হইয়াছে। সমুদ্রপৃষ্ঠে বাসকারীর কথা বলা হয় নাই। আর খাযির আঃ সমুদ্রপৃষ্ঠে বাস করেন; তিনি ভূপৃষ্ঠের উপরে বাস করেন না বলিয়া তাঁহার প্রতি এই হাদীসটি প্রযোজ্য হয় না। 'খাযির যদি জীবিত থাকিত তাহা হইলে সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিত' এই মর্মে যে বাক্যটিকে হাদীসরূপে চালানো হয় তাহা জাল ও মিথ্যা (موضوع); উহা নাবী সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর বাণী নয়।—(মাজমা'উল বিহার ৩ | ৫২৫ পৃঃ)

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে 'রতন' বা রত্ন' হিন্দী ও 'মা'মার' মাগরিবী নামে দুইজন লোক সাহাবী বলিয়া দাবী করে কিন্তু ইহারা উভয়েই মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড বলিয়া সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

মূল : মোহাম্মদ আসাদ
অনুবাদ : এস আবদুল মান্নান

ধর্মের ধারণা—পাশ্চাত্যে ও ইসলামে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

একথা অবশ্য বিচার্য্য যে, ইসলামের শিক্ষার একটা দিকে মানুষের ব্যক্তিগত সত্তার কথাই বলা হইয়াছে ; কিন্তু ইহাও দেদীপ্যমান যে, উহাই সামগ্রিক ভাবে ইসলামের শিক্ষা নয়। বরং ইহাই দেখা যায় যে, ইসলামী শিক্ষার যে অংশে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সত্তার কথা বলা হইয়াছে, উহা খুব নগণ্য। অপর পক্ষে যে বৃহৎ অংশটা রহিয়াছে, উহা কার্য্যে রূপায়িত করা তখনই সম্ভবপর যখন বহু ব্যক্তি সমষ্টিগত ভাবে যৌথ প্রচেষ্টা চালান। আপনি বা আমি যাহাতে সত্যিকার ইসলামী জীবন যাপন করিতে পারি, তার জন্য প্রয়োজন হইতেছে এই যে, যে-সমাজের মধ্যে আমরা বাস করি সেই সমাজের মৌলিক রীতিনীতি আমাদের রীতিনীতির অনুরূপ হইবে। অন্যথায় ফল দাড়াইবে এই যে, আপনি বা আমি হয়ত ইসলামী নীতিতে বিশ্বাস পোষণ করিতে পারি, হয়ত উহা ভালবাসিতেও পারি এবং হয়ত উহার আচার অনুষ্ঠানও পালন করিতে পারি কিন্তু সত্যিকার ইসলামী জীবন যাপন আমরা করিতে সক্ষম হইব না। অন্য কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, ইসলামের যাহা মৌল-উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাহা হইতেছে মানুষের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনকে সচল ও নিরাপদ করা এবং ঐ অবস্থা কেবলমাত্র সামাজিক যৌথ সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্ভব।

ইসলামের এইদিকের শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের আলেম সাহেবেরা প্রায় অনবহিত। অবশ্য এই মন্তব্য তাঁহাদের সকলের উপর প্রযোজ্য নয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন যাঁহাদের জীবন মৎৎ ও নীতির দিক দিয়া উচ্চ, যাঁহারা জানেন যে ইসলামের শিক্ষা ব্যক্তিগত সত্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; যাঁহারা অবহিত আছেন যে, ইসলামের শিক্ষা মানুষের কর্মময় সামাজিক জীবন যাত্রা প্রণালীর সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ তাঁহারা জানেন যে, এই পার্থিব জীবন যাহাতে সুন্দর ও মৎৎ হয় তাহার প্রচেষ্টা চালানই ইসলামের শিক্ষা। তাঁহারা আরও জ্ঞাত আছেন যে, মানুষ যে নীতিতে (ideology) বিশ্বাস করে উহার কপটতা বা আন্তরিকতা নির্ভর করে ঐ নীতি কতটা বাস্তবে রূপায়িত হয় তার উপরে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই উর্ধস্তরের আলেমগণের শিক্ষাও অপর-শ্রেণীর শিক্ষা অপেক্ষা তেমন উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নত নয়। দেখা যায় যে, তাঁহাদের শিক্ষাও মূলতঃ 'ফেকার' শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ; আর উহার সহিত হয়ত যোগ হইয়াছে ইসলামের ইতিহাসের সমালোচনাহীন অগভীর জ্ঞান এবং ইউনানী (নিওপ্লাটোনিক) দর্শন সম্বন্ধীয় সীমাবদ্ধ জ্ঞান। তার ফলে দেখা যায় যে, তাঁহারা পারিপার্শ্বিক জগতের জীবন ধারা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ, আরও দেখা যায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে, যে সব ধ্যান ধারণা ও কর্মধারা বর্তমান জীবন যাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে সে সব সম্বন্ধেও তাঁহারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ। ফল দাঁড়ায় এই, যে যখন তাঁহারা ইসলামী জীবন যাত্রা সম্বন্ধে কিছু বলেন তাহা হইয়া দাড়ায় কতকগুলি ঘ্যথবোধক সাধু উপদেশ মাত্র, উহা বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধানে কোনই সাহায্য করিতে পারে না। কিন্তু অধিকাংশ আলেমের শিক্ষা এতদূর পর্য্যন্তও অগ্রসর হয় না। তাঁহাদের শিক্ষা বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের খুঁটিনাটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অবশ্য এই সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা ভাসাভাসা জ্ঞান রহিয়াছে যে ইসলামের আসল লক্ষ্য হইতেছে আমাদের জীবন ধারার মধ্যে সমতা সাধন। কিন্তু উহার জন্য কি কি কার্য্য ধারা (Programme) গ্রহণ ও কার্য্যকরী করিতে হয় তার জ্ঞান আহরণে ও তাহা কার্য্যে রূপায়িত করিতে তাঁহাদের কোন মাথা ব্যথা আছে বলিয়া মনে হয় না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, তাঁহারা সর্বক্ষণই বলিয়া থাকেন, "জ্ঞান অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম এর জন্য ফরজ (অবশ্য পালনীয়) কর্ত্তব্য;" কিন্তু কয়জন আলেম হালফিল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহিত পরিচিত? তাঁহারা ত ইবনে সিনার আমলের জ্ঞানের কথা লইয়াই পরম সন্তুষ্ট চিত্তে অবস্থান করিতেছেন, এ ব্যাপারে তাঁহাদের অজ্ঞতা নিবারুনভাবে বেদনাদায়ক। আমাদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, "বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে যে বিরোধ" এর কথা বলা হয় তাহা অর্ধশিক্ষিত লোকের কল্পনা-প্রসূত মাত্র; কারণ তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক বা ধর্মীয় কোন জ্ঞানই পূর্ণ মাত্রায় নাই। অবশ্য আমরা যেন একথা ভুলিয়া না যাই যে, আমাদের মৌলবী-গণ নিজেদিগকে এই সব জ্ঞান বিজ্ঞানে ক্রমোন্নতির বিষয়ে অজ্ঞ রাখিয়া যে সব উক্তি করেন, উহাই এই প্রকার অভিযোগের জন্য বহুলাংশে দায়ী। সাধারণ জ্ঞানের বিষয় লইয়াই যদি এই প্রশ্ন করা যায় যে, মুসলিম সমাজের কলঙ্কময় অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের স্বর কতটা উচ্চ করিয়াছেন, তাহাহইলে তাঁহাদের জওয়াব কি? দুঃখের বিষয়, তাঁহারা কিছুই করেন নাই, সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যাঁহাদিগকে মৌলবী সাহেবেরা "বেদীন" (ধর্মহীন) রূপে আখ্যায়িত করিয়া চিৎকার করিয়া থাকেন ঠিক সেই সব লোকের প্রভাবাধীনে শিক্ষার্থী মুসলিমদিগকে ছাড়িয়া দিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। তাহা ছাড়া, তাঁহারা কি সামাজিক সাম্যের ব্যাপারে কোন দিন মাথা ঘামান? দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, তাঁহারা কি কখনও এই দাবী করিয়াছেন যে, স্বামীদের মত স্ত্রীদেরও যে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার শরীয়ত প্রদান করিয়াছে এবং যে অধিকার হইতে প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইয়াছে, ঐ অধিকার তাহাদিগকে পুনরায় প্রদান করা হউক? তাঁহারা এ ব্যাপারে কিছুই করেন নাই বরং কেহ যদি বলে যে, বর্তমানে প্রচলিত বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন ঠিক শরিয়ত মোতাবেক নহে, তাহাহইলে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। গরীবদিগকে ধনীরা যে শোষণ করিয়া থাকেন, তার বিরুদ্ধে তাঁহারা কি কোন প্রতিবাদ করেন? তাঁহারা কি হজরত রসুলে করিমের (দঃ) সেই অমর বাণী স্মরণ করেন যাহাতে বলা হইয়াছে যে, "সে কখনই মুমেন নহে যে পেট পুরিয়া আহার করে অথচ তাহার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে?" না, তাঁহারা ইহা ভুলিয়া যাওয়াই

www.ahlehadeethbd.org

যুক্তিযুক্ত মনে করেন—পাছে এর জন্য তাঁহারা ধনীদের ক্রোধভাজন হইয়া পড়েন। তাঁহারা কি একথা বিস্মৃত হইতে পারেন যে ধনীরাই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে দান দক্ষিণা দিয়া থাকেন ও আলেম-দিগকেও সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন! তাঁহারা কি একথা স্মরণ রাখেন যে, আঁ হযরত (দঃ) বলিয়াছেন যে, মুমিনরা একটী ইমারতের সদৃশ এবং একে অপরকে শক্তিমান করে? দুঃখের বিষয় তাঁহারা এসব কিছুই করেন না। যাহারা তাঁহাদের মতে মত দেয় না তাহাদিগকে দোষারোপ করা ছাড়া আর কিছুই তাঁহারা করেন না। তাঁহারা ইসলামের খাঁটি ও আসল নীতি সমূহের উপর দৃঢ় ভাবে নিজেদিগকে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া বরং উহার শূন্যগর্ভ রেওয়াজ রসুম (আচার অনুষ্ঠান) লইয়াই মাতিয়া থাকেন এবং কেহ যদি কোন রেওয়াজ রসুম অমান্য করেন, তাহাহইলে উহার ভালমন্দ কিছু বিবেচনা না করিয়াই উহার বিরুদ্ধা-চারণ করেন।

উভয় জগতের কল্যাণ

—আমাদের মৌলবী সাহেবদের এই প্রকার বন্ধ্যা-নীতি ও কার্য্যকলাপের ফলেই আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাগর্ব্বী তথাকথিত "প্রগতিবাদীরা" ইসলামের বিরুদ্ধে বাস্তব জীবনের কার্য্যকারিতার প্রশ্ন লইয়া সমা-লোচনা করেন। অবশ্য ইহা খুব সহজেই প্রদর্শন করা যায় যে, যাহারা নিজেদিগকে "ইসলামের অভিভাবক" (Guardian of Islam) বলিয়া জাহীর করেন, তাঁহারা প্রচলিত রেওয়াজ রসুমের রক্ষাকর্ত্তা (defenders of convention) ছাড়া আর কিছুই নন। ইহাও দেখান যায় যে, বুদ্ধির দীপ্তির দিক দিয়া বা নীতির দিক দিয়া মুসলিম সমাজের নেতৃত্বের স্থানে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্যতা তাঁহাদের নাই, বরং ইহাই বলা যাইতে পারে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহাদের অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক মতামত মুসলিম সমাজের নৈতিক উন্নতির পথে বাধারই সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছুই নাই যে, এই সব প্রদর্শন করিয়া আমাদের "প্রগতিবাদীরা" এই মত প্রকাশ করিবেন যে, "ইসলাম" যেন মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা গলাইতে বা হস্তক্ষেপ করিতে না আসে!"

পেশাগত মৌলবী সাহেবদের আচার আলো-চনার কথা বাদ দিয়া, ইসলামের সম্মুখে যে সব সমস্যা দেখা দিয়াছে ঐগুলির প্রতি আমাদের নিজেদেরই মনোনিবেশ করা কি উচিত নয়? ইসলামের মৌলিক বুনিয়াদের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিয়া ইহা কি আমাদের দেখা উচিত নয় যে, মুসলমানদের পশ্চাদপদতার জন্য ইসলামের নীতি ও সমাজ জীবনের প্রোগ্রাম কি কোন অংশে দায়ী? ইসলামের মৌলিক নীতি ও সমাজ জীবনের প্রোগ্রামকে বিকৃত করিয়া ফেলার জন্যই আমাদের এই পশ্চাদমুখিতা কি না তাহা কি আমাদের কষ্টি পাথরে যাচাই করিয়া দেখা উচিত নয়? যদি আমরা নিরপেক্ষভাবে ও নিষ্ঠার সহিত এই অনু-সন্ধান চালাই তাহা হইলে অবশ্যই (নিশ্চয়তার) ভূমি দৃষ্টিগোচর হইবে; অবশ্যই আমরা দেখিতে পাইব যে, যে সব ত্রুটী খৃষ্টীয় ধর্মকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে ইসলাম ঐ সব হইতে মুক্ত। যে সব কারণে খৃষ্টীয় ধর্ম হইয়া পড়িয়াছে নিছক পার-লৌকিক ব্যাপার এবং ইহজীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টিকারী প্রগতিবিরোধী সে সব দোষ ত্রুটী হইতে ইসলাম একেবারেই মুক্ত। হযরত মুহাম্মদ (দঃ) এর শিক্ষার ধারা সমূহ যদি আমরা সত্যিকারভাবে হৃদয়ঙ্গম করি এবং আন্তরিকতার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সহিত পালন করি, তাহা হইলে উহা মানবীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার অগ্রগতির পথে এক জীবন্ত প্রেরণা যোগাইবে। কিন্তু আমাদের তথাকথিত "প্রগতি-বাদীদের' ব্যাপার হইতেছে এই যে, তাঁহারা পাশ্চাত্যের মত ও পথের একেবারে অন্ধ দাস এবং যেহেতু বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতের ফ্যাশান হইতেছে ধর্মবিরোধিতা, সেই হেতু এই সব তথা-কথিত প্রগতিবাদীরাও ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও রীতি নীতির বিষয় কিছু না জানিয়াই ও জানিবার জন্য চেষ্টা না করিয়াই বলিয়া থাকেন যে, ইসলাম এযুগে অচল। পূর্বে বর্ণিত মৌলবী সাহেবদের আচার ব্যবহারকেই তাঁহারা ইচ্ছাকৃত ভাবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও স্বরূপ বলিয়া মনে করেন; কারণ এইরূপ মনে করা খুব সহজ ব্যাপার। ব্যাপারটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা তাঁহারা ভাবিয়াও দেখেন না। বড় জোড় তাঁহারা বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া এই কথাই বলেন যে, "হাঁ, ইসলামের মধ্যে ভাল জিনিষ অবশ্য কিছু কিছু আছে।" কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, ইহার উপযোগিতা রক্ষা করিতে গেলে অবশ্যই ইহার পাশ্চাত্য ধরণে "আধুনিকীকরণ" (modernised) করিতে হইবে। অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, তাঁহারা চান ইসলামের শিক্ষা বাস্তব জীবনের ক্ষেত্র হইতে বাহিরে থাকিবে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ব্যাপারে তাঁহাদের দারুণ অজ্ঞতার জন্যই তাঁহারা ইসলাম ও খৃষ্টীয় ধর্ম সম্বন্ধ একই কথা বলেন। অবশ্য তাঁহাদের এই অজ্ঞতার অন্যতম কারণ হইতেছে 'ফেকাহ' শাস্ত্রের অদ্ভুৎ রকমের জটিলতা এবং তাহা হইতে উদ্ভূত দুরূহতা। তাঁহাদের এই অজ্ঞতার জন্যই তাঁহারা ধর্মের বিধি বিধানকে সমাজ-জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চান। এবং সেই কারণেই তাঁহারা বলেন যে, ধর্ম হইতেছে মানুষের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং রাজনীতি ও সমাজ জীবনের বহির্ভূত জিনিষ।

আমাদের পয়গম্বর (দঃ) সাহেব যে 'ধর্ম' এর কথা বলিয়াছেন ও প্রচার করিয়াছেন, তাহা ইঁহাদের মতবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, তাঁহার মত হইতেছে এই যে, সামাজিক রীতি নীতি ও অনুষ্ঠান গুলি অবশ্যই ধর্মীয় বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এবং যদি কেহ তাঁহাকে বলিত যে, ধর্ম হইতেছে মানুষের নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার তাহা হইলে তিনি দারুণ বিস্ময় অনুভব করিতেন। সমাজ জীবনের রীতি নীতি গুলি ধর্মীয় জীবনের আওতার বহির্ভূত নয়— তাঁহার এই শিক্ষার জন্যই তিনি মক্কার কোরেশ প্রধানদের অত বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। কারণ এই কোরেশ প্রধানেরা চাহিতেন না যে, ধর্মীয় বিধানগুলি সামাজিকতার ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ পূর্বক প্রাধান্য বিস্তার করুক। কারণ তাহারা বুঝিয়াছিলেন যে সেরূপ করিলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও বংশগত সুযোগ সুবিধা ও লাভ হইতে তাঁহারা বহুলাংশে বঞ্চিত হইবেন। যদি মোহাম্মদ (দঃ) এর প্রচারিত ধর্ম এইভাবে তাঁহাদের সমাজ জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করার কথা না বলিত, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ অত কঠোর হইত না; বরং অনেকটা মৃদুই হইত। অবশ্য তাহাদের আচরিত ধর্মীয় বিধানগুলির সহিত ইসলামের শিক্ষার মিল না থাকায় তাহারা ইসলামের প্রতি সুনজরে দৃষ্টিপাত করিতে পারিত না। কিন্তু তাহা সত্বেও হয়ত তাহারা প্রাথমিক পর্য্যায়ে খুব শোর গোল করার পর ইসলামকে 'বরদাশত' করিয়া চলিত—যেমন তাহারা খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচারকেও 'বরদাশত' করিয়া লইয়াছিলেন। যদি তাহারা দেখিত যে, খৃষ্টীয় পাদরী পুরোহিতদের পদানুসরণে তিনি জনসাধারণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রণকে কেবল বলিতেন যে, তোমরা খোদাকে বিশ্বাস কর, তাঁহার অর্চনা কর এবং ব্যক্তিগত জীবনে সৎ ও সাধু হও।" কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি খৃষ্টীয় ধর্মের আচরণের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই; এবং মানুষের বিশ্বাস ও ব্যক্তিগত নৈতিক জীবনের কথার মধ্যে তাঁহার শিক্ষাকে সীমিত করেন নাই। আর তিনি উহা করিবেনই বা কি করিয়া? তাঁহার পরওয়ারদেগার কি তাঁহাকে শিক্ষা দেন নাই—"হে প্রভু, আমাদিগকে ইহকালের ও পরকালের কল্যাণ দাও"।—কোরআন ২য় সূরা, ২০১ নং আয়াত।

কোরআনের এই আয়াতের গঠনভঙ্গী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা দরকার। উহাতে পরলোকের মঙ্গলের পূর্বে ইহকালের মঙ্গলের কথা বলা হইয়াছে। ইহার প্রথম কারণ এই যে, "বর্তমান" "ভবিষ্যতের" অগ্রগামী এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোরআন যাহার বাণী তিনি জানেন যে, তিনি মানুষকে এমন ভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন যে পরলোকের মঙ্গলের কথার প্রতি নজর দেওয়ার পূর্বে সে তাহার পার্থিব ও বাস্তব জগতের প্রয়োজনের প্রতিই মনোনিবেশ করিবে। আর মানুষের ইহজগতের প্রয়োজন মিটাইতে গেলে সে যে পারিপার্শ্বিকতার ও সমাজের মধ্যে বাস করে তাহার দিকে নজর না দিয়া উপায় থাকে না। সুতরাং স্বভাব-ধর্মের ব্যতিরেকে আমাদের পয়গম্বর (দঃ) কেবল মাত্র মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সততা ও নৈতিকতার কথা বলিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। বরং ইহাই স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষের এই স্বভাব-ধর্মকে সমাজ জীবনে রূপায়িত করার কথাই তিনি বলিলেন, যার ফলে সমাজভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বাধিক পরিমাণে সামাজিক নিরাপত্তা ভোগ করিতে পারেন এবং তজ্জন্য সর্বাধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ লাভ করেন।

তাই তিনি বিশেষ তাকীদ সহকারেই এ কথা বলিয়াছেন যে, আল্লাহতালা কেবলমাত্র মানুষের "আকিদা" বা বিশ্বাসের কথা বলেন না; বরং তিনি চান মানুষের কর্ম এবং এমন কর্ম যাহা শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং যাহা সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত। তাই তিনি এক জলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছেন দুর্বলের ব্যাপারে শক্তিমানের জুলুমের প্রতিরোধের জন্যই আল্লাহ তাঁহাকে মনোনীত করিয়াছেন; ব্যক্তিগত ভাবে মানুষ অগাধ অর্থ জমাইয়া তদ্বারা যাহাতে সে অন্য মানুষকে নিপীড়িত করিতে না পারে তজ্জন্যই তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন; তিনি আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহার আগমন হইয়াছে ব্যক্তিগত একচেটীয়া অন্যায় সুযোগ সুবিধার বিরুদ্ধে এবং জাতিগত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে "ভাল" ও "মন্দ" এর নিরূপণ ও বিচার কার্য্যের বিরুদ্ধে। বর্তমান রাজনীতিতে যাহাকে বলা হয় ন্যাশানালিটী (Nationality) বা জাতীয়তা উহাতে তিনি নিশ্চয়ই সায় দিতে পারিতেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে উহাই ধর্মের দিক দিয়া সঙ্গত সমাজ-ব্যবস্থা—মানুষ যে ধরণের ব্যবস্থার দ্বারা সমাজবদ্ধ হইতে পারে যার ফলে মানুষ ব্যক্তিক, সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বাধিক মঙ্গল সর্বাধিস লাভ করিতে সমর্থ হয়।

আলোচনা সংক্ষেপার্থে বলিতে হয় যে, পয়গম্বর (দঃ) প্রায় সমস্ত সমাজ-বিধির প্রয়োজনীয় সংস্কার করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাংলা সংবাদপত্র ও সাময়িকী জগতে
সাপ্তাহিক আরাফাতের
অনন্য অবদান

আরাফাতঃ কোরআন সংখ্যা

ক্রাউন হাফ (তর্জুমানের ডবল) সাইজে ৭০ পৃষ্ঠার এই বিশেষ সংখ্যাটিতে কুরআন করীমের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করিয়া বিশিষ্ট আলিম ও ইসলামী ভাবধারার সাহিত্যিকগণের লিখিত যে সব মূল্যবান প্রবন্ধরাজী দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তাহা বিষয় সূচী দৃষ্টেই উপলব্ধি করা যাইবে।

বিষয় সূচী

বিষয়	লেখক
প্রথম ওহী	অনুবাদঃ কাজী নজরুল ইসলাম
সূরা ফাতেহার ভাবানুবাদ (কবিতা)	গোলাম মোস্তফা : মুহম্মদ আবু বকর
সে যে মোদের আল-কুরআন „	এম, নুরুয্‌যমান
কোরআন আমার ডঙ্কা „	কাজী নজরুল ইসলাম
উজল হ'ল আঁধার ধরা কুরআনী নূর তেজে (কবিতা)	মুর্শেদ মুর্শিদাবাদী
কোরআন ও মুসলমান (সম্পাদকীয়)	সম্পাদক
চোখে যেন দেখি শুধু কুরআনের আয়াত	কাজী নজরুল ইসলাম
কোরআনের আদেশ ও নিষেধাবলীর যৎকিঞ্চিৎ	আবদুল হক হক্কানী
কোরআন	মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী
কোরআনের অর্থনৈতিক পথ নির্দেশ	মরহুম আল্লামা মোহাঃ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী
কোরআন মজীদের খাসায়েস ও ফাযায়েল	মোহাম্মদ আবদুছ ছামাদ
নূরের বিভায় দীপ্ত পরম সত্য—আলকোরআন (কবিতা)	ফরুখ আহমদ
বৈজ্ঞানিক চিন্তা ধারার উন্মেষে কোরআন	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বি, এ, বি-টি
কুরআন কারীম আল্লাহ তাআলার কালাম	শেইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি-এল বি-টি
আরাফাত	অধ্যক্ষ ইব্‌রাহীম খাঁ
কোরান মজীদে পুনরাবৃত্তি কেন?	মূলঃ মওলানা শাব্বারী আহাঃ উসমানী, অনুবাদঃ মাহমুদুল হাসান আনসারী
পবিত্র কোরআন (কবিতা)	সয়ফুল ইসলাম মোহাম্মদ শফীউদ্দীন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিষয়	লেখক
আল-কোরআনের বৈশিষ্ট্য	আবুল মনসুর আহমদ
কোরআন মজীদ সম্পর্কে কতিপয় সংখ্যাতত্ত্ব	অনুবাদ : মুহাম্মদ হাসান
আরবী, ফারসী, উর্দু ও বাঙ্গালা ব্যতীত বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা	আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন
কোরআনের মৌলিক শিক্ষা	ডক্টর কাযী দীন মোহাম্মদ
আমপারার প্রাচীনতম বাংলা তরজমা	মোহাম্মদ আবদুর রহমান
ফোরকান (কবিতা)	বে-নযীর আহমদ
প্রাচীন উর্দু ভাষায় কোরআনের তরজমা ও তফসীর	মূল: ডক্টর মৌ: আবদুল হক, অনুবাদ : মোহাঃ হাসান রহমতী
কোরআন মজীদে আওকাফ	আবু মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন
কুরআন এবং তথাকথিত মুসলমান	মোহাম্মদ মওলা বখশ নদভী
কোরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম নারী	আবু ওবায়দুর রহমান
কোরান ও বিজ্ঞান	অধ্যাপক মহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এম, এস, সি,
বাঙলা ভাষায় কুরআন মজীদের অনুবাদ	অধ্যাপক আলী আহমদ
অমুসলিম ঐতিহাসিক ও মনীষিদের দৃষ্টিতে আল কুরআন	সালাহ উদ্দীন খান
ইকবাল ও কোরআন	ইবনে সিকান্দার
কোরআনের দৃষ্টিতে সুন্নার গুরুত্ব	মোহাম্মদ আলী
চির সুরক্ষিত ঐশীগ্রন্থ আল-কোরআন	মুস্তাছির আহমদ রহমানী
কোরআন ও বিশ্বশান্তি	আবুল মুকাররিম মীর মোহাম্মদ আবদুত্তাওয়াব ছাদী
আরবী ভাষায় কুরআন মজীদের তফসীর	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন

ব্যাপক প্রচারের জন্য এই সুবৃহৎ সংখ্যাটির মূল্য মাত্র ১'০০ এক টাকা রাখা হইয়াছে। রেজিষ্টী ডাকে নিতে হইলে প্রতি কপির জন্য ১'৫০ পয়সা পাঠাইলেই চলিবে। ৫ কপি একত্রে নিলে রেজেষ্ট্রী খরচ সহ সমুদয় ডাক খরচ আমরাই বহন করিব—ম্যানেজার, সাপ্তাহিক আরাফাত।

প্রাপ্তিস্থান : আল হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউজ ৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অথচ ঐ সব সমাজ-ব্যবস্থাই তখন পর্য্যন্ত অমোঘ ও অপরিবর্তনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং আজকালকার ভাষায় বলিতে হয় যে, তিনি "রাজনীতিকে ধর্মের আওতার মধ্যে লইয়া আসিয়াছিলেন"। উহাই ছিল তখনকার দিনে সর্বাপেক্ষা অভিনব ব্যাপার! মক্কার কোরেশগণ তৎকালীন প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাই চালু রাখিতে চাহিয়াছিল। কারণ উহা ছিল তাহাদের পক্ষে অতি লাভজনক। তাহা ছাড়া লোকে যেমন মনে করে তেমনই তাহারাও ভাবিত যে, যে-সমাজ ব্যবস্থা ও সমাজ-নীতির মধ্যে তাহারা বর্ধিত হইয়াছে উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ, ফলে তাহারা নবী (দঃ) এর রাজনীতিকে ধর্মের আওতার মধ্যে লইয়া আসার ব্যবস্থার বিরোধিতা করিয়াছিল। পয়গম্বর সাহেবের এই প্রচেষ্টার মূল কথা ছিল—সামাজিক বিধিবিধানের সংস্কারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধানই হইতেছে একেবারে গোড়ার কথা। আর ইহাই ছিল কোরেশদের নিকট একেবারে বিপ্লবাত্মক ও "সাধারণ শালীনতার চরম বিরোধী" ("opposed to all canons of common decency") এবং যখন তাহারা দেখিল যে তিনি কেবল কল্পনার জাল বুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না, বরং মানুষকে তাঁহার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া কর্মে প্রবৃত্ত করাইতেছেন তখন ঐ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার রক্ষয়ীতাগণ (defenders of the status quo) প্রচণ্ড ভাবে তাঁহার আরব্ধ কর্মে বাধা প্রদান করিতে এবং তাঁহাকে ও তাঁহার অনুগামীগণকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আমাদের ইতিহাসের ঐ সমস্ত প্রাথমিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রত্যেক মুসলিমই অবহিত আছেন। এ সব কথা এখানে উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, আমি ইহাই প্রমাণ করিতে চাই যে, মক্কার কোরেশদের যতই দোষ থাকুক না কেন, তাহাদের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ ছিল; তাহারা চট করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিল যে, "ইসলাম" এর মধ্যে ধর্ম ও কর্মকে জীবনের দৈনন্দিন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও কর্মধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইবে না এবং তথাকথিত ধর্মীয় জীবন মানুষের ব্যক্তিগত বিবেকের অনুশাসনের মধ্যেই সীমিত নয়। কিন্তু হায়! আমাদের মৌলবীগণ বা তথাকথিত "প্রগতিবাদিগণ" কেহই অতটুকু বোধশক্তির অধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। উভয় শ্রেণীই ইসলামের কথা বলিতে এমন সব উক্তি করেন যাহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, তাঁহারা বলিতে চান বা মনে করেন যে, প্রকৃত জীবন ব্যবস্থার সহিত যেন ইসলামের কোন সম্বন্ধই নাই! তথাকথিত "প্রগতিবাদীরা" পাশ্চাত্যের বুলির অন্ধ অনুকরণে বলিয়া থাকেন, "ধর্মমাত্রই জীবনের বাস্তবদিকের সহিত সম্পর্ক শূন্য।" আর মৌলবীগণ কেবলমাত্র "নীতিশিক্ষা" (moralising) ছাড়া আর কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন না। (?) (?)

এ যুগে যখন এমনিতেই ধর্মের প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত শিথিল, তখন সস্তা নীতিশিক্ষা বিশেষভাবে কাহাকেও প্রভাবিত করিতে পারে না; এবং ইহা সমসাময়িক মুসলিম সমাজের অবস্থা হইতে সহজেই প্রমাণিত হয়। সামাজিক অবস্থার উন্নতি বিধানের প্রোগ্রামবিহীন এই প্রকার সস্তা নীতির বাণী খয়রাত বরং তাহাদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, ধর্মীয় শিক্ষা যত উচ্চ ও মহৎ হউক না কেন, উহা কালের উপযোগী নয়; উহা মানুষের ব্যবহারিক জগতের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি মিটাইবার পক্ষেও সহায়ক নয়। বাস্তবিকই ইসলামের কথা উত্থাপন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিয়া আমরা যতই না কেন রাজনৈতিক ভাবে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদর্শন করি, কিন্তু আমরা যদি মুসলিম জনসাধারণের ক্রমবর্দ্ধমান ঐ প্রকার মনোভাব সৃষ্টির ব্যাপারটার প্রতি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকি তাহা হইলে কোনই ফায়দা হইবে না। আর মুসলিম জনসাধারণের অধিকাংশই যে নিজেদের জীবনকে সত্যিকার ইসলামী নীতি দ্বারা পরিচালিত করিতেছে না—এই বাস্তব সত্যের প্রতি চক্ষু বন্ধ রাখিয়া কোনই লাভ হইবে না। মুসলিম জনসাধারণের অধিকাংশই এক্ষণে ইসলামের নীতিকে কোন এক অজ্ঞাত ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখিয়াছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যে অবক্ষয় আমাদের সমাজকে পঙ্গু করিয়া দিয়াছে, এক্ষণে উহার তিক্ত ফল আমাদিগকে ভক্ষণ করিতে হইতেছে। ঐ কয় শতাব্দী ধরিয়া ইসলামের সত্যিকার সমাজ সংগঠনের কাজ কিছুই করা হয় নাই। যাহা করা হইয়াছিল তাহা মূলতঃ আচার অনুষ্ঠান, ব্যক্তিগত ন্যায়নীতি ও গতানুগতিক প্রথানুযায়ী "কালাম" শাস্ত্রের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

পরম সত্য কথা এই যে, ইসলাম এ যুগের প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে অক্ষম নহে; ইসলাম সর্বযুগেই যুগের দাবী মিটাইতে সক্ষম। কিন্তু যাঁহাদিগকে আমরা ইসলামের "সরকারী অভিভাবক" (the official guardian) বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের ভ্রান্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার জন্যই এই অচল অবস্থা দেখা দিয়াছে। যদি ইসলামকে আমরা এই যুগে প্রকৃতই সচল অবস্থায় রাখিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করিতে হইবে; ধর্মকে কেবলমাত্র গতানুগতিক আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে পর্যবসিত না করিয়া উহাকে সমাজ সংগঠনের কাজে লাগাইতে হইবে। অন্য কথায় বলিতে গেলে ইহাই বলিতে হয় যে, ইসলামের পুনর্জাগরণ কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না যাবৎ না আমরা দেখাইতে পারি যে, ইসলাম কেবলমাত্র আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায়নীতি নির্দ্ধারণই করিতে সক্ষম নহে, বরং উহা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব প্রয়োজন মিটাইতেও সহায়তা করে, আমাদের উন্নতভাবে জীবন ধারণের পন্থা বাতলাইয়া দেয় এবং অন্যান্য সকল প্রশ্নেরও জওয়াব দেয়। আমাদের মধ্যে যাহারা অন্ধ কেবল তাঁহারাই মনে করিতে পারেন যে, আমরা যত সব অনাচারে ভুগিতেছি তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় হইতেছে "সুবিধাবাদ" যাহা দ্বারা রাজনীতি ও অর্থনীতিকে ন্যায়নীতি তথা ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে রাখা হয়। মুসলিম হিসাবে ইহা অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করি যে, অর্থনীতিই মানব জীবনের সর্বস্ব নহে। মুসলিম হিসাবে আমরা অবশ্যই বিশ্বাস করি যে, জীবনের চরম মূল্যমান নির্দ্ধারিত হয় আধ্যাত্মিকতার দ্বারা। কিন্তু তাই বলিয়া মানব জীবনের দৈহিক প্রয়োজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার কথা তোতা পাখির মত আওড়াইলে কোন লাভ হইবে না। মানুষ কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার বুলি আওড়াইয়া বাঁচিতে পারে না। তাহার জন্য প্রয়োজন: আহার, বস্ত্র ও বাসস্থান। তাহা ছাড়া সত্যিকার ফলপ্রসূ কার্য্য সমাধার আনন্দও তার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এতদ্ব্যতীত তার জন্য অন্ততঃ ততটুকু সামাজিক নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য দরকার যার ফলে তার স্বাধীন সত্তা সত্যসত্যই স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে; ঐ স্বাধীনতা তথা নিরাপত্তাবোধ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

না থাকিলে তাহার আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে কোন উন্নতিই হইতে পারে না। ইসলাম যদি সত্যসত্যই বিধিপ্রদত্ত জীবনবিধান হয় তাহা হইলে যে-সমাজ নিজেকে ইসলামের নীতি দ্বারা পরিচালিত করিতে চায়, সে সমাজ নিশ্চয়ই ইসলামের নিকট হইতে এ সমস্তই পাওয়ার হকদার।

ইসলাম এ সব কিছুই দিতে পারিত এবং পারে। ইসলাম এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছে যাহা ঠিকমত কর্মে রূপায়িত করিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়াও আমরা সামাজিক ন্যায় বিচার এবং রাজনৈতিক ও ও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জন করিতে পারি। ফলে আমাদের সমাজ জীবন কতকগুলি যন্ত্রচালিত ও ব্যক্তিত্ববর্জিত মানুষের সমষ্টিতে পর্যবসিত হইবে না। ইসলাম এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার কার্য্যক্রম প্রদান করিয়াছে যদ্বারা মানব জীবনের সর্ব প্রকার প্রয়োজন—এমন কি অভূতপূর্ব বিষয় ও অচিন্তপূর্ব প্রশ্নের সমাধানের সন্ধান উহা হইতে পাওয়া যাইতে পারে; উহা এমন জীবনাদর্শ যাহা ঐতিহাসিক বিবর্তনধারা প্রবর্তনে ক্রমোন্নতির পথকে সুগম করে; এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে যুগে যুগে যে পরিবর্তন আনিতে হইবে, তারও আভাষ উহা প্রদান করে। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ইহা মানুষের সমস্ত প্রয়োজন মিটাইবার ও তাহার সমস্ত গুণাবলী বিকাশের সহায়তাকারী এক সমাজবিধান। কারণ ইহা ন্যায়নীতি ও অর্থনীতিকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু ইসলামের এই "প্রোগ্রাম"—যাহাকে ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় "শরিয়ত" তাহা কর্মে রূপায়িত হইবে না যদি আমরা ধারণা করি যে উহা অত্যন্ত জটিল এবং তজ্জন্য উহা সাধারণ মানব বুদ্ধির পক্ষে বোধগম্য নহে।

শরীয়তকে পুনরায় কার্য্যকরী করিতে হইলে উহা মুসলিম জনসাধারণের নিকট বোধগম্য করিয়া তুলিয়া ধরিতে হইবে। অন্য কথায় বলিতে হয় যে, গুটিকয়েক বিশেষজ্ঞের পাঠগৃহের ধূলি ধূসরিত রুদ্ধ আগার হইতে মুক্ত করিয়া উহাকে সমগ্র মুসলিম জনসাধারণের নিকট খোলা পুঁথিতে পরিণত করিতে হইবে। এবং তখনই "খোদাদাদ" (বিধি প্রদত্ত) জীবনবিধির আসল লক্ষ্য অর্জ্জিত হইবে। যে সব লোকে বলে যে, আমাদের এই যুগ যখন সব কিছুই বিশৃঙ্খল তখন শরীয়তের নব রূপায়ণে হাত দিতে যাওয়া অতি বিজ্ঞজনক—সেই সব লোকের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নয়। এই রকম বিশৃঙ্খল সময়েই আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে প্রখর করিতে হইবে এবং যে দৃঢ়তা হয়ত পূর্বকালে তেমন প্রয়োজন ছিল না, সেই দৃঢ়তা লইয়া আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের পূর্ববর্তীগণের চিন্তাধারাকে যদি আমরা অন্ধভাবে অনুসরণ করি, তাহা হইলে কখনই ইসলামের পুনর্জাগরণ আসিবে না। যদি আমাদের চিন্তাধারার মধ্যে সত্যকার সততা থাকে এবং ইসলামের সেই আদিম মুক্তবুদ্ধি, জড়তাশূন্য চিন্তাধারা ও অনুসন্ধিৎসার দ্বারা আমরা পরিচালিত হই তাহা হইলে ঐ আকাঙ্খিত পুনর্জাগরণের আশা করিতে পারি। অতীত যুগের রেওয়াজ রসুমের অন্ধ অনুকরণ যেন আমরা না করি।*

* প্রবন্ধটিতে চিন্তার বিশেষ খোরাক আছে কিন্তু আমরা লেখকের সকল মতামতের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে পারি নাই। এ সম্বন্ধে বলার অনেক কিছু আছে। যদি কোন চিন্তাশীল লেখক প্রবন্ধের কোন কোন বিষয়ে আপত্তি উত্থাপনপূর্বক নিজে যুক্তিসম্মত মতামত প্রকাশ করিতে চাহেন তাঁহার জন্য তর্জুমানের পৃষ্ঠা উন্মুক্ত রহিল। —সম্পাদক

www.ahlehadeethbd.org

—ডক্টর এম, আবদুল কাদের

পর্দার ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

সূচনা

হ্যারেম, পর্দা বা অবরোধ সম্পর্কে অমুসলমান, এমনকি অনেক নব্য শিক্ষিত মুসলমানের মধ্যেও ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। অনেকে অবরোধের সহিত পর্দার পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া দুইটিতে গোল পাকাইয়া ফেলেন এবং নারীর উন্নতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অবনতি এবং যক্ষ্মারোগ ও শিশু মৃত্যুর অনুপাত প্রভৃতি অনেক সামাজিক দুরবস্থার দায়িত্ব বেচারা পর্দার ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। কাহারও মতে ইহা নারী জাতির অবমাননা, কাহারও মতে অমানুষিক বর্ব্বর প্রথা বা কারা যন্ত্রণা। কাহারও মতে পূর্বে ইহার প্রয়োজন থাকিয়া থাকিলেও বর্তমানে ইহা নিরর্থক, কেননা ইহা প্রতিষ্ঠার জন্য খোদ মহানবী হজরত মুহম্মদকেই (দঃ) দায়ী করিয়া থাকেন। এ সকল বিরূপ মন্তব্যের মূলে কতটুকু সত্য আছে, তাহা যাচাই করিতে হইলে পর্দা প্রথার উৎপত্তি ও বিস্তার এবং ইহার উদ্ভবের হেতু ও ফলাফল আলোচনা করিতে হইবে।

পর্দার উৎপত্তি

এন্সাইক্লোপেডিয়ায় লিখিত আছে, "পর্দার উৎপত্তির বিবরণ অস্পষ্টতার ভিতরে হারাইয়া গিয়াছে" (Vol—IX, Page 737) অর্থাৎ কোন্ সুদূর অতীতে যে ইহার উদ্ভব হয়, এখন তাহা বলা অসম্ভব। উক্ত মতে আমরা যাহাকে নারীর স্বাভাবিক লজ্জা বলি প্রকৃতপক্ষে তাহা সম্পূর্ণ কৃত্রিম—ইহা নিছক সামাজিকতার ফল। আদিতে যখন বিবাহ ছিল না, তখন তাহাদের লজ্জা, শরমের বালাই ছিল না, পর্দাও ছিল না। পরে উন্নত সামাজিক জীবনে লজ্জাশীলতার উন্মেষ ও বিবাহের প্রতিষ্ঠার পর পর্দার উদ্ভব হয়। নারীর সতিত্বের ধারণার সঙ্গেও ইহার ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে পিতৃকুলাত্মক পরিবারের সৃষ্টি হইতেই সতিত্বের ধারণার উৎপত্তি। বৃটেন বিশ্বকোষ (Vol XI, 478) ও Historions' History of the World এর মতে উন্নত সামাজিক জীবনে যেখানে বহু বিবাহ বিদ্যমান, সেখানে হ্যারেম প্রথা প্রায় অপরিহার্য প্রতিষ্ঠান।

পর্দা প্রথার বিস্তার

পর্দার প্রথম সূচনা হয় স্পষ্টতঃ অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া। ইহার ব্যবহার প্রাচীনতম কাল হইতেই প্রচলিত আছে। চীনারা অবগুণ্ঠন পরিত বলিয়া ওভিডে উল্লেখ আছে (Chambers' Encyclopaedia, IX, 739)। চীনা সমাজের গঠন-প্রণালী বরাবরই পর্দার উপর প্রতিষ্ঠিত(Granet, Chinese Civilization, 152)। জাপানে অবরোধের কড়াকড়ি না থাকিলেও নরনারীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কঠোর ব্যবস্থা ছিল (Craner Byung : Women and Wisdom of Japan, 34)। সুসভ্য পার্থিয়ানেরা পুরুষের কলুষিত দৃষ্টি হইতে নারীকে অবরোধে রাখিত। অবগুণ্ঠন না পরিয়া বাহিরে যাওয়া কিম্বা খোজা ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ভিন্ন অপরের সহিত আলাপ করা বেহায়াপনা বলিয়া বিবেচিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইত (Rawlinson, Parthia, 33,)। অতি প্রাচীন কাল হইতেই পারসিকদের মধ্যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় সনের প্রারম্ভের পূর্বেই ইহা সেখানে সার্বজনীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় (Dr. A S. Altekar, Position of Women under Hindu Civilization, 209)। আসিরিয়ায় বিবাহিত-রমণীদিগকে বিশেষভাবে পর্দা রক্ষা করিতে হইত (Cambridge Ancient history, Vol. iii, 107)। প্রাচীন ব্যাবিলনিয়ানেরাও নারীদের অবরোধে রাখিত। পারস্য ও ব্যাবিলনের স্থাপত্য পদ্ধতি পর্যন্ত ইহাতে প্রভাবান্বিত হয়। তথকার ধ্বংসমুখ প্রাসাদরাজির দোতালার জটিল জালির কাজ ইহার সাক্ষ্য (Fletcher, History of Architecture, 936)। কেলডিয়ার রাজা, ধনবান ও অভিজাত পরিবারের মহিলারা স্ব স্ব হ্যারেমে আবদ্ধ থাকিতেন (Master, Dawn of Civilization, 707, 739)। হযরত ইব্রাহীমের সময় ফিলিস্তিনে পর্দা প্রথার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় (Genesis, XXIV—6)। ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্বে য়িহুদী মেয়েরা মস্তক বস্ত্রাবৃত না করিয়া বাহিরে যাইত না (এস, পি, স্কট)। ফিনিশিয়ার মেয়েরা আপাদ হস্ত সযত্নে বস্ত্রাবৃত রাখিত (Rawlinson, Phoenicia, 338)। সিরিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যেও পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ মিসরের মেয়েরা বাজারে যাইত না; গৃহে রমণীর জন্য স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট ছিল; পাটরাণী ভিন্ন ফেরাওর অন্যান্য মহিষীকে ন্যূনাধিক প্রাসাদে আটক রাখা হইত (Flinders Petric, Social Life in Ancient Egypt, 100 : Maspers, 270)

অনেকের বিশ্বাস, "ভারতে কোন দিন পর্দা প্রথা ছিল না।" তৈমুরলঙ্গের আক্রমণ (১৩৯৮ খৃঃ) হইতে নাকি এদেশের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পর্দা প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে (ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মুসলিম হল ম্যাগাজিন, মার্চ, ১৯৩৬)। কেন ? 'মুসলমান গুণ্ডাদের লোলুপ দৃষ্টি হইতে মেয়েদের বাঁচাইবার জন্য" (নিরুপমা পাল, মাসিক বসুমতী ফাল্গুন, ১৩৫২, ৬৩৬ খৃঃ)। এমন ভ্রান্ত ধারণা ও প্রচারণা আর হইতে পারে না। প্রকৃত সত্য এই যে, বৈদিক যুগ (খৃঃ পূঃ ২৫০০—১৫০০) হইতেই এখানে পর্দা প্রথা বহাল তবিয়তে বিদ্যমান আছে। ঋগ্বেদে অবগুণ্ঠিতা পত্নী ও বধূর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তখন অন্দর মহলকে বলা হইত 'পত্নী নাম' ইহা ছিল গৃহের পুরুষ মহল— সদন ওসদস' হইতে পৃথক 'গুহ করন্তি তোষ' বা অত্যন্ত গোপনীয়। বিবাহিতা রমণীরা বাহিরে যাইতে শাল বা চাদর (পরিধানম্) দিয়া নিজেদের উত্তমরূপে ঢাকিয়া লইত; সঙ্গে থাকিত প্রহরী বা বৃদ্ধা সহচরী ; (Ramesh Ch. Mazumder, Early Hindu Civilization, 69 ; Dr. Abinash Ch. Das, Rigvedic India, 190, 232, 458).

পাণিনির সময় (খৃঃ পূঃ ৭০০-৬০০) সূর্য্য (যথা, 'অসূর্য্যম্পশ্যা রাজদারাঃ' ৩২-৩৬) এবং মহাভারতের যুগে (খৃঃ পূঃ দশম শতক) চন্দ্র সূর্য্য এমন কি দেবতারাও পুরবালার দর্শন পাইতেন না (যানা পশ্যচ্চন্দ্রমা নৈব সূর্য্যো...)। স্বর্গে ও দেবপুরীতে দেববালারাও রীতিমত অবরোধে থাকিতেন (কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ৮২ পৃঃ)। রামায়ণের যুগে (খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) আমরা শুদ্ধান্তঃপুরম বা পবিত্র হারেম ও উহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দ্বারদেশে তত্রকাষায়িনো বৃদ্ধান্‌বেত্রপালীন্ স্বলঙ্কৃতান্ অর্থাৎ কাষায় বস্ত্র পরিহিত বেত্রধারী বৃদ্ধ রক্ষীদের সাক্ষাৎ পাই (অযোধ্যাকাণ্ড ১৬—৩, ১০—১০)। "যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি"—খেচরেরাও সীতা দেবীর সাক্ষাৎ পাইত না (ঐ ৩৩—৮); তিনি "নতহং মনসাত্বনং দ্রষ্টাস্মি" অর্থাৎ মনেও পরপুরুষ সন্দর্শন করিতেন না (ঐ ৩০—৭)।

অবরোধ প্রথা এই সময় রাক্ষস ও বানর অর্থাৎ অনার্য মহলেও ঢুকিয়া পড়ে। রামায়ণে সুগ্রীবের হারেমকে "সুমহদ্ গুপ্তয় দদাশস্তেঃ পুরং মহৎ" বা একান্ত সুগুপ্ত মহৎ অন্তঃপুর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৩৩ সর্গ)। লজ্জাবগুণ্ঠন খুলিয়া সপত্নীগণসহ বাহিরে আসিতে বাধ্য হওয়ায় রাণী মন্দোদরীকে অন্যত্র অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে দেখা যায় (লঙ্কাকাণ্ড, ১১৩ সর্গ)।

বৌদ্ধযুগে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের সপ্ততল হর্ম্যের সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে বিশেষ সতর্কতা সহকারে রক্ষা করা হইত। ভদ্র মহিলারা সর্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া শকটে চড়িয়া বাহিরে যাইতেন। সাধারণ রমণীরা যাইত তালপত্রের ছত্র মাথায় দিয়া বা বস্ত্র অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া (Dharmapada Commentary, vol. 24, 391).

ভাসের প্রতিমা (১—১০) ও স্বপ্নবাসবদত্তা (৬—৪, ১০) নাটকে অবগুণ্ঠন পরিয়া বাহিরে যাওয়ার কথা আছে। বিষ্ণু পুরাণে (খৃঃ পূঃ ৪০০—৩০০) খোজা এবং কালিদাসের (খৃঃ পূঃ ১ম শতক) কুমার সম্ভবে (৭—৭৩) শুধু পুরুষ, রঘুবংশে (৬—৪৫, ৭—২৯) স্ত্রী পুরুষ উভয় প্রকার, এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) তিন প্রকার প্রহরীরই উল্লেখ আছে (Dr. R. Shamshastry: Arthasastra, 39—41). বাৎসায়ণ তাঁহার কামসূত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, "অন্তঃপুরচারিণী নং বহির নিস্ক্রামো বাহ্যাসাং প্রবেশঃ" অর্থাৎ পুরবাসিনীদের বহির্গমন নিষিদ্ধ (৩—২, ৮৩) এবং "নান্তঃপুরানাং রক্ষণ যোগ্যাৎ পুরুষ সম্দর্শনং বিদ্যতে" অর্থাৎ রক্ষণব্যবস্থা থাকায় অন্তঃপুরিকাদের পর পুরুষ দর্শন নাই (৫, ৬—১)। সুশীল ব্রাহ্মণরক্ষীকে বলা হইত কঞ্চুকী (রাজান্তঃপুরচারী বিচক্ষণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—চলন্তিকা) এবং সচ্চরিত্রা বৃদ্ধা প্রহরণীকে বলা হইত মহত্তারিকা। এই সময় দ্বারদেশেও পর্দা ঝুলিতে আরম্ভ করে। এমন কি এক শ্রেণীর বারবণিতাও অবরোধে থাকিত; তজ্জন্য তাহাদের নাম হয় আভ্যন্তরিকা। পরিশেষে রমণীদের চলাচল সীমা নির্দিষ্ট হয় শয়নাগার পর্যন্ত—রত্নমন্দিরাবধি। কাজেই মেয়েরা বাহিরের দৃশ্য দেখিত গবাক্ষের ছিদ্রপথ দিয়া। রামায়ণ, (আদি পর্ব, ২১৮ অঃ) কুমার সম্ভব (৭—৫৭—৬২) ও রঘুবংশে (৭—৯, ১১; ১১—৯৩) ইহার উল্লেখ আছে। এমন কি হিমালয় প্রদেশের অন্তঃপুরেও প্রহরী থাকিত। কলহনের রাজার লিপিতে (দ্বাদশ শতাব্দী) হইতে কাশ্মীরে অবরোধের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় (৭—৫২৩, ৫২৪)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খৃঃ পূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী অর্থাৎ মুসলমানদের আগমনের পৌণে তিন হাজার বৎসর পূর্বেও পর্দা এবং খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে অবরোধ প্রথা হিমাচলে প্রবর্তিত হয়। মুসলমান গুণ্ডাদের ভয়ে উহা গ্রহণ করা হয় নাই।

পর্দা যে সভ্যতারই স্বাভাবিক পরিণতি তাঁহার আর এক প্রমাণ সেকালের পশ্চিম গোলার্দ্ধ—পাতালপুরী। ব্যারিং প্রণালী অতিক্রম করিয়া স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ানেরা এবং আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়া আরবীয়েরা একবার মাত্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেখানে গমন করে। এতদ্ভিন্ন কলম্বসের পূর্ব উভয় গোলার্দ্ধের মধ্যে কোনই যোগাযোগ ছিল না। তথাপি তথাকার একমাত্র সুসভ্য রাজ্য পেরু ও মেক্সিকোতে পর্দা প্রথা প্রচলিত ছিল। ভারতের মুগল সম্রাটদের রাজপুরীর অন্দরমহলের ব্যবস্থার সহিত মেক্সিকোর সম্রাটদের বাসভবনের হুবহু সৌসাদৃশ্য পরিদৃট হয় (দুর্গাদাস লাহিড়ী ; স্বাধীনতার ইতিহাস, ১১৮ পৃঃ)। বৃদ্ধা প্রহরিণীরা মেক্সিকোর যাজিকা পুরোহিতনীদের অহর্নিশ পাহারা দিত (Susan Hale : Mexico, 121) পেরুর দুর্গ মন্দিরে নিবেদিতা কুমারীরা চিরন্তন অবরোধে থাকিত। (Wester Marck : History of Human Marriage, 196—7)

অতঃপর পর্দা পুরুষ রাজ্যও আক্রমণ করিয়া বসে। নিজেদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কোন কোন রাজা আপনাদিগকে প্রাসাদে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। খৃঃ পূঃ ৭৫৭ অব্দে মেডেসের রাজা প্রথম জেজাদেশ এই রীতির প্রবর্তন করেন। পরে উহা প্রাচ্যের সর্বদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে (Rollins : Ancient History) প্রাচ্য রীত্যানুযায়ী পারস্যের রাজারা কদাচিৎ বাহিরে যাইতেন (History of the World, vol. ii—644)। মগধের রাজা চন্দ্রগুপ্তেরও ইহাই ছিল নিয়ম। এনড্রোপের (৩৭৪ খৃঃ) গ্রন্থে ধনবানদের রেশমী অবগুণ্ঠন ব্যবহারের উল্লেখ আছে (Chambers Encyclopaedia IX, 939)। কেবল প্রাচ্যের নহে, অল্পদিন পূর্বে পর্যন্ত পাশ্চাত্যের রমণীরাও ন্যূনাধিক অবরোধ জীবন যাপন করিত। এথেন্সের মেয়েরা ন্যূনাধিক তালাবদ্ধ গৃহে বাস করিত ;.... বাহিরে যাইতে হইলে তাহারা অবগুণ্ঠন পরিয়া এবং ক্রীতদাসীদের সঙ্গে লইয়া যাইত (Walther : Position of Woman 20)। শুধু এথেনিয়ান পরিবারেই নহে, এই প্রথা সমগ্র গ্রীস ও গ্রীক উপনিবেশগুলিতেও প্রবর্তিত হয়। বহুভর্তৃত্ব (এক স্ত্রীর অনেক স্বামী গ্রহণ) প্রথা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকায় স্পার্টা ছিল ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম।

থেবেসের বিবাহিতা রমণীরাও অত্যন্ত কড়া পাহারায় থাকিত (Cambridge Ancient History, vol. vii, 538)। প্রাচীন যুগের মেয়েরাও মুসলমানদের ন্যায়ই অবগুণ্ঠনে বুক ঢাকিয়া রাখিত (History of the World, vol. xxiv, 158).

রোম নগরীর পত্তনের পর রোম সম্রাট রোমিওলাস(?) বিধান দেন : মেয়েরা আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত না করিয়া বাহিরে যাইতে পারিবে না (শ্রী নৃপেন্দ্র কুমার বসু ; দুর্নীতির ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৫৮ পৃঃ)। গণতন্ত্রের যুগেরও (খৃঃ পূঃ ২৭ অব্দ পর্যন্ত) রোমান মেয়েরা অবরোধে থাকিত (Sir Harising Gour : Hindu Code, 16)। তদুপরি অন্তঃপুরে বিশেষ পাহারা রাখিবার ব্যবস্থা অতি প্রাচীন কালে সকল দেশেই প্রচলিত ছিল। রোম, গ্রীস প্রভৃতি দেশে ধনাঢ্য লোকেরা রাখিতেন খোজা ও ভাড়ার, হিন্দুরা সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ, খোজা ও বৃদ্ধা নারী (বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ৩০১ পৃঃ)।

যাহাদের দৃষ্টান্ত বর্তমানে আমাদের আদর্শে পরিণত হইয়াছে—এবার সেই খৃষ্টানদের অবস্থাটা দেখা যাউক।

প্রাথমিক খৃষ্টানেরা নরনারীকে পৃথক রাখিত। আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট ক্লিমেন্ট বলতেন, রমণীদের ৬চক্ষু সর্বদা লোকলোচনের অন্তরালে থাকা। ব্যায়ামের জন্যও তাহারা কোথাও যাইতে পারিবে

www.ahlehadeethbd.org

মুসলিম তুম্ ভুলো না মত্

—সুজাউল কোরবান (করাচী)

(১)

মুসলিম তুম্ ভুলো না মত্—
ঠাট দুনিয়াকা রঙ্
হাল্ যমানাকা ঢঙ্
বানাইয়া তুঝে সঙ
সার করলি দুনিয়াকা দৌলত্॥

(২)

দুনিয়াকা দারু পিয়া
দেমাগ বিগড়ি গিয়া
আল্লাহ্ রসুল কো ছোড় দিয়া
ধরলি কুফরি যিন্দেগী—খেয়ালত্॥

(৩)

নমায-কলেমা-বন্দেগী
কোরান—তলোয়ার যিন্দেগী
ছুরত—ছিরাত যে শরমেন্দী
খোয়ালি আল্লাহ-নবীকা মহব্বত্॥

(৪)

তরক কিয়া দ্বীন-ইসলাম
ভুল গিয়া পাক কালাম
কিনলি তুই দুনিয়াকা নাম
হর কদমে তাই পেলি খোদায়ী লানত্।

(৫)

মুসলিম তুম্ ভুলো না মত্—
তোর যিন্দেগীকা মূল
আল্লাহ—কোরান—রসুল,
হর কদমে না হয় কভি ভুল—
তবেই মিলবে আল্লাকা রহমত্॥

না (Cambridge Ancient History, vol. iii, 107) জাষ্টিনিয়ানের আমলে (৫২৬—৫৬৫ খৃঃ) বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত কুমারী কন্যাদিগকে কড়া তত্ত্বাবধানে গৃহে আটক রাখা হইত। খৃষ্টধর্ম প্রবর্তনের অত্যল্পকাল পর হইতেই 'হেরেম' প্রথায় রুশ মেয়েরা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। পিটার দী গ্রেটের পূর্বে এই অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই (Universal History of the World 2301—4)। মধ্যযুগের ইউরোপীয় খৃষ্টান রমণীরা কঠোরতম নিভৃত জীবন যাপন করিত। প্রৌঢ়ারা পর্যন্ত অবগুণ্ঠন ব্যবহার করিত (Walther, 39, 40; Urlin: A Short History of Marriage 237)। পুরুষেরা যুদ্ধ কালে নারীর কটিদেশে সতীত্বের বর্ম পরাইয়া দিয়া চাবিটি নিজের সঙ্গে লইয়া যাইত (শারদীয়া সংখ্যা—নতুন জীবন, ১৩৫৪, ২৮৩ পৃঃ)। খোজা প্রহরীরা দলে দলে সিসিলী ও দক্ষিণ ইতালীর নর্মাণ রাজা, বিশপ ও অভিজাত ব্যক্তিদের অন্তঃপুর পাহারা দিত। 'পবিত্র রোমান সম্রাট' ফ্রেডারিক বার্বারোসার প্রণয়িনীরা খোজাদের পাহাড়ায় রুদ্ধদ্বার শিবিকায় ভ্রমণ করিত (S. P. Scott)। ষোড়শ শতাব্দীতে অন্য পরে কা কথা, অভিজাত ঘরের সহোদর ভ্রাতা স্বীয় ভগ্নি ও ঘনিষ্ট আত্মীয়াদের মুখ দর্শন করিতে পাইত না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও লণ্ডনের মহিলারা রাত্রে বস্ত্রাবৃত শিবিকা ও শকটে চাপিয়া বাহিরে যাইতেন। যুবক যুবতীদের সাক্ষাতের সুযোগ ছিলনা বলিলেই হয়। তীব্র প্রতিবাদের মধ্যে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের মেয়েরা পার্লামেণ্টে বসিবার অধিকার পায়। কিন্তু তাহাদের আসল আসন নির্দিষ্ট হয় একটি উচ্চ মঞ্চে ঝাঁজরীর অন্তরালে। ১৯১৮ সনের পূর্বে ইহা অপসৃত হয় নাই। [Universal History of the World, Vol. Vii 3180, 4180, 4229, 4214 & 15]

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

বিচিত্র বিধান

আল-আজিজ মোঃ সিরাজুল ইসলাম খান

নত তরু পল্লব-ভারে যেন তোমারে ছিজদা করে,
বিহগ রাজি কূজন রবে যেন তোমাতে লুটায়ে পড়ে।
ঈশান সমীর নৈঋর্ত কোণে ঘুরে ফিরে ক্ষণে ক্ষণে,
তোমারি এ বিচিত্র ধারা সুপ্তিময় সুন্দর ভুবনে।
দেখে ভাবি তড়িৎ বিজুলিরে এখনি বুঝি ডাকিবে বান,
চূর্ণ কর মুহূর্তে তারে তোমারি এ বিচিত্র বিধান।

কৃষ্ণ আঁধার বিদীর্ণ করে সবিতা হাসে দীপ্তিময়
চিক চিক করে পুষ্প-মালা নবীন অতিক্ষুদ্র কিশলয়।
গর্জ্জন শুনি চমকে উঠি আবার দেখি রৌদ্রময়ী,
ঘটাও তুমি পলকে পলে নিশ্চয় তুমি সর্বজয়ী।

আলোকে যবে আঁধার হাসে সাক্ষ্য দানে কুদরতের,
তারকা যবে আকাশে ভাসে ঐক্য আনে তৌহিদের।
বিচরণ কর গোচরে সবার হেরিতে শক্তি কেন বা নাই,
বিহারিছ তুমি পশিয়া হৃদয়ে কে না তোমারে দিয়েছে ঠাঁই।
এ ধরায় কাহারো ভেলা ভেসেছে সাগর নীরে,
কাউকে তব করুণা বলে রেখেছ ভূধর চূড়ে।
সৃজন করেছ, বিধি! অনুপম এ ধরারে,
যেথায় আমি আস্বাদ লভি বিচিত্র মধুরে।
নিরন্নে অন্ন দানো, শীতল বারি তৃষিত জনে।
করুণা পরশে, বিধি! শোধাও এ দীনে।

www.ahlehadeethbd.org

॥ আবুল কাসেম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন ॥

মওলিদ, মৌলূদ বা মীলাদ

হযরত রসূলে করীম (সাঃ) এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস হিসাবে পালিত ১২ই রবীউল আউয়াল তারীখে ব্যাপকভাবে এবং অন্যান্য শুভ দিনে, যথা নূতন গৃহ-প্রবেশে, নূতন ব্যবসায় শুরুর দিনে, শিশুর জন্ম উপলক্ষে বরকতের জন্য, মানুষের মৃত্যু উপলক্ষে তাহার পারলৌকিক মুক্তির আশায় ও অন্যান্য উৎসব যথা লাইলাতুল বরাআত বা শবে-বরাত, লাইলাতুল কাদর, হযরত আবদুল কাদির জীলানী (রঃ) এর জন্ম দিন হিসাবে পালিত ১১ই রবী'উস সানী বা '১১ই শরীফ' প্রভৃতিতে সওয়াবের আশায় যে বিশেষ অনুষ্ঠান একটি বিশেষ পদ্ধতিতে পালিত হয় তাহাকে সাধারণভাবে মৌলুদ (অর্থ: জাত সন্তান) বা মৌলূদ শরীফ বলা হয়। ইহার আধুনিক নাম মীলাদ (অর্থ: প্রসব করানোর যন্ত্র)। এই ১২ই রবী উল আউয়ালের উৎসবটিকে যাহা প্রথমে আরবী ও ফারসী মিশ্রিত শব্দ ফাতেহা দোয়াযদাহাম (১২ই তারীখের ফাতেহা পাঠ উৎসব (নামে পরিচিত ছিল তাহা এক্ষণে মিলাদুন্নবী বা ঈদে মীলাদুন্নবী নামে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে পরিচিত হইয়াছে। পাকিস্তান সরকারও মনে হয় এই নামই আফিস আদালতে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৬৮ সালের ক্যালেণ্ডারে ছুটির তালিকায় এই নামই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই নামে খৃষ্ট জগতে পরিচিত হযরত ঈসা (আঃ) এর জন্ম দিন "ঈদুল মীলাদ" শব্দটির যে প্রভাব আছে তাহা আমরা এই প্রবন্ধে যথাস্থানে দেখিতে পাইব। যে সমস্ত আরবী শিক্ষিত পণ্ডিত শব্দটির ব্যুৎপত্তি ও অনুষ্ঠানটিতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া ইহার জন্য একটি বিশুদ্ধ ও সুষ্ঠু নামকরণে ইচ্ছুক তাঁহারা ইহার সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও সঠিক শব্দ মাওলিদ (مولد জন্ম, জন্মবিবরণ) শব্দটিই পছন্দ করেন। এই শব্দের অপর একটি অর্থ "জন্মের স্থান" শব্দটি এই অনুষ্ঠানের উৎপত্তির ইতিহাসও স্মরণ করাইয়া দেয়। উৎসবটি সম্পর্কে সকলেই সুপরিচিত বলিয়া ইহার বর্ণনা দেওয়া নিরর্থক মনে করি। তবে অনুষ্ঠানটি যে প্রাচীন, বিখ্যাত ও বড় বড় ইমাম, মুহাদ্দিস, ফকীহ এবং অন্যান্য প্রথম শ্রেণীর বড় বড় আলেমের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই তাহা ইহার নামকরণে অনিশ্চয়তা, ইহার প্রধানতঃ রাজনৈতিক রূপ—রাজমাতা ও রাজা বাদশাহগণ কর্তৃক উদ্ভাবিত ও পালিত হওয়া এবং এই অনুষ্ঠানে বর্ণিত বিষয় বস্তুগুলির ভিত্তিহীনতা প্রভৃতি দ্বারাই বুঝা যায়। কারণ ইসলামের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত আলেম একমাত্র জালালুদ্দীন আস্ সুয়ুতী ছাড়া কেহই এই অনুষ্ঠানটি সম্বন্ধে আলোচনা করেন নাই। বলিতে গেলে অনুষ্ঠানটি জীবিত আছে পেশাদার প্রায়-অশিক্ষিত মওলিদ খান ও ছোট ছোট মসজিদের অতি সামান্য আয়ের খতীব ও মুয়াজ্জিনগণের দ্বারাই। তাঁহারা যেন প্রতিযোগিতা করিয়া ইহার মাহাত্ম্যের আজগুবী গল্প প্রচার করেন। মওলিদ পড়িয়া যে দুই এক টাকা দক্ষিণা পাওয়া যায় তাহাই তাঁহাদের প্রধান আকর্ষণ। বর্তমানে অনুষ্ঠানটির ব্যাপকতা এত বৃদ্ধি পাইতেছে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে, যেব্যক্তি কখনও নামায পড়ে না অথবা রোযাও রাখে না সেও মওলিদের দাওয়াত পাইলে তাহা ত্যাগ করিতে নারাজ। আবার ইহার সস্তা ছওয়াবের ও মাহাত্ম্যের প্রলোভন এত বেশী যে, যে হতভাগ্য সারা জীবন নামায পড়ে নাই, রোযা করে নাই এরূপ লোকের মৃত্যু হইলে তাহার জন্য তাহার ওয়ারিসগণ ভিক্ষা করিয়া হইলেও মওলিদ পড়ান অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করে। এ ছাড়া বড় বড় সুদখোর মহাজন, ঘুষখোর অফিসার, চোরাকারবারী, পাচারকারী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীর ত কথাই নাই। তাঁহারা বিরাট ধূমধাম করিয়া অতি আধুনিক কেতায় 'মীলাদ' পড়াইয়া লোককে তাক লাগাইয়া থাকেন, সিনেমা হলের শুভ উদ্বোধনেও দেখিয়াছি অর্ধশিক্ষিত মোল্লা কয়েকটি মুদ্রার লোভে মওলিদ পড়িয়া উহাকে শুভশীষ করিয়াছেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহেও মীলাদ একটি অবশ্য প্রতিপাল্য বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা এহেন একটি অনুষ্ঠানের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

রসূলুল্লাহ (দঃ) এর জীবিত কালে এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের ও উমাইয়া খলীফাদের যুগে এই অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হওয়ার কোন নযীর কুরআন, হাদীস অথবা ইতিহাসে নাই। ইহার বীজ বপন করা হয় আব্বাসীয় খলীফাদের যুগে জনৈক মহিলা কর্তৃক। রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় যে গৃহে ভূমিষ্ঠ হন উক্ত গৃহটি মদীনায় তাঁহার কবরের ন্যায় যিয়ারত করার এবং সেখানে দো'আ করার প্রথা সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেন খলীফা হারুনর রশীদের মাতা খায়যুরান (মৃত্যু ১৭৩ হিঃ ৭৮৯—৯০ খৃঃ) পরবর্তীকালে ১২ই রবীউল আউয়ালকে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস ধরিয়া লইয়া তীর্থ যাত্রিগণ এখানে আসিয়া দোআ করা ছাড়াও বরকতের জন্য ভূমিষ্ট হওয়ার স্থানটি স্পর্শ ও চুম্বন করিত (ইবনু জুবায়র, পৃষ্ঠা : ১১৪, ১৬৩, আল-বতানুনী পৃষ্ঠা ৩৪)। এখানে আরও পরে ব্যক্তিগত যিয়ারত ছাড়াও একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। তাহা ইবনু জুবায়রের (মৃত্যু ৬১৪ হিঃ—১২১৭) গ্রন্থেই (পৃষ্ঠা ১১৪—১১৫ এ) প্রথম জানা যায়। ইবন জুবায়রের সময় অনুষ্ঠানটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সেখানে বর্ধিত হারে লোক সমাগম।

রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হিসাবে মওলিদের উল্লেখ আমরা প্রথমে পাই মিসরের তথাকথিত ফাতিমী শী'আ খলীফাদের সময়। মিসরের উযীর আফযালের সময় (৪৮৭ হিঃ—৫১৫ হিঃ, ১০৯৫—১১২১ খৃঃ) ৪টি মওলিদ বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু অল্প দিন পরই আবার তাহা পুনরুজ্জীবিত হয়। এই সকল মওলিদ অনুষ্ঠিত হইত দিনের বেলায় বিশেষ ভাবে উচ্চ সরকারী কর্মচারীদিগকে লইয়া। ইহাতে সুলতান প্রাসাদের উপরতলায় কোন একটি বারান্দায় আবৃত হইয়া উপবেশন করিতেন। কায়রোর তিনজন খতীব বক্তৃতা দিতেন এবং জাঁকজমকের সহিত একটি মিছিল বাহির হইত। শী'আদের ইমামদের তথা হযরত আলী, ফাতিমা এবং শী'আ খলীফাদের জন্মদিন এইভাবে পালিত হইত। বক্তৃতায় সম্ভবতঃ সাময়িক বিষয়ই বর্ণিত হইত।

ফাতিমীদের সময় পর্যন্ত ৩৪১ হিঃ/৯৫২ খৃঃ—৫৫৩ হিঃ/১১৫৮ খৃঃ) মওলিদ সর্বসাধারণের উৎসবে পালনীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয় নাই।

www.ahlehadeethbd.org

এইজন্য মকরিযী (১৩৬৪—১৪৪৪ খৃঃ) তাঁহার الخطط المقريزية অল-খুতাত গ্রন্থে অথবা কালকাশুন্দী (১৩৫৫—১৪১৮ খৃঃ) তাঁহার সুবহুল আ'শা গ্রন্থে ব্যতীত সেই যুগের কায়রো সম্পর্কে লিখিত বিশেষ সাহিত্যে, এমন কি আলী পাশা মুবারক (১৭২২—১৮৯৩ খৃঃ) তাঁহার খুতাতুল জদীদীয়াহ্ পুস্তকেও মওলিদ সম্পর্কে কোন উল্লেখই করেন নাই। যদিও এই সমস্ত পুস্তকে কায়রোর অধিবাসীদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অন্যান্য পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়।

পরবর্তী কালের মওলিদের বীজ—এই সমস্ত ফাতিমী মওলিদ কালক্রমে বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া যায়। পরবর্তীকালে আমরা সুলতান আল-মালিকুল মু'আয্যাম মুযাফফর উদ্দীন কোকবুরী কর্তৃক ৬০৪ হিঃ/১২০৭ খৃষ্টাব্দে আরবিলায় প্রথম মওলিদ অনুষ্ঠিত হইতে দেখিতে পাই। ইনি ছিলেন সুলতান সালাহুদ্দীনের ভগ্নিপতি। এই মওলিদের পূর্ণ বিবরণ পরবর্তী কালে ইবনি খল্লিকানের (৬৮১ হিঃ/১২৮২ খৃঃ) গ্রন্থে রহিয়াছে। ইহারই উপর পরবর্তী লেখক জালালুদ্দীন আস্ সুয়ূতী (মৃঃ ৯১১ হিঃ/১৫০৫ খৃঃ) হুস্নুল মুহাযরা ফী-আ'মালিল মাওয়ালীদ গ্রন্থে ইবন খল্লিকানের উপরই নির্ভর করিয়াছেন। মুযাফফর উদ্দীনের এই অনুষ্ঠানে যথেষ্ট খৃষ্টীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কারণ সেই সময় ক্রুসেড-সমরে লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান সৈন্য সিরিয়া, জেরুজালেম প্রভৃতি এলাকায় আগমন করে। তাহারা যীশু-খৃষ্টের জন্মদিন পালন করিত। ইহা হইতেই মুযাফফর উদ্দীনের মনে রসূলুল্লাহ (সঃ)এর জন্মদিন তথা মওলিদ অনুষ্ঠানের প্রেরণা জাগিয়া থাকিবে। সূফীদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ মেলামেশা অপরদিকে তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তিনি ৪টি খানকাহ্ও নির্মাণ করিয়া দেন। সূফীদের প্রভাবের ফলে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইন্তিকালের প্রায় ৪০০ বৎসর পর খৃষ্টানদের মধ্যস্থতায় প্লটিনাসের নূরের মতবাদ ইসলামে হিকমাতুল ইশরাব বা কালসাফাতুল ইসলাহ নামে ইসলামী লেবাসে প্রথমে সূফীদের মধ্যে ও পরে মীলাদের মাধ্যমে ইসলামে প্রবেশ লাভ করে। ফলে নূরের সৃষ্টিতত্ত্ব মওলিদের অন্যতম আলোচ্য বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকে বর্ণিত জাল হাদীসটি সূফীদের উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত।

মুযাফফারুদ্দীন কোকবুরীর সময় যে মওলিদ বা মীলাদ অনুষ্ঠিত হয় তাহার জন্য রবীউল আউয়ল মাসের পূর্ব হইতে তোড়জোড় শুরু হইত। আরবেলার চতুষ্পার্শ্বস্থ বহু স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে দাওয়াত করা হইত। মুহররম হইতে রবী'উল আউয়লের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত লোকজন আগমন করিত। আরবেলায় তাহার সভার জন্য কাঠের কুব্বা (গোল ঘর) সমূহ নির্মিত হইত। কয়েক সপ্তাহের জন্য শহরের রাস্তা সরগরম থাকিত। আগন্তুকদিগকে গানবাদ্য, ছায়াছবি, ভোজবাজী প্রভৃতি দ্বারা আপ্যায়িত করা হইত। কেল্লার দরজায় ও নিকটবর্তী খানকার নিকটে দুইটি কুব্বা নির্মিত হইত। এই মওলিদ কখনও রবী'উল আউয়ল মাসের ৮ই তারীখে আবার কখনও ১২ই তারীখে অনুষ্ঠিত হইত। মওলিদ অনুষ্ঠানের দুই দিন পূর্বে একটি ভোজ হইত। অতঃপর মওলিদের রাত্রিতে কিলায় মগরিবের নামাযের পর গানবাদ্য সহ মশাল মিছিল বাহির হইত। ভোরের দিকে মিছিলটি সূফী খানকার নিকট উপস্থিত হইত। এখানে খতীবের (বক্তার) জন্য একটি ও সুলতানের জন্য একটি উচ্চ স্থান নির্দিষ্ট হইত। খতীব এখান

www.ahlehadeethbd.org

হইতে বক্তৃতা দিতেন ও সুলতান উচ্চস্থান হইতে আগন্তুক সেনাবাহিনী অবলোকন করিতেন। তৎপর সকলকে ভোজে আপ্যায়িত করা হইত। অতঃপর গণমান্য অতিথিগণকে আহ্বান করিয়া সুলতান তাঁহাদিগকে খেলাত দিতেন। আসরের নামায পর্যন্ত এইভাবে চলিত (ইবন খল্লিকান ও ফাইয়াতুল আ'ইয়ান, কায়রো, ১৯৪৮, তৃতীয় খণ্ড, ২১৩—৭৫ পৃঃ)।

এই অনুষ্ঠান ও পূর্ববর্তী ফাতিমী খলীফাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য ছিল সূফীদের যোগদান ও মশাল মিছিল। সূফীদের যোগদানের ফলেই নব আফলাতুনী সৃষ্টিতত্ব—আল্লাহর নূর হইতে রসূলের নূর পয়দা ও তাহা হইতে বিশ্বসৃষ্টি এই Pantheistic মতবাদ মওলিদে রসূলুল্লাহ (দঃ) এর সৃষ্টি ও জীবন কাহিনীর সহিত সংযুক্ত হয়। এ বিষয়ে যে সমস্ত মওযূ হাদীস পাওয়া যায় তাহা সবই সূফীগণ কর্তৃক জাল কৃত। মশাল মিছিল ইতিপূর্বে মুসলিম চিন্তাধারায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ইহা তৎকালীন খৃষ্টানদের উৎসব হইতেই গৃহীত। খৃষ্টানগণও এই প্রথা গ্রীক পৌত্তলিকদের নিকট হইতে গ্রহণ করে। অলিম্পিক ক্রীড়ার সময়ের মশাল মিছিল লক্ষ্যযোগ্য।

কিছুদিনের মধ্যে এই অনুষ্ঠানটি মক্কা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এখানে ইহার প্রাচীন ধরণ বদলিয়া যায়। পরবর্তীকালে ইহা পশ্চিমে সমুদ্রোপকূল ধরিয়া উত্তর আফ্রিকার সিউটা, তেলমেসেন এবং ফেজ হইয়া স্পেন পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। উহা পূর্বদিকে হইয়া পাক-ভারত পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। ৯৯৬ হিঃ/১৫০৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান মুরাদ ইহা তুরস্কে প্রচলন করেন।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাল্পনিক জন্ম বৃত্তান্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাল্পনিক ঘটনা সমূহের বর্ণনা এই সকল মওলিদ অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। এ সম্বন্ধে সুলতান মুযাফফারুদ্দীন বোকবূরীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ইবন দিহ্ইয়া সুলতানের আদেশে "তানবীর ফী মওয়ালীদে সীরাত" নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহাই মওলিদের আদি কিতাব। পরবর্তীকালে মওলিদে শুধু রসূলুল্লাহ (সঃ)এর প্রশংসাগীতিই, যথা কা'ব ইবন যুহায়র রচিত "বানাত সু'আদ", আল-বুসীরী রচিত 'কাসীদাতুল বুরদা' প্রভৃতি পঠিত হইত। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি শিক্ষাপ্রদ উপদেশ ও কতকগুলি কল্পিত জন্মকাহিনী থাকিত। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে জা'ফর আল-বারজানজী আল মদনীর (১৬৯০—১৭৬৬) "কিস্সাতুল মওলিদিন্ নবী" গ্রন্থখানিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মওলিদের গ্রন্থ। ইহার প্রচলনও ব্যাপক ছিল। এই বারজানজীই সর্বপ্রথম মওলিদে কিয়াম প্রথা উদ্ভাবন করেন বলিয়া মনে হয়। তিনি বলেন, استحسن القيام عند تولد النبى صلعم অর্থাৎ "নবী (সঃ)এর জন্মবিবরণী বর্ণনার সময় দণ্ডায়মান হওয়া আমি উত্তম মনে করি।"

পরবর্তী কালে অর্থাৎ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে পাক-ভারতে উর্দু ভাষায় মৌলূদের বহু পুস্তক রচিত হইয়াছে। সবগুলি গ্রন্থই আজগুবী বাজে গল্পকাহিনী রিওয়াতের নামে পূর্ণ। আর সবগুলিতেই বারজানজীর আরবী ভাষায় ছন্দে রচিত কিয়ামটি সন্নিবিষ্ট।

www.ahlehadeethbd.org

মূল : সিজার আদিব মাজাল
অনুবাদক : মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন খান

ফিলিপাইনে ইসলাম

বিরাট পরিবর্তন

কিন্তু এই সমস্ত অভিমতের তাৎপর্য্য ইহা নয় যে- ফিলিপাইনে ইসলামের আবির্ভাব ও বিস্তৃতি বিনা চেষ্টায় এবং উদ্যোগ ছাড়াই ঘটিয়াছিল। বরং ফিলিপাইনের ইতিহাসে বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তারকারী সামগ্রিক পরিবর্তন আনয়নের জন্য কতিপয় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। একটি উচ্চ ধর্মীয় সংস্কৃতি—যাহা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রতিটি দিকে উহার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে এবং যাহা মূলতঃ আবির্ভাবের সময় বিশেষ পরিবেশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিল উহা সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন পরিবেশে প্রবেশকালে নিশ্চিতভাবেই প্রাথমিক বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিল এবং সমাজ জীবনে বেশ কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তারপর ইসলাম প্রচলিত সংস্কৃতিকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করার কাজে লাগিয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম উহার নূতন আবাসভূমিতে প্রাচীন সংস্কৃতির দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু ইসলাম পূর্বের মতই সহনশীল ছিল। ইহা তাহার নিজস্ব বীজ বপন করিয়াছিল এবং পরিণামে ইহার সহিত সামঞ্জস্যহীন প্রাচীন বিশ্বাস গুলিকে ইসলাম দূরীভূত করিয়া দিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ফিলিপাইনে ইসলাম প্রাচীন সংস্কৃতির সহিত সমন্বয় সাধন করে নাই। অবশ্য বহু পুরাতন বিশ্বাস এখনও ইহার সহিত এমন ভাবে সংযুক্ত হইয়া আছে এবং ভবিষ্যতেও অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত থাকিবে যে অনেকে মনে করিতে পারে যে, ঐ বিশ্বাসগুলিও বুঝি ইসলামেরই অঙ্গ। যাহারা উপরে বর্ণিত পঞ্চম পর্যায়ে বাস করিতেছেন, প্রাচীন বিশ্বাস সমূহ তাহাদের মধ্যে অব্যাহত থাকিবে কিনা একমাত্র তাহারাই তাহা নির্ধারণ করিতে পারেন।

আদর্শিক মূল্যায়ন

ফিলিপাইনে ইসলামের বিস্তৃতি এমনই একটি জটিল ব্যাপার যে, ইহার জন্য একটি মাত্র ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। ইসলামের প্রচারকগণের প্রথম কাফেলার আগমন ছিল সূচনা মাত্র। আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্য আরও কার্য্যকরী ভাবে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দলপতিদের ইসলাম গ্রহণ, শাসকের ধর্মের নব বিশ্বাসের প্রতিসম্মান প্রদর্শনের জন্য সাধারণ মানুষের ধর্মান্তরিত হওয়া এবং অন্যান্য নানা প্রকার চাপ ও প্রভাবের বিদ্যমানতা ফিলিপাইনে ইসলামের বিস্তৃতির মত জটিল ব্যাপারে ব্যাখ্যা প্রদানে সাহায্য করিতে পারে। আর একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ইসলাম একটি সংস্কৃতিরূপে কতিপয় ক্রমবর্দ্ধমান প্রয়োজন মিটাইয়াছিল। ইসলামের আবির্ভাবের সহিত এই দেশে আগমন ঘটিল হাতের লেখার নব পদ্ধতি, ব্যাপক আইন-বিধি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সমূহের সমন্বয় সাধনের নব পদ্ধতি, অধিকতর কার্য্যকরী রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি জীবন ও আল্লাহ সম্বন্ধে নূতন ধারণা। ফলতঃ

www.ahlehadeethbd.org

জীবনের এক নব মূল্যায়ন তাহারা তখন লাভ করিয়াছিল।

মুসলমানগণ পরবর্তীকালে আরেকটি উচ্চ এবং প্রতিযোগী সংস্কৃতির অনুপ্রবেশে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইসলামের আদর্শগত মূল্যমান এবং উহার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সমূহের জন্যই উহা সম্ভব হইয়াছিল। ম্যানিলা সহ ফিলিপাইনের অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ আমাদের আলোচ্য মুসলিম সুলতানাৎ অপেক্ষা ইসলাম অনেক কম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। কারণ সেখানে মানব জীবনের প্রতিটি দিকে প্রভাব বিস্তারকারী কোন উচ্চ আদর্শ বিদ্যমান ছিল না। পক্ষান্তরে ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জের দক্ষিণাংশে অবস্থিত মুসলিম সুলতানাতগুলি স্পেনীয়দের ঔপনিবেশকতা ও খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করণ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে চরম প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অতীতে যেমন মুসলমানগণ বিদেশী শাসন প্রতিরোধ প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছিল এখানেও তাহাই ঘটিল, ইহা হইতে তাহাদের ইধলামী চেতনা এবং উহা হইতে উদ্ভূত স্বাতন্ত্র্য বোধ জাগ্রত হয় এবং এই বোধ হইতেই জাতীয়তার উন্মেষ ঘটে।

কিন্তু ধর্মীয় দ্বন্দ্বের যুগ এবং ফিলিপাইনের দক্ষিণে অবস্থিত মুসলমানগণের উপর জয়লাভ করার প্রচেষ্টা আজকাল একটি অতীতের ঘটনা মাত্র। বর্তমানে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে মুসলমানগণ অপর সকল ফিলিপাইনবাসীর সহিত সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগকারী নাগরিক হিসাবে যেই জাতির একটি সংখ্যালঘু দলে পরিণত হইয়াছে। ইহারা এমন একটি শ্রেণী যাহাদের মধ্যে ইসলামী ঈমানের চেতনাবোধ উজ্জীবিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইসলামের অন্যান্য কেন্দ্র হইতে সাহায্যকারী তবলিগী কাফেলার আগমন, নতুন নতুন ইসলামী সংস্থার বিদ্যমানতা, এবং অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সহিত বুদ্ধিগত যোগাযোগ তাহাদের মধ্যে আরও অধিকতর চেতনাবোধ জাগাইয়া দিতেছে। মুসলিম অধ্যুষিত স্বাধীনরাষ্ট্র সমূহের অভ্যুদয় এই ক্রমবর্দ্ধমান চেতনাবোধকে আরও শক্তিমণ্ডিত করিয়া দিতেছে। এই চেতনাবোধ বেশ কিছু দিনের নিষ্ক্রিয়তার পর পরিদৃষ্ট হইয়াছে।

এখন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ অঞ্চলের মুসলমানদিগকে তাহাদের মহাকাব্য, কবিতাগুচ্ছ এবং পল্লীগীতি সমূহ সংগ্রহ করিয়া সর্বসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে অন্যান্য ফিলিপাইনবাসী এই সংগ্রহ গুলিকে তাহাদের নিজস্ব সম্পদ বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে। মুসলমান শিল্পী ও ভাস্করদিগকে তাহাদের নৈপুণ্য আরও উন্নত করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে তাহাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে প্রেরণার উৎসরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাদের সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে আরও শাণিত ও কর্মক্ষম করিয়া তুলিয়া মহত্তম অবদান সৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু সর্বোপরি মুসলমানদিগকে তাহাদের নিজেদের মধ্যে সাহসিকতা, অতিথিপরায়ণতা, জনক-জননীর প্রতি শ্রদ্ধা, পরিচ্ছন্নতা এবং সবার উপরে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনকরিতে হইবে। মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে এই সব বিস্তৃতি সাধন একমাত্র দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই সম্ভব।

কালক্রমে এমন সময় আসিবে যখন, দক্ষিণ ফিলিপাইনের মুসলিম অধিবাসীগণের তামদ্দুনিক জীবনের এমন অনেক বিষয় যাহা সরাসরি ইসলাম কর্তৃক অনুপ্রাণিত এবং প্রাক ইসলাম যুগের যে সব প্রথা ইসলাম কর্তৃক সংস্কার সাধিত হইয়াছে—উহার সমস্ত বিষয়ই ফিলিপাইনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীগণ কর্তৃক সমগ্র দেশের সাধারণ সম্পদ বলিয়া গৃহীত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

চলরে মন নবীজির দেশে

—আবদুল খালেক (করাচি)

ভবের বেলায় হেলায় দিন কেটে যায়
চিন্তা করে দেখ্ রে মন তোর থলিয়ায়
কি ধন আছে নিতে মরণ যাত্রার পথে,
ডাক শুনি ওই মরুর স্বপ্নশিখা হতে।

এশ্কে আল্লার ঝোপে মরুর হাওয়া বয়,
কান পেতে শুনিব তথা কি কথা কয়
আরব সাগরের ঢেউ জিদ্দার কূল ঘেঁষে,
ল-চলরে মন ওই নবীজির দেশে।

যে মাটিতে স্বর্গ হতে জ্যোতিঃ পড়িল খসি—
গোপন বাণী নিয়ে এল দিনে রবি, রাতে শশী,
ধূলি ঠেলে বিজলী জ্বেলে সত্যের ইল্হাম
নামিল যেথায় তেইশ বৎসর ভোর—শাম।

ধর্ম হল মুকাম্মল স্রষ্টার ইশারায়,
জিব্রাইলের শুভ্র হাসি ঝরিল জরীণ জোছনায়,
মহামৃতের সন্ধানে মধুর ভাষায় হেসে
চলরে মন ওই পিয়ারা নবীজির দেশে।

পাপীকুল শাফীর জনম-ভূমি পূত অনাবিল
পাক রওজার রূপরেখা রূপালী ঝিলমিল,
সেথায় আছে ইনসানের ইন্সাফ ইজ্জত—
সেথায় মিলে দিনের হেকমত হিম্মত—।

আসে সেথায় বিমোহন ধ্যায়ান আলবৎ
বুঝা যায় তারি সাথে আল্লার নে'মত যুগপৎ,
জিগারে জাগায়ে এশকের অগ্নি মজনু বেশে
চলরে চল নবিউল-উম্মীর দেশে।

দীন দুঃখীরে বিলাইতে আপন ধন—
ধর্মের লাগি মহাত্যাগী আবু বকরের পণ,
আচারে কোমল-চিত্ত বিচারে বজ্র-কঠোর নিত্যি
মহামতি ওমরের মত শাণিত বুদ্ধির দীপ্তি।

ওসমানের মত চরিত্র মহানুভব হৃদয়
আলী হায়দারের বীরত্ব বল দুর্জয়
শিখে নিতে ওই মাটিতে নব ভাবের উন্মেষে,
চলরে মন চল ওই নবীজির দেশে।

বেলালের প্রাণ-জাগা আজানের শান্,
শাহাদত-ব্রতে হোসেনের প্রদীপ্ত প্রাণ
ঘুরে ঘুরে ফিরে ওই ফোরাতের তীরে,
সব নিব আপন করে আনন্দে ধীরে,

খালেদের মত অরিন্দম হয়ে বলে-হিম্মতে
মুসা তারেকের দোর্দণ্ড প্রতাপ লয়ে বাহুতে
আসিব ফিরে নব শাহ জালালের বেশে,
চলরে মন এবার চল নবীজির দেশে।

www.ahlehadeethbd.org

(৪১৬ এর পাতার পর)

৬। তোমাদের ধর্ম তোমাদেরই, আর আমার ধর্ম আমারই। [৫]

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ ٦

আর যাঁহারা পঞ্চম আয়াৎটিকে ভাবের দিক দিয়া পুনরুক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না তাঁহারা বলেন যে, আয়াৎ দুইটির ভাষা এক হইলেও ইহাদের তাৎপর্য এক নয়। কাজেই ইহাকে পুনরুক্তি বলা চলে না। তাঁহারা তাঁহাদের এই দাবী একাধিক ভাবে ব্যক্ত করেন। তাঁহারা বলেন, (ক) কাফিরেরা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর নিকট দুইটি প্রস্তাব করে। এক প্রস্তাবে তাহারা বলে, "আপনি এক বৎসর বা এক মাস বা কিছু দিন আমাদের দেবদেবীর ইবাদাৎ করুন, তাহা হইলে উহার পরে আমরাও এক বৎসর বা এক মাস বা ঐরূপ কিছুদিন আপনার মা'বূদের ইবাদাৎ করিব।" দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাহারা বলে, "আপনি অন্ততঃ আমাদের কোন কোন মা'বূদের ইবাদাৎ সমর্থন করুন, তাহা হইলে আমরা আপনার মা'বূদের ইবাদাৎ করিব। এই প্রস্তাব দুইটির একটির সহিত তৃতীয় আয়াৎটি এবং অপরটির সহিত পঞ্চম আয়াৎটি সম্পৃক্ত। কাজেই এখানে মোটেই পুনরুক্তি নাই।

(খ) উল্লিখিত আয়াৎ দুইটির একটির তাৎপর্য এই যে, কাফিরেরা তাহাদের এই ওয়াদা অঙ্গিকার মোটেই রক্ষা করিবে না। তাহাদের ঐ প্রস্তাবে সম্মত হইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম তাহাদের কোন কোন দেবদেবীর ইবাদাতের প্রতি সমর্থন জানাইলেও—এমন কি তাহাদের দেবদেবীর ইবাদাৎ করিলেও ঐ কাফিরদের স্বভাব চরিত্র এমনই যে, তাহারা **কস্মিন কালেও রাসূল সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম এর মা'বূদের ইবাদাৎ করিবে না।** আর অপর আয়াৎটির তাৎপর্য এই যে, কাফিরেরা **যে সময়ে ঐ প্রস্তাব করে সেই সময়েও তাহারা তাঁহার মা'বূদের ইবাদাৎ না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।** তাহাদের এই প্রস্তাব একটি ভান ও ভাঁওতা মাত্র। কাজেই এই দুই আয়াতে পুনরুক্তির কোন প্রশ্নই উঠে না।

৫। এই আয়াতে পূর্ব্ববর্তী চারিটি আয়াতের সারমর্ম রহিয়াছে। 'লাকুম্ দীনুকুম্' এর মধ্যে তৃতীয় ও পঞ্চম আয়াতের সার নির্যাস এবং 'লিয়া দীনি' এর মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ আয়াতের সার নির্যাস রহিয়াছে। আয়াতটির তাৎপর্য এইরূপ, "ওহে কাফিরেরা, তোমাদের শিরক্-ধর্ম লইয়া তোমরাই থাক। উহাতে অংশ গ্রহণের জন্য আমাকে আহ্বান করিও না। কারণ আমি কিছুতেই শিরক করিতে পারি না ('লা আ'বুদু মা তা'বুদুন', অলা আনা 'আবিদুম্ মা 'আবাদ্তুম)। আর আমার তাওহীদ ধর্ম লইয়া আমাকে থাকিতে দাও। তোমরা মোটেই উহা গ্রহণ করিবার পাত্র নও (অলা আন্তুম্ 'আবিদূনা মা আ'বুদু)

কেহ কেহ বলিতে চান যে, এই আয়াৎযোগে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলায়হি অসাল্লাম কাফির'দিগকে শিরকে কায়িম থাকিবার জন্য অনুমতি দেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অলীক কথা। কারণ শির্ককে ধরা পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আল্লাহ তা'আলা যে রাসূলের উপর ন্যস্ত করেন তাঁহার পক্ষে শির্ক্ করিবার জন্য অনুমতি দান কল্পনাতীত ও অসম্ভব। আয়াৎটির একটি তাৎপর্য বলা হইল। ইহার আরও তাৎপর্য রহিয়াছে। তাহা এই যে, এই আয়াৎটি তিরস্কার স্বরূপ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তোমাদের শিরক লইয়াই তোমরা থাক পরে মজাটা টের পাইবে। পরিণামে যখন শাস্তি ভোগ করিবে তখন বুঝিবে তোমাদের একগুঁয়েমির ফল।

'দীন' শব্দটির বহুল প্রচলিত অর্থ হইতেছে ধর্ম এবং ঐ বহুল প্রচলিত অর্থ ধরিয়াই আয়াৎটির তরজমা ও ব্যাখ্যা করা হইল। 'দীন' শব্দটি কুরআন মাজীদে আরো কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঐ অর্থগুলি এবং সেই অনুযায়ী আয়াৎটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

(ক) 'দীন' শব্দের দ্বিতীয় অর্থ হইতেছে 'শাস্তি'। (সূরাহ ২৪ আন্-নূর দ্বিতীয় আয়াতে 'দীন' শব্দটি শাস্তি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে)। এই অর্থ ধরিয়া আয়াংটির তাৎপর্য দাঁড়ায় এই, তোমরা আল্লাহ এর সহিত শিরক কর বলিয়া তোমাদের ঐ শিরকজনিত শাস্তি তোমাদের জন্য আল্লাহ এর নিকটে রহিয়াছে; আর আমি তোমাদের দেবদেবীর অবমাননা বা অবাধ্যতা করি বলিয়া আমার ঐ অবমাননা বা অবাধ্যতাজনিত শাস্তি আমার জন্য ঐ দেবদেবীদের নিকট রহিয়াছে। তারপর, আল্লাহ সর্বশক্তিমান বলিয়া তোমরা তাঁহার শাস্তি কোনক্রমেই এড়াইতে পারিবে না। তোমাদিগকে ঐ শাস্তি অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে তোমাদের দেবদেবীরা জড় পদার্থ অক্ষম বলিয়া তাহারা আমার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না। এখন ভাবিয়া দেখ, পরিণামে তোমাদের কী অবস্থা ঘটিবে!

'দীন' শব্দের তৃতীয় অর্থ হইতেছে 'দু'আ' 'প্রার্থনা' (সূরাহ ৪০ আল্-মু'মিন, ১৪ আয়াতে দীন শব্দটি দু'আ-প্রার্থনা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে)। এই অর্থ ধরিয়া আয়াংটির তাৎপর্য দাঁড়ায়—তোমরা তোমাদের দেবদেবীর সকাশে তোমাদের দু'আ-প্রার্থনা পেশ করিতে থাক আর আমি আমার মা'বূদ আল্লাহ এর নিকট আমার দু'আ-প্রার্থনা; আবেদন-নিবেদন জানাইতে থাকি। তারপর, আম'র আল্লাহ যেহেতু সব কিছু শুনেন এবং সর্বশক্তিমান কাজেই তিনি আমার আবেদন নিবেদন জ্ঞাত হইয়া তাহা পূরণ করিবেন বলিয়া আশা আছে। পক্ষান্তরে, তোমাদের দেবদেবীগণ অচেতন জড় পদার্থ। তাহারা তোমাদের আবেদন শুনিবারও ক্ষমতা রাখে না এবং কিছু করিবার ক্ষমতাও রাখে না। কাজেই তোমাদের সকল আবেদন নিবেদন বিফল ও বৃথা হইবে। এখনও ভাবিয়া দেখ!

'দীন' শব্দের চতুর্থ অর্থ হইতেছে 'হিসাব-নিকাশ এবং তজ্জনিত পুরস্কার লাভ ও শাস্তিভোগ'। এই অর্থ ধরিয়া আয়াংটির তাৎপর্য দাঁড়ায়, তোমাদের কর্মাকর্মের হিসাব তোমাদিগকে দিতে হইবে এবং উহার ফল তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। আর আমার কর্মাকর্মের হিসাব আমাকে দিতে হইবে এবং উহার ফল আমাকে ভোগ করিতে হইবে। অতএব চিন্তা করিয়া দেখ।

এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 'লাকুম্' ও 'লী' বিধেয় পদ দুইটি 'দীনুকুম্' ও 'দীনি' উদ্দেশ্য পদ দুইটির পূর্বে থাকায় বিধেয় উদ্দেশ্যের জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার অর্থ দেয়। কাজেই তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, তোমাদের কর্মফল **একমাত্র** তোমরাই ভোগ করিবে। **অপর কেহ অথবা** আমি ভোগ করিতে যাইব না। সেইরূপ আমার কর্মফল একমাত্র আমিই ভোগ করিব। অপর কেহ বা তোমরা তাহা ভোগ করিবে না। এমত অবস্থায় আমি যদি আমার কর্তব্য পালনে ঔদাসীন্য দেখাই অথবা শিথিলতা করি তাহা হইলে তাহার জন্য আমাকে জবাবদিহি করিতে হইবে। আমি আল্লাহ এর রাসূল হওয়ার কারণে আমার কর্তব্য হইতেছে লোককে শিরক ত্যাগের জন্য আহ্বান জানান। তাই আমি তোমাদিগকে এই আহ্বান জানাইতেছি। এখানেই আমার কর্তব্য পালন সমাপ্ত। ইহার পরেও তোমরা কুফরকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিলে তজ্জন্য আমাকে দায়ী করা হইবে না; বরং তজ্জন্য তোমরাই দায়ী হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

ঈদের নামাযের সুন্নত মুতাবিক ওয়াক্ত

প্রশ্ন : ঈদের নামাযের ওয়াক্ত বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত থাকে—এই মর্মের হাদীস সহীহ না জঈফ ? হুজুর আকরাম (দঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এবং সলফে-সালেহীন কখন ঈদায়নের নামায পড়িতেন ? দুই ঈদের নামায সুন্নত মুতাবিক কখন পড়া উচিত ?

এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি বক্তব্য এই যে, আমরা পূর্বে সূর্য পূর্ব দগন্তে এক নেযা (অনুমান ২॥ বা ৩ হাত) পর্যন্ত উঠিলে ঈদুল আযহার নামায এবং দুই নেযা পর্যন্ত উঠিলে ঈদুল ফিৎরের নামায পড়িতাম। কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে আমরা এইরূপ আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়িতে পারিতেছিনা। কারণ আমাদের এলাকার জনৈক মৌলবী সাহেব এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, মধ্যম ওয়াক্তে নামায পড়া ভাল। প্রমাণ স্বরূপ তিনি বলেন خير الامور اوسطها প্রত্যেক কাজের মধ্যমটি ভাল। প্রত্যেক ঈদের সময় তিনি উহা দুহ্রাইয়া থাকেন। তিনি আরও বলেন, যদি কেবল আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া উত্তম হইত তবে এশার নামায বিলম্বে পড়িলে সওয়াব বেশী হয় কেন ?

প্রত্যেক কাজের মধ্যম ভাল, এই কথার প্রমাণ কতদূর মজবুত এবং উহা ঈদের নামাযের ওয়াক্তে প্রযোজ্য কিনা ?

হাদীস ও প্রামাণ্য দলীল মুতাবিক উপরোক্ত প্রশ্নের বিস্তৃত জওয়াব এবং সমস্যার সমাধান কামনা করি।

মোঃ সিরাজুল হক, প্রভৃতি
গ্রাম রাধানগর, পোঃ হোমনা, কুমিল্লা

উত্তর : ঈদের নামাযের ওয়াক্ত বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত থাকে—এই ভাষায় বা এই মর্মে কোন সুস্পষ্ট হাদীস নাই—সহীহ হাদীস ত নাইই—এমন কি জইফ হাদীসও নাই।

উহা পরবর্তী কালের ফকীহগণের কিয়াস-ভিত্তিক অভিমত। ফিক্হের গ্রন্থ সমূহে ঈদের নামাযের সময়ের উল্লেখ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—

وقت صلوة العيد من ارتفاع قدر رمح او رمحين الى زوال الشمس •

ঈদের নামাযের ওয়াক্ত হইতেছে সূর্য এক বা দুই নেযা পরিমাণ উপরে উঠার সময় হইতে সূর্য (পশ্চিম দিকে) ঢলিয়া পড়ার পূর্ব পর্যন্ত [দেখুন : হেদায়া, ফতহুল কাদীর সহ (১) ২৬৭ পৃঃ, দুরুরে মুখতারের টীকা রদ্দুল মুহ্তার (১) ৫৮৩ পৃঃ ; কানযুক দাকায়েকের ব্যাখ্যা শরহে আইনী, (১) ১৫২ পৃঃ ; জামে রমুয, ১৫২ পৃঃ ; নূরুল ইজাহ উহার টীকা মারাকীল ফালাহ সহ ৯০ পৃঃ]

www.ahlehadeethbd.org

বাঙ্গালী মযহাবের প্রখ্যাত গ্রন্থ মুগনীতে [(২) ৩৭৬—৭৭ পৃঃ) বলা হইয়াছে, সূর্যোদয় কালীন নিষিদ্ধ মকরূহ হওয়ার সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর নফল পড়া জায়িয হওয়ার সময় হইলেই ঈদের নামায পড়িবে, তারপরই বলা হইয়াছে,

على هذا يكون وقتها من حين ترتفع الشمس قدر رمح الي ان يقوم قائم الظهيرة •

"সূর্য্য এক নেযা উপরে উঠার পর হইতে মাথার উপর সূর্য আসা পর্যন্ত যে সময় উহাই ঈদের নামাযের ওয়াক্ত।"

কিন্তু মধ্যাহ্ন গগনে সূর্য আসা বা সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে ঈদের নামায পড়া সিদ্ধ—এই যে অভিমত উপরোক্ত ফিকহের গ্রন্থ সমূহে ব্যক্ত করা হইয়াছে উহার সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য দলীল প্রমাণ—রসূলুল্লার (দঃ) হাদীস বা সাহাবীদের আমল হইতে কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই।

ঈদের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে হাদীসে যাহা উল্লেখিত হইয়াছে—যাহা হইতে এ সম্পর্কে রসূলুল্লার (দঃ) আদেশ, আমল এবং সাহাবী ও তাহাদের পরবর্তীকালে মদীনার অধিবাসীদের আমলের পরিচয় পাওয়া যায় আমরা নিম্নে তাহা একে একে উল্লেখ করিতেছি।

রসূলুল্লার (দঃ) হুকম ও আমল ঃ

প্রথম হাদীস

আবুল হুয়াইরীস তাবেয়ী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমর ইব্‌ন হাযম্‌ সাহাবীর (রাঃ) নামে নাজরানে লিখাইয়া পাঠান—

ان عجل الضحى وعجل الفطر وذكر الناس •

"তুমি ঈদুল আযহার নামায জলদী পড়িবা এবং ঈদুল ফিতরের নামায দেরী করিয়া পড়িবা আর লোকদিগকে নসীহত করিবা।" [কিতাবুল উম্ম (১) ২০৫ পৃষ্ঠা]।

ইমাম বয়হকী তদীয় হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসটির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন উহা সনদের দিক দিয়া জঈফ এবং মুরসল [সুনানে কুবরা (৩) ২৮২ পৃষ্ঠা] ।

দ্বিতীয় হাদীস

হাফিয ইবনে হজর (রহঃ) তদীয় তলখীসুল হাবীর (১৪৪ পৃঃ) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

وفى كتاب الاضاحي للحسن بن احمد البنا من طريق وكيع عن المعلى بن هلال عن الاسود بن قيس عن جندب قال كان النبى صلي الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والضحى على قيد رمح •

হাসান ইবনে আহমদ আল্‌ বান্না কর্তৃক সঙ্কলিত কিতাবুল আযাহী নামক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, আসওয়াদ ইবনে কয়েস জুন্দুব (ইবনে আব্দিল্লাহ বাজালী) সাহাবী হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহ (দঃ) আমাদের ঈদুল ফিতরের নামায পড়াইতেন সূর্য দুই নেযা পরিমাণ উপরে উঠিলে আর ঈদুল আযহার নামায পড়াইতেন এক নেযা পরিমাণ উপরে উঠিলে।

ফিকহের প্রায় সমস্ত কিতাবেই ঈদায়নের নামাযের সময় বর্ণনা প্রসঙ্গে এই রিওয়াত উধৃত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হইয়াছে। হাকিয যয়লয়ী (রহঃ) হেদায়ার তখ-রীজ নসবুর রায়াহ [(২) ২১১ পৃঃ] এই হাদীস সম্পর্কে বলিয়াছেন, حديث غريب

"এই হাদীসটি অপরিচিত " অর্থাৎ হাদীসের সু বিচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে নির্ভরযোগ্য সনদের সহিত উহার সন্ধান মিলে না।

তৃতীয় হাদীস

এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য হাদীস যাহা পাওয়া যায় তাহা নিম্নে উধৃত হইল :

عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر او اضحي فانكر ابطاء الامام وقال ان كنا مع النبي صلي الله عليه وسلم قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح (الحاكم فى المستدرك ص ٢٩٠ الجزء الاول وقال هذا حديث صحيح على شرط البخارى)

"ইয়াযীদ ইব্‌নে খুমাইর হইতে বর্ণিত হইয়াছে— তিনি বলিয়াছেন, রসূলুল্লাহর (দঃ) সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌নে বুসর (রাঃ) ঈদুল ফিত্‌র কিম্বা ঈদুল আযহার দিবস নামাযের জন্য লোকদের সহিত ঈদ-গাহে পৌঁছেন এবং ইমামের দেরী করিয়া আসার ব্যাপারটিকে মুনকর—অবাঞ্ছিত কাজ রূপে মন্তব্য করিয়া বলেন, আমরা এই সময় রসূলুল্লার (দঃ) সহিত নামায শেষ করিতাম। আর সেই সময়টি ছিল সূর্যোদয়কালীন নামাযের নিষিদ্ধ সময় পার হওয়ার পর যখন নফল নামায পড়া জায়িয হয়। [হাকিমের মুসতাদরক (১) ২৯০ পৃঃ] ইমাম হাকিম বলেন, এই হাদীসের সনদ বুখারীর শর্ত মুতাবিক সহীহ্‌।

ইমাম যহবীও এই হাদীসটিকে বুখারীর শর্ত মুতাবিক সহীহ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এই হাদীসটি আবু দাউদ ঈদায়নের নামায অধ্যায়ে সঙ্কলন করিয়াছেন [আবু দাউদঃ আউনুল মা'বুদসহ (১) ৪৪১ পৃঃ, আরও দেখুন : সুনানে ইব্‌নে মাজা হাশীয়া-সিন্ধী সহ, মিসরী ছাপা (১) ২০৪ পৃঃ]

ইমাম ইব্‌নে হযম তদীয় মুহাল্লায় [(৫) ৮১ পৃঃ] উহার উল্লেখের পর উক্ত সময়ের ব্যাখ্যায় বলিয়া দেন اثر ابياض الشمس "সূর্যের লাল রং কাটিয়া গিয়া সাদা রং হওয়ার লাগালাগি সময়।"

সাহাবীদের আমল

কিতাবুল উম্ম গ্রন্থে বিভিন্ন সাহাবী হইতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, সাহাবী আবদুল্লাহ ইব্‌নে উমর (রাঃ)

كان يغدو الي المصلى يوم الفطر اذا طلعت الشمس •

যখন সূর্য উদিত হইত তখন (সেই সকালে তিনি) ঈদগাহে যাইতেন।

তাবেয়ী ও সলফে সালেহীনের আমল

হযরত সাঈদ ইব্‌নে মুসাইয়ব (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ঈদুল আযহার দিবসে সূর্যোদয়েরই পরই ঈদগাহে যাইতেন।

খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত হযরত ওমর ইব্‌নে আবদুল আযীয সম্পর্কে রেওয়ায়ত আসিয়াছে :

انه كتب الي ابنه وهو عامل على المدينة اذا طلعت الشمس يوم العيد فاغد الي المصلى •

তিনি তদীয় পুত্র—তদানীন্তন কালের মদীনার গবর্ণরকে লিখিয়া জানান যে, ঈদের দিন সূর্য

www.ahlehadeethbd.org

উঠার পরই ঈদগাহে যাইবে। [আল উম্ম (১) ২০৬ পৃষ্ঠা]।

ইমাম মালেক (রহঃ)—মদীনায় কোন্ সময় ঈদের নামায পড়া হইত সে সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে লিখিয়াছেন

والذى ادركت الناس واهل العلم ببلدنا انهم كانوا يغدون الى المصلى عند طلوع الشمس •

"আমি আমাদের শহর মদীনার অধিবাসী এবং বিদ্বানমণ্ডলীকে যে তরীকার উপর দেখিতে পাইয়াছি তাহা এই যে, তাহারা সূর্যোদয়ের সাথে সাথেই ঈদগাহের দিকে যাইতেন। (মুদাওয়ানাতুল কুবরা [(১) ১৬৭ পৃষ্ঠা]। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, হযরত ইমাম মালেকের জন্ম হয় ৯৩ হিজরীতে এবং মৃত্যু ঘটে ১৭৯ হিজরী সালে।

উপরের আলোচনায় রসূলুল্লার (দঃ) কউলী ও ফে'লী হাদীস, সাহাবাগণের আমল এবং সলফে সালেহীনের অনুসৃত তরীকা হইতে নিঃসন্দেহে মোটামুটী এই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঈদের নামাযের সুন্নত মুতাবিক সহীহ সময় হইতেছে সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পর; এবং উহা যত তাড়াতাড়ি পড়া যায় ততই উত্তম, বিশেষ করিয়া ঈদুল আযহার নামায অপেক্ষাকৃত অধিক তাড়াতাড়ি এবং ঈদুল ফিতরের নামায কিঞ্চিৎ বিলম্বে কিন্তু সূর্য্যের লালচে রঙ্গ সাদাটে রঙ্গে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে পড়াই বাঞ্ছনীয়।

উধৃত রেওয়ায়ত সমূহে ইহাও লক্ষ্যযোগ্য যে, কোন বিবরণেই সূর্য মধ্যাহ্ন গগনে যাওয়া পর্যন্ত উহার শেষ সময়—একথার উল্লেখ নাই।

প্রত্যেক কাজেরই কি মধ্যম ভাল?

এখন 'প্রত্যেক কাজের মধ্যম ভাল خير الامور اوساطها সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাইব।

যে মৌলবী সাহেব এই কথাটি পুনঃ পুনঃ দুহ্রাইয়া প্রমাণ করিতে চান যে, মধ্যম ওয়াক্তে নামায পড়া ভাল তাহাকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল এই কথাটি হাদীসের কোন্ বিশ্বস্ত বা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে আছে এবং কে কি উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছেন এবং কেমন করিয়া উহা নামাযের ওয়াক্তের উপর প্রযোজ্য হয়।

আমরা যতদূর অবহিত রহিয়াছি হাদীসের নির্ভরযোগ্য কোন কেতাবে এই বাণীটি নাই। দুই একটি মুসনদ গ্রন্থে এবং তারীখের কেতাবে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির সনদে অথবা বিনা সনদে হযরত আলী ও ইব্নে আব্বাসের নামে উহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে একটি মহাজন বাক্য বা প্রবচনরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে যাহা কোন কোন ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হইতেও পারে। যথা অতিরিক্ত খরচ ও অতিরিক্ত বখিলীর মাঝামাঝি পন্থা গ্রহণ, বাড়াবাড়ি পরিহার এবং ইফরাত ও তফরীতের মধ্যপন্থা অবলম্বন ইত্যাদি। কিন্তু এই সনদহীন অথবা অজ্ঞাত পরিচয় সূত্রে বর্ণিত মহাজন বাক্যটিকে কোনক্রমেই হাদীস ও সাহাবীগণের আমলের বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে খাড়া করা যাইতে পারে না। এমন কি শরীঅতের কোন মুআমেলায় প্রমাণরূপে পেশ করা যাইতে পারে না।

উল্লেখিত মৌলবী সাহেব এবং তাহার সমর্থক ব্যক্তিগণ জানিয়া রাখুন, কোন মুহাদ্দিসই উক্ত প্রবচনটিকে রসূলুল্লার (দঃ) হাদীসরূপে স্বীকৃতি দেন নাই। (দেখুন ইমাম সাখাভীর:

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আল-মাকাসাদুল হাসানা, ১০০ পৃঃ, আল্লামা ইসমাইল ইব্নে মুহাম্মদ আজলুনী : কাশফুল খেফা, ৩৯১ পৃঃ; শাইখ মুহাম্মদ তাহির পাত্তনী : তাযকিরাতুল মাওজুয়াত : ১৮৯ পৃঃ)।

আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া উত্তম—একথা দ্ব্যর্থহীন ভাবে রসূলুল্লাহ (দঃ) সহীহ হাদীস দ্বারা সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত। নিম্নে এ সম্পর্কে মাত্র কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করিতেছি।

১। হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে মাসউদ রসূলুল্লাহ (দঃ) এর খেদমতে জিজ্ঞাসা করিলেন, اى الاعمال افضل কোন্ আমল সবচেয়ে উৎকৃষ্ট? তদুত্তরে হুজুর (সঃ) এরশাদ ফরমাইলেন, الصلوٰة فى اول وقتها আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া (সর্বোত্তম আমল)। এই হাদীসটি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে। [সহীহ ইব্নে হিব্বান, দেখুন : নসবুর রায়াহ (২) ২৪১ পৃষ্ঠ; মুস্তাদরকে হাকিম (১) ১৮৯ পৃঃ, আবূদাউদ (ছাপা কানপুর, ১৩৪৫ হিঃ), ৬৭ পৃঃ; তিরমিযী, ২৪ পৃঃ; দারকুতনী, ৯২ পৃঃ]

২। আবদুল্লাহ ইব্নে ওমর (রাঃ) এর মাধ্যমে ঐ একই বিষয় এই শব্দে বর্ণিত হইয়াছে : خير الاعمال الصلوٰة فى اول وقتها

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আমল হইতেছে আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া, [জামে সগীর, ফয়যুল কাদীর সহ (৩), ৪৬৯ পৃঃ]

৩। বুখারী ও মুসলিম শরীফে মগরিবের নামায আওয়াল ওয়াক্তে তাড়াতাড়ি পড়া সম্বন্ধে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, মগরিবের নামায পড়ার পর তীর ছুড়িলে তীর যেখানে গিয়া পতিত হইত তাহা দেখিতে পাওয়া যাইত (এতটা আলো থাকা অবস্থায় উক্ত নামায শেষ হইয়া যাইত)।

অবশ্য এশার নামায সম্বন্ধে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর হইতে রাত্রির এক তৃতীয়াংশ সময়—এমন কি তিন প্রহর রাত্রির পূর্ব পর্যন্ত পড়া রসূলুল্লাহ (দঃ) সাহাবীদের লইয়া বেশ দেরী করিয়া এশার নামায পড়িয়াছেন। সুতরাং ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (দঃ)। শুধু এশার নামায বিলম্বে পড়ার স্বপক্ষে ইহা প্রামাণ্য দলীল। উহা অন্য নামাযের বেলায় প্রযোজ্য নহে। "আওয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া শ্রেষ্ঠ আমল" এই সহী হাদীস ঈদায়নের নামায সহ অন্য সব নামাযের উপর প্রযোজ্য। আমাদের আলোচ্য ঈদায়নের নামায জলদী জলদী পড়া সম্পর্কে যে সব দলীল পেশ করা হইয়াছে সনদহীন প্রবচন এবং সুনির্দিষ্ট ব্যতিক্রম মূলক দৃষ্টান্ত উহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা মোটেই প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে বরং হাদীসের নামে এরূপ অসংযত বকওয়াচ শরীঅতের দৃষ্টিতে গর্হিত আচরণের অন্তর্ভুক্ত।

কল কথা, নামায চাই উহা ফরয হউক কিম্বা ঈদায়নের সুন্নত হউক আওয়াল ওয়াক্তে পড়াই রসূলুল্লাহ (দঃ) সুন্নত এবং সাহাবী ও সলফে সালেহীনের অনুসৃত তরীকা। উহার বিপরীত পন্থা অনুসরণের জন্য উপদেশ দেওয়া বা বাধ্য করা সুন্নতে মুহাম্মদীয়াকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করারই নামান্তর। আল্লাহ পাক আমাদিগকে এবং সকল মুসলমানকে সুন্নত মুতাবিক আমল করার তওফিক প্রদান করুন। আমীন।

আহকর—আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন

www.ahlehadeethbd.org

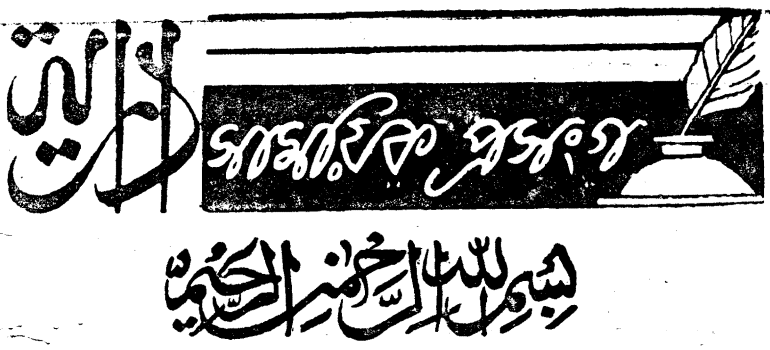

মাহে মুহাররম

হিজরী সনের প্রথম মাসের নাম মুহাররম, এই মাসে অতীতে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা হইল : এই মাসে একটি তাওহীদ-বাদী নিপীড়ত জাতির মুক্তি ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা-লাভ আর এক অত্যাচারী যালিম এবং ক্ষমতা-মদমত্ত রাজার সমূলে বিনাশ।

হযরত ইউসুফ আঃ এর মিসরে প্রতিষ্ঠা লাভের পর হইতে ইসরাইল বংশীয় লোকজন তথায় আগমন করতঃ বেশ সুখ-শান্তিতে বসবাস করিতে থাকে। তাহারা ক্রমশঃ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠে এবং তৎকালীন ফেরাউন বংশীয় রাজন্যবর্গও তাহাদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, ফেরাউন কোন একজন নির্দিষ্ট রাজার নাম নহে, উহা একটা গোত্রীয় নাম মাত্র। এই রাজ বংশে আদি পুরুষের নাম ছিল ফেরাউন, তজ্জন্য এই বংশের নাম হইয়া যায় ফেরাউন বা ফেরাও বংশ। তাহারা মুশরিক হইলেও তাহাদের সকলেই অত্যাচারী ছিলেন না, তাহাদের মধ্যে বহু সুবিচারক ও সদাশয় রাজাও ছিলেন কিন্তু পরবর্তী কালে তাহাদের মধ্যে ২য় রামসেস নামে যে রাজা মিসরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি খুবই বর্ণ বিদ্বেষী ও গোত্র বিদ্বেষী ছিলেন। বনী ইসরাইলের প্রতিপত্তি এবং ইজ্জত সম্মান তাঁহার সহ্য হইল না তদুপরি তিনি খুদায়ী দাবী করিয়া অত্যন্ত গর্বমত্ত হইয়া উঠেন। বনী ইসরাইলের হাজার হাজার বছর মিসরে স্থায়ী ভাবে বসবাস করার পরও তিনি তাহাদিগকে বিদেশী বলিয়াই মনে করিতেন এবং তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদের উপর নানাবিধ উৎপীড়ন নির্যাতন চালাইতেন, এমন কি তাহাদের বংশকে মিসর ভূমি হইতে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার জন্য তাহাদের নবজাত পুত্র সন্তান-গুলিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন, তাহা-দিগকে অতি ঘৃন্য ও নিকৃষ্ট কাজে নিয়োগ করিয়া তাহাদের অন্তর হইতে তাহাদের নবী-বংশীয় হওয়ার জাতীয় গৌরব-বোধকে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করা হয়। এইরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে হযরত মূসা আলায়হিস সালাম জন্ম গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর কুদরতে অলৌকিক ভাবে হত্যা হইতে রক্ষা পান। আল্লার অপার কুদরতের শানে হযরত মূসা ফেরাউন (২য় রামসেসের) ঘরেই লালিত পালিত হন। অতঃপর হযরত মূসা আঃ বয়োপ্রাপ্ত হইয়া নবুওত লাভ এবং তৌহীদের বাণী প্রচার করিতে শুরু করেন। ফলে ফেরাউন হযরত মূসা আঃ এর উপর ভীষণ ভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন। তিনি হযরত মূসা আঃ এর সহিত তর্ক যুদ্ধে এবং তাঁহার মোজেযার কাছে বারংবার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরাজিত ও অপদস্থ হওয়ায় এবং তাঁহার সহ ধর্মিণী ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁহার ক্রোধের সীমা অতিক্রম করে। তজ্জন্য তিনি হযরত মূসা আঃ-কে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করেন। হযরত মূসা আঃ তাঁহার এই অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া বনী ইসরাইল সহ দেশ-ত্যাগ করেন এবং তিনি তাঁহাকে ধরিবার জন্য তাঁহার পশ্চাৎধাবন করিতে থাকেন। হযরত মূসা আঃ এর পলায়ন পথে সমুদ্র প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ায় ফেরাউন মূসার আঃ এর নিকটবর্তী হইয়া পড়েন। তখন বনী ইসরাইল ভয়ে কম্পমান হইয়া উঠে। অবশেষে আল্লাহর হুকুমে সমুদ্রের পানি স্থির হইয়া বিভক্ত হইয়া যায় এবং শুষ্ক রাস্তার সৃষ্টি হয়, এই সুযোগে হযরত মূসা আঃ স্বীয় কওমকে লইয়া সেই শুষ্ক পথে পার হইয়া যান, পরে ফেরাউনও সমুদ্রের এই রাস্তা দেখিয়া স্বীয় লোক লস্কর সহ উহাতে নামিয়া পড়েন এবং আল্লাহর আদেশে সমুদ্র পূর্ব মূর্তি ধারণ করে আর ফেরাউন স্বীয় লোকজন সহ ডুবিয়া মরে। এই অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল মুহাররম মাসের ১০ই তারিখে। তজ্জন্য সেই যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত বনী ইসরাইল এই দিবসকে নিজেদের মুক্তি দিবস হিসাবে গণ্য করিয়া তাহারা এই দিবসে আল্লাহর শুকরিয়া আদা করার জন্য রোযা রাখিয়া আসিতেছে। রসূলুল্লাহ সঃ এর মদীনায় হিজরত করার পর তিনি মদীনার ইয়াহুদ গণকে এই দিবস রোযা রাখিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, আজ তোমরা কি জন্য রোযা রাখিয়াছ? তাহারা বলে, আজ আমাদের মুক্তি দিবস, এই দিবস আমরা ফেরাউনের অত্যাচার ও গোলামী হইতে মুক্ত হইয়াছিলাম। তজ্জন্য শোকরিয়ার রোযা রাখিয়াছি। ইহাতে রসূলুল্লাহ সঃ বলেন, "আমরা তোমাদের অপেক্ষা মূসার অধিক হকদার" অতঃপর তিনি ঘোষণা করেন যে, ইন্‌শা আল্লাহ আয়েন্দ বৎসর হইতে আমরা একটির পরিবর্তে দুইটি রোযা রাখিব, যাহাতে ইয়াহুদদের সঙ্গে আমাদের রোযার সাদৃশ্য না হয়।

মুহাররম মাসের ১০ই তারিখে সংঘটিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই দিক দিয়া মুহাররম মাস মুসলমানদের জন্য খুশী ও আনন্দের মাস; শোক প্রকাশ, কান্নাকাটি এবং বুক চাপড়াইবার মাস নহে। ইহাও সত্য যে, পরবর্তীকালে এই মাসে আর একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে উক্ত মাসের ঐ ১০ই তারিখেই কারবালা প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসাইন রাঃ কে অতি নৃশংসতার সহিত শহীদ করা হয়। শেষ ঘটনাটির পট ভূমিকা নিম্নে সংক্ষিপ্ত বর্ণিত হইতেছে।

যুগ যুগ ধরিয়া সমগ্র আরবে এবং উহার পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে কুরায়শ গোত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই গোত্রটি বায়তুল্লার সেবাইত পদে বরিত থাকায় সকলের শ্রদ্ধাভাজন এবং বিশেষ সম্মানের ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সম্মান ও প্রতিপত্তি এই গোত্রের হাশেমী শাখাটিই লাভ করিয়াছিল। অপর শাখা—'উমাইয়া এই মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। উমাইয়া শাখা কোন দিনই হাশেমীদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। তাই বাধ্য হইয়া তাহারা চিরদিন বনু হাশিমের প্রভাব ধীনে অবস্থান করিয়াছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে রেষারেষীর ভাব বিদ্যমান ছিল। এই গোত্রীয় রেষারেষী রসূলুল্লাহ সঃ এর জীবিত কালে কখনও মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার সাম্য মৈত্রির আদর্শে সর্বপ্রকার মতানৈক্য ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছিল। রসূলুল্লাহ সঃ এর তিরোধানের পর প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফা হযরত আবু বকর রাঃ এবং হযরত উমর রাঃ বনু হাশিম গোত্রীয় ছিলেন, ৩য় খলীফা হযরত উছমান রাঃ উমাইয়া গোত্রীয় ছিলেন এবং সে সময় ইসলামী রাষ্ট্রের দুইটি

www.ahlehadeethbd.org

গুরুত্ব পূর্ণ প্রদেশ মিসর এবং সিরিয়ায় যে দুই-জন অতি বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ গবর্ণর পদে হযরত উমর রাঃ এর খেলাফত কাল হইতে বহাল ছিলেন তাঁহারা ও বনী উমায়ইয়া গোত্রীয় ছিলেন। উমায়ইয়া গোত্রের এই ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতি-পত্তিকে হাশেমীগণ সরল ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাঁহারা ইহা লইয়া কোন্দল ও ফিতনা ফসাদে লিপ্ত হন নাই এবং উহা করা সমীচীনও মনে করেন নাই।

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ফসাদী লোক যাহারা বিখ্যাত মুনাফিক আবদুল্লাহ ইবন সাবা ইয়াহুদী দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল, তাহারা ইহাকে প্রাথমিক হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করিয়া নানা প্রকার কল্পনা প্রসূত গুজব ছড়াইয়া হযরত উছমান রাঃ এর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে থাকে। অবশেষে তাহারা বিদ্রোহ করাইতে সমর্থ হয় এবং হযরত উছমান (রাঃ) তাহাদের হস্তে শাহাদত লাভ করেন মদীনার বিশিষ্ট লোকজন এবং হযরত আলী (রাঃ) সহ বনী-হাশিমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই বিদ্রোহে লিপ্ত ছিলেন না। কিন্তু হযরত উছমান রাঃ এর শাহাদাতের পর উহার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যায়, এইরূপ আশান্তিপূর্ণ আবহাওয়ায় হযরত আলী (কঃ) খলীফা হইয়া সর্ব প্রথম দেশে শান্তি স্থাপনে মনোযোগী হন কিন্তু বনী উমাইয়াহ দাবী করে যে, প্রথমে হযরত উছমানের (রাঃ)প্রতিশোধ গ্রহণ করা হউক তারপর অন্য কাজে হাত দেওয়া হউক। কিন্তু হযরত আলী (কঃ) আবহাওয়া অনুকুল হওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতে বলেন, ইহাতে বনু-উমায়ইয়া চটিয়া যাইয়া হযরত আলী (কঃ) র বশ্যতা স্বীকার এবং তাঁহার হস্তে বয়আত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। ফলতঃ তাহারা সিরিয়ার গবর্ণর মুয়াবিয়া রাঃ কে আমীর মনোনীত করিয়া তাঁহার হস্তে বায়আত গ্রহণ করে এবং হযরত আলী (কঃ) এর খেলাফতকে অস্বীকার করে। এই ঘটনার পর হইতেই উপরোক্ত দুইটি গোত্রের মধ্যে বহু দিন পর আবার দ্বন্দ্ব রেষারেষি ও যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হইয়া যায়। ফলে মুসলমানদের মধ্যে একটা স্থায়ী বিরোধের সূত্রপাত হয় এবং দুইটি নুতন দলেরও সৃষ্টি হয়। একটি শিয়া অপরটি খারেজী। হযরত আলী (কঃ)ও নামাযরত অবস্থায় শহীদ হন এবং আমীর মুয়াবিয়া রাঃ একরূপ অপ্রতিদ্বন্দী হইয়া উঠেন। মক্কা মদীনার কিছু সংখ্যক লোক এবং বনী হাশিম গোত্র ব্যতীত সকলেই তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইয়া যায়।

কিন্তু পরবর্তীকালে আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) এমন এক কর্ম করেন যাহ দ্বারা ইসলামী শাসন বিধির মূল নীতি ভঙ্গ হইয়া যায় অর্থাৎ তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় স্বীয় পুত্র ইয়াযীদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান। ফলে গণভোটে খলীফা নির্বাচনের নীতির পরিবর্তে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই রাজতন্ত্রকে হযরত ইমাম হোসায়ন (রাঃ) স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই এবং তাঁহার বড় ভাই হযরত ইমাম হাসান (রাঃ) এর ন্যায় রাজনীতি নির্লিপ্ত জীবন যাপনও করিতে পারেন নাই। তিনি ইয়াযীদের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া তাহার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেন এবং শেষ পর্যন্ত শক্তি সঞ্চয়ের আশায় কুফাবাসীগণের ভুয়া ওয়াদার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তথায় রওয়ানা হইয়া যান। পথে কুফাবাসীর বিশ্বাস ঘাতকতায় ফুরাত নদী সন্নিহিত কারবালা প্রান্তরে মুষ্টিমেয় আত্মীয় ও সহচর সহ কুফার গবর্ণর আবদুল্লাহ যিয়াদের বিপুল সামরিক বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন। তিনি বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া ১০ই মুহাররম তারিখে একান্ত নিঃসহায় এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে শাহাদত বরণ করেন। আমরা হযরত হোসায়নের এই অমূল্য শাহাদত হইতে যে কয়েকটি মূল্যবান তত্ত্ব অবহিত হইতে পারি তাহা এই যে,

www.ahlehadeethbd.org

(ক) মুসলমানকে স্বীয় নীতির উপর আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করিয়া উহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিতে হইবে।

(খ) নীতির জন্য সর্বপ্রকার পার্থিব সুখশান্তি পরিহার করিতে হইবে।

(গ) দুনিয়ার যত বড় প্রতাপশালী সম্রাটই হউক না কেন তাহাকে ভয় করিলে চলিবে না।

(ঘ) স্বীয় শক্তিসামর্থের হিসাব নিকাশ করা চলিবে না।

(ঙ) নিজের অবর্তমানে অসহায় পরিবারের কথাও চিন্তা করা চলিবে না। এবং

(চ) যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুকাবিলায় উভয় পক্ষের সৈন্যের সংখ্যাসাম্য দেখাও চলিবে না।

নীতির প্রশ্নে যে ব্যক্তি এইরূপ বিচার বিবেচনা না করিয়া সব কিছু হইতে বেপরওয়া হইয়া প্রাণ বিসর্জন দিতে পারেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে বিজয়ী ও অমর হন। ১০ই মুহাররমে ইমাম হোসায়ন কারবালা প্রান্তরে শুধু ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন নাই তিনি নীতির প্রশ্নে লড়িয়াছেন এবং আদর্শকে অম্লান রাখার জন্য শাহাদত বরণ করিয়াছেন। তাই কিয়ামত কাল পর্যন্ত তিনি অমর ও চিরঞ্জীব হইয়া থাকিবেন।

আমাদের জাতীয় কবি ইকবাল বলিয়াছেন—

قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

"প্রকৃতপক্ষে ইমাম হুসায়ন নিহত হন নাই, ইয়াযীদই নিহত হইয়াছে। প্রত্যেক কারবালার ঘটনার পরই ইসলাম যিন্দা হয়।"

আজ আমরা ইমাম হুসায়নের নীতি ও আদর্শ ভুলিয়া গিয়াছি আর শুধু মুখে ইমাম হুসায়নের মুহাব্বতের শ্লোগান তুলিয়া এবং তাঁহার জন্য কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিয়া, হায় হোসায়ন! হায় হোসায়ন! বলিয়া বুক চাপড়াইয়া রসূলুল্লাহ সঃ-এর আদর্শের বিপরীত কার্যকলাপ করিয়া আপনাকে আহলে-বায়ত হইবার মিথ্যা দাবী করিতেছি। এ সম্বন্ধে স্বয়ং হযরত হুসায়ন রাঃ কি বলেন, তাহা শ্রবণ যোগ্য—

ইমাম যয়নুল আবেদীন বলেন, যে দিবস আমার পিতা শহীদ হন, উহার পূর্বের রাত্রে আমি পীড়িত হইয়া খিমায় অবস্থান করিতেছিলাম। আমার ফুফু আম্মা আমার শুশ্রূষা করিতেছিলেন এমন সময় আব্বা কবিতায় এই কথা বলিতে বলিতে প্রবেশ করিলেন ঃ

يا دهر اف لك من خليل
كم من اصين وصاحب قتيل
كل حي سالك سبيل
....
انما الامر الي ملك الجليل
والدهر لا يقنع بالبديل

"হে সময়! তোমাকে ধিক্কার! তোমার কত বন্ধু, কত বংশীয় লোক, কত শহীদ ছিল? তুমি ~~কাহাকেও~~ ছাড় নাই, যুগের পেট ভরে না। প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিই মৃত্যুপথের যাত্রী হইবে। মহান আল্লাহর হস্তেই সব কিছু নির্ভরশীল।

ইমাম যয়নুল আবেদীন বলিতেছেন, "আমি তাঁহার ইহা বলার উদ্দেশ্য এবং ইচ্ছা বুঝিতে পারিলাম। আমার বাষ্পরুদ্ধ হইল এবং অশ্রু বহিতে লাগিল কিন্তু আমার ফুফু স্থির থাকিতে পারিলেন না আর স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই ধৈর্য্যহীন হয়। তিনি মুখ চাপড়াইতে, জামা ছিঁড়িতে এবং কেশ উৎপাটন করিতে লাগিলেন ও অবশেষে সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া গেলেন।

فصب عليها الماء فاذا افاقت
قال يا اختي تعزى بعز الله ولنا
ولكل مسلم اسوة برسول الله صلي الله
وعليه وسلم .

তখন আব্বা তাঁহার মুখে পানি ছিটা দিলেন এবং তাঁহার হুশ হইলে তাঁহাকে বলিলেন, "ওগো আমার ভগ্নি! তুমি এ কি করিলে? আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় শোক প্রকাশ কর। কারণ আমাদের এবং সকল মুসলমানের জন্য একমাত্র আদর্শ হইতেছে রসূলুল্লাহ সঃ-এর আদর্শ।"—(তারীখে ইয়াকুবী)

ইহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

www.ahlehadeethbd.org

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৮

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

জানুয়ারী মাস

যিলা বগুড়া

মনিঅর্ডার যোগে ও অফিসে প্রাপ্ত

১। ডাঃ মোহাঃ কাসেম আলী সাং সিনাট প্যান্ডা পোঃ ভেলুর পাড়া ফিৎরা ৬৲ দফে ফিৎরা ৬০৲ ২। মোহাঃ লুৎফর রহমান সাং জামালপুর পোঃ জামালগঞ্জ ফিৎরা ২৮.৫০ ৩। খোদ বলাইল আহলে হাদীস জামাত হইতে মারফত আলহাজ মোহাঃ মঈন উদ্দিন পোঃ হাটসেরপুর ফিৎরা ১৭.৫০ ৪। মোহাঃ ওবায়দুর রহমান সাং নান্দুরা পোঃ অটাপ্ল ফিৎরা ৫৲ ৫। শাহ মোহাঃ ফযলুল হক সাং রাজারামপুর (নগর) পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ৩৭.৫০ ৬। আবদুররব সওদাগর সুত্রাপুর ফিৎরা ৬'৫০ ৭। আবদুস সাত্তার আখন্দ ও মোহাঃ কামরুজ্জামান আখন্দ সাং জয়ডোগা পোঃ গাবতলী ফিৎরা ২০৲ ৮। মওলানা মোহাঃ উসমানগণী মুস্তকাবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা ফিৎরা ৪৮৲ ৯। মোহাঃ সাইফুল ইসলাম সাং তেঁতুলগাছা পোঃ বুড়িচং ফিৎরা ১২৲ ১০। কারী আবদুল জব্বার সাং গভঃপুর পোঃ জামালগঞ্জ ফিৎরা ১০৲ ১১। মোহাঃ একরাম হোসেন সাং ও পোঃ বাইগুণি ফিৎরা ৫৲ ১২। মোহাঃ কছিম উদ্দিন সরকার সাং পার ভবানীপুর পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ২২'৫০ ১৩। মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন মারফত মোহাঃ আফযাল সাং পলিকদুয়া পূর্বপাড়া পোঃ বানিয়াপাড়া ফিৎরা ১০৲ ১৪। এ, কে এম, জসিম উদ্দিন সাং নানাহার পোঃ মোকামগাড়ী হাট ফিৎরা ১০৲ ১৫। মোহাঃ তাজ্জাম্মল হোসেন সাং সোন্দাবাড়ী পোঃ গাবতলী ফিৎরা ২০'৫৫ ১৬। মোহাঃ মুজাম্মেল হক সরকার সাং এলভা পোঃ পুনুট ফিৎরা ৫৲।

যিলা রংপুর

মনিঅর্ডার যোগে ও অফিসে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আবদুল কুদ্দুস মিঞা সাং কুঠিপাড়া পোঃ সেরুডাঙ্গা যাকাত ১০৲ ২। মিসেস নজরুল ইসলাম সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা যাকাত ১৬৲ ৩। মোহাঃ আদম শফিউল্লাহ সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা জামাত হইতে ফিৎরা ৩৫৲ ৪। শাহ রফিক উদ্দীন আহমদ সাং চিনিরপটল শাঘাটা ফিৎরা ১০৲ ৫। মোল্লা মোহাঃ মুবারক আলী পোঃ সভাগঞ্জ সাং পাকগাহি ফিৎরা ৫৲ ৬। মোহাঃ যছিম উদ্দীন সরকার সাং বাজিতপুর পোঃ জুমারবাড়ী ফিৎরা ১০৲ ৭। আবদুল জলিল মিঞা জুমারবাড়ী ফিৎরা ২৪'৫৫ ৮। নকীব উদ্দীন আহমদ সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা ফিৎরা ২০৲ ৯। মোহাঃ নূরুল ইসলাম সাং কাঠিপাড়া পোঃ সেরুডাঙ্গা ফিৎরা ১৯৲ ১০। হাজী মোহাঃ নূরুল হোসেন মণ্ডল সভাপতি কামদেব আহলে হাদীছ জামাত পোঃ বামনডাঙ্গা ফিৎরা ২০৲ ১১। মোহাঃ নকিব উদ্দীন আখন্দ সাং ও পোঃ সেরুডাঙ্গা ফিৎরা ২০৲ ১২। মোঃ আবদুর রাজ্জাক কুপতলা জামাত হইতে পোঃ কুপতলা ফিৎরা ৯৮'৫০ ১৩। মোহাঃ আমীর হামজা মোল্লা সাং শাহবাজপুর পোঃ বামনডাঙ্গা ফিৎরা ১৪'৫০ ১৪। মোহাঃ ইয়াকুব আলী সরকার সাং পাটুয়ারী পাড়া পোঃ চিলাহাটী ফিৎরা ১০৲ ১৫। মোহাঃ নাজির উদ্দীন আখন্দ সাং সালমারা পোঃ সোনাতলা ফিৎরা ৮৲ ১৬। মওঃ শাহ আবদুল বাকী আল মুহাজের সাং মৌভাষা পোঃ হারাগাছ এককালীন ১৩'২০ ১৭। ডাঃ মোহাঃ সিরাজুল হক মিঞা পোঃ পীরগাছা ফিৎরা ৮৲ ১৮। মোহাঃ আবদুল মজিদ সাং ফুলবাড়ী পোঃ গোবিন্দগঞ্জ ফিৎরা ৫৲ ১৯। মোঃ মোহাঃ এবারতুল্লাহ আখন্দ সাং শীতপুর পোঃ সরদারহাট ফিৎরা ১০৲ ২০। আলহাজ মওঃ মোহাঃ এসহাক জুমারবাড়ী বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ৬০৲ ২১। মোহাঃ গোলাম ওয়াহেদ মণ্ডল সাং বাজিতপুর ফিৎরা ৩০৲ ২২। মোঃ মোহাঃ তোফাজ্জল হোসেন সাং বাজিতপুর যাকাত ৫৲ ২৩। মোহাঃ ইয়াকুব আলী নিউ হাউস বকুলতলী মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ২৲ ২৪। মোহাঃ সাইফুল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইসলাম সাং ভাতকুড়া ফিৎরা ৫ৎ ২৫। সেক্রেটারী, জামাল ভাইর জামে মসজিদ পোঃ মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১৩ৎ ২৬। মোঃ মোহাঃ সিরাজুল হক সাং চাপাদহ পোঃ গাইবান্ধা বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ২৫৭'১০ ২৭। মোঃ মোহাঃ আব্দুর রহমান সাং তালুক ঘোড়া বান্ধা পোঃ ফকিরহাট ফিৎরা ২০ৎ ২৮। হাজী মোহাঃ তমের উদ্দীন পাইকার সাং সারাই পোঃ হারাগাছ ফিৎরা ১০ৎ ২৯। মোহাঃ মুছা প্রধান সাং জাজালিয়া পোঃ জুমারবাড়ী ফিৎরা ২০ৎ

যিলা দিনাজপুর

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। হাজী জমির উদ্দিন আহাঃ লালবাগ ২য় মসজিদ পোঃ দিনাজপুর ফিৎরা ২৫ৎ ২। হাজী জলিল উদ্দিন আহমদ পটুয়া পাড়া পোঃ দিনাজপুর যাকাত ১০০ৎ ৩। রিয়াজ উদ্দিন আহমদ মডার্ণ মেডিক্যাল হাউস মালদহ পট্টি যাকাত ৫ৎ ৪। হাজী নছির উদ্দিন আহমদ সাং সিদ্ধরান পোঃ নছিরগঞ্জ ফিৎরা ৩৫ৎ ৫। তমিজ উদ্দিন আহমদ সাং ও পোঃ বাসুদেবপুর ফিৎরা ৫ৎ ৬। মোহাঃ তারিকুর রহমান সাং বিনোদ নগর স্কুল পোঃ নবাবগঞ্জ ফিৎরা ১০ৎ ৭। আবদুল গণী সরদার সাং বাসুদেবপুর উত্তর পাড়া পোঃ বাসুদেবপুর ফিৎরা ১২'৫০ ৮। মোহাঃ আকির উদ্দিন মুন্সী ২২ নং আহলে হাদীস মসজিদ; ঘোড়াঘাট ফিৎরা ১০ৎ

যিলা খুলনা

মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ বাছের শেখ সাং কামারগ্রাম হাজীবাড়ী পোঃ মোল্লা হাট এককালীন ১০ৎ ২। মোঃ মোহাঃ জমির উদ্দীন সাং কাকডাঙ্গা পোঃ কেরাগাছি যাকাত ২০ৎ ৩। মোহাঃ ঈমান উদ্দীন খান সাং কুন্দলা পোঃ পাতিলা ফিৎরা ৭ৎ ৪। মোহাঃ নূরুয্যামান খান কালাবাগী পোঃ নালিয়ান ফিৎরা ৬ৎ ৫। মোহাঃ রোস্তম আলী খান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫ৎ ৬। আবদুল হামীদ মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৮'৫০ ৭। অবদুল জব্বার মিঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫ৎ ৮। মোহাঃ আবদুল শেখ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৩ৎ ৯। মোহাঃ কেরাম উদ্দীন সাং শাহপুর পোঃ হরিবনগর ফিৎরা ৫ৎ

যিলা কুমিল্লা

মনিঅর্ডার যোগে ও অফিসে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ লুৎফুল্লাহিল মজীদ, এম, ডি, চাঁদপুর ফিৎরা ৮ৎ ২। ক্বারী মোহাঃ ... আলী সাং কাকিয়ার চর পোঃ কুমিল্লা যাকাত ৫ৎ ৩। মোঃ মোহাঃ সিরাজুল হক, সাং বাটানগর পোঃ হোমনা ফিৎরা ২ৎ ৪। মোহাঃ আবদুস সামাদ ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২ৎ ৫। মোঃ মোহাঃ অলিউল্লাহ সাং কাবিয়াতল পোঃ দাঙ্গোরা ফিৎরা ৪৯'২৫।

যিলা ফরিদপুর

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ মোহাঃ লুৎফর রহমান সাং বহালতলী পোঃ কে, ডি, গোপালপুর ফিৎরা ১৫'৬৯ ঈশ্বর ৯'৩১ ১। মওলানা আবদুল কাদের মিঞা ঘোষে কুটী ফিৎরা ৫ৎ।

যিলা যশোর

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। এম, ভিখারুল ইসলাম মুর্শিদাবাদী টেইলারিং হাউস পোঃ ঝিনাইদহ যাকাত ২৫ৎ ফিৎরা ১৬ৎ দফে ফিৎরা ১৩ৎ।

করাচী

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ মোঃ মোহাঃ জামশেদ হোসেন ৫১/৫ এফ জ্যাকবলাইন ফিৎরা ৫ৎ ২। এস, এম, শফী আলম বি, এ্যাণ্ড টি কণ্ট্রোলার আফিস ফিৎরা ৫ৎ ৩। মিঃ বাহাউদ্দীন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১'২৫ ৪। পীঃ সিরাজুল হক ভূইয়া ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১'২৫ ৫। মোঃ মোহাঃ মুস্তাফিযুর রহমান পাক ১২৪৮৪ ব্লক নং ৩/২ পী, এ, এফ ষ্টেশন সারগোদা পশ্চিম পাকিস্তান ফিৎরা ১০ৎ

—ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী-সহধর্মিণী

[প্রথম খন্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ, সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসূলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত রা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের দ্যোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ, গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

• তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।

• উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

• রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।

• অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।

• বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।

• রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।

• তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org